উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গোধরা কাণ্ড নিয়ে সরব প্রধানমন্ত্রী ৭

অনুপস্থিত শুভেন্দু, দিলীপ

রবিবার কলকাতায় বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েও অনুপস্থিত থাকলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে প্রস্তুত বঙ্গ বিজেপি। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৭° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৮° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৮° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন

অনুষ্কাদের নিয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ বিরাটের ১১

শিলিগুড়ি ৩ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 17 March 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 296

সময়ের কথা

দিশাহীন শিক্ষায় জীবিকা মরীচিকা

ডঃ অঞ্জন চক্রবর্তী

শিক্ষা আর জীবিকার সম্পর্ক বোঝার জন্য খুব একটা প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন নেই- এটা অনেকটাই 'জলবৎ তরলং'। কিন্তু এই জলের মতো সহজ বিষয়টাই বর্তমান সময়কালে জটিলতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের সামগ্রিক চিত্রের সঙ্গে আমাদের রাজ্য বা উত্তরবঙ্গের বিশেষ কোনও ফারাক নেই। অর্থাৎ প্রথাগত পড়াশোনা করে চাকরি বা সুস্থ মানের জীবনধারণ বা জীবিকা লাভ করা ক্রমশই মরুভূমিতে মরীচিকার মতো হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন হল, কেন? তাহলে কি এই সুবিশাল ও ক্রমবর্ধমান শিক্ষাক্ষেত্র, যা নিত্যনতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে বেমানান হয়ে পড়ছে? পড়ে কী হবে? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে টোটো চালাবে? সার্বিক হতাশা থেকে এই প্রশ্নই এখন রাজ্য, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণী বা তাঁর অভিভাবকদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এই দিশাহীনতাই চকচকে ভারতের বাস্তব।

একটু তলিয়ে দেখার সময় হয়েছে। কারণ, আমার মোটা বেতনটা ওই দিশাহীন হতাশ মানুষের করের থেকেই যে আসে। কিছু তথ্য দিলে আরও পরিষ্কার হবে। ১৪০ কোটির দেশে গড়পড়তা ২৫ কোটি ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়। আর এর মাত্র ২৮ শতাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। মানে ৭২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী হারিয়ে গেল। আর মাধ্যমিক স্তরেই হারিয়ে যায় বা স্কুলছুট হয় ২০-২১ শতাংশ। অথচ এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বাম আমলেই সর্বব্যাপী হয়ে গিয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*

অপেক্ষার অবসান।। *আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে স্পেসএক্স ড্রাগন ক্রু-১০ দলের সদস্যদের দেখে উচ্ছ্বসিত সুনীতা উইলিয়ামস ও বাচ উইলমোর। শীঘ্রই তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। (খবর সাতের পাতায়)*

মৃত বলেও ফের ভর্তি শিশুকে

শতাব্দী সাহা ও সৌরভ দেব

চ্যাংরাবান্ধা ও জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : ...মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কাদম্বরীর মতো এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

প্রসূতির পরিবারকে জানানো হয়েছিল, নবজাতক মারা গিয়েছে। আপনারা এসে মৃতদেহ নিয়ে যান। মৃত্যুর শংসাপত্রও তৈরি করে রেখেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেইমতো পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ আনতে হাজির হয়েছিলেন হাসপাতালে। কিন্তু তারপরেই যা ঘটল, তা রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো। পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান, সেই শিশু বেঁচে রয়েছে! এরপরেই তড়িঘড়ি তাকে পুনরায় ভর্তি করে নেওয়া হয় হাসপাতালে। ছিঁড়ে ফেলা হয় মৃত্যুর শংসাপত্র। যদিও শেষরক্ষা হল না। রবিবার সেই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধা হক মঞ্জিল এলাকার বাসিন্দা রেশমি খাতুন শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তারপর দু'দিন ধরে এই নাটকের পর এখন শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিশুটির পরিবার তথা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই শিশুর মৃত্যু হয়েছে, এই অভিযোগ করে, বিচার চেয়ে রবিবার হাসপাতাল চত্বরেই পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে শিশুর পরিবার। এ প্রসঙ্গে শিশুটির ঠাকুমা সাকিনা বিবি বলেন, 'গত সোমবার থেকে আমার বৌমা জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে। শুক্রবার সন্ধ্যায় যন্ত্রণা অত্যধিক হয় এবং হাসপাতালের শয্যাতেই বাচ্চা প্রসব হয়ে যায়। এরপর আমি কর্তব্যরত নার্সকে ডাকি। বিষয়টি বলতেই তিনি বাচ্চা ও বৌমাকে লেবার রুমে নিয়ে যান। লেবার রুমে নিয়ে বাচ্চাকে হিটারের সামনে দেয় আর বৌমাকে বেডে উঠিয়ে দেয়। বৌমাকে চিকিৎসার পরে লেবার রুমের বাইরে বের করে দেয়। কিন্তু বাচ্চাকে দেয়নি। আমি বাচ্চাকে নিতে গেলে নার্স জানায়, ও মারা গিয়েছে, নিয়ে আর কী করবেন? *এরপর দশের পাতায়*

ফের বালুচ হামলা, খতম ৯৫ পাক সেনা

কোয়েটা, ১৬ মার্চ : বালুচিস্তানে প্রশ্নের মুখে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ। আবার বালুচ বিদ্রোহীদের হামলা। নিশানা সেই পাক সেনা। আত্মঘাতী হামলায় ৯০ জন সেনার প্রাণ গিয়েছে বলে বালুচ লিবারেশন আর্মির দাবি। ঘটনাটি শনিবারের। তবে সেখানেই শেষ নয়। একইদিনে একটি বাসকে বিদ্রোহীরা আইইডি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৫ পাক সেনার।

ফলে বালুচিস্তান প্রদেশে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে পাক প্রশাসনকে। পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির এমন তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়নি ইসলামাবাদের শাসকদের। প্রথমে চলতি সপ্তাহের শুরুতে আস্ত ট্রেন হাইজ্যাক, সেনা ও রেলযাত্রী মিলিয়ে ২১৪ জন পণবন্দিকে হত্যা, সেনা কনভয়ে হামলার পর শনিবার এল জোড়া ধাক্কা।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে সেনা কনভয় কোয়েটা থেকে তাফতান যাওয়ার পথে। *এরপর দশের পাতায়*

ভাইকে খুন, দেখল জনতা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : রাস্তায় ফেলে ভাইকে বেধড়ক মারছে দাদা। আর প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। সেই মারধরের জেরে একসময় মৃত্যু হয় ভাইয়ের। তখনও সকলে নির্বাক দর্শক। খোদ শিলিগুড়ি শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর এলাকার এই ঘটনায় শনিবার রাত থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সেইসঙ্গে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, সহ নাগরিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়েও।

ঘটনায় রবিবার রাত পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি বলে জানা গিয়েছে। তবে অভিযুক্ত সুরজকে পাকড়াও করে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

প্রশ্ন উঠেছে, ঘটনার দিন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে গোপাল পোদ্দারকে দাদা সুরজ পোদ্দার লাঠি দিয়ে মারল, শেষে ঘর থেকে তাওয়া নিয়ে এসে মাথায় মারল, তাও তাকে আটকাতে কেউ এগিয়ে এল না কেন?

প্রত্যক্ষদর্শী মোহন সাহানির দাবি, 'আমরা ঝামেলা থামানোর জন্য এগিয়ে গিয়েছিলাম। তবে গোপাল ও সুরজের বাবা পালটা আমাদেরই হুমকির সুরে বলেছিল, এটা পরিবারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাই এই ব্যাপারে কেউ যেন না ঢোকে।' যদিও সুরজের স্ত্রী অন্য দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি একা স্বামীকে আটকানোর চেষ্টা করছিলাম। প্রতিবেশীদের সবাই দাঁড়িয়ে দেখলেও কেউ এগিয়ে আসেনি।'

দুই ভাইয়ের মধ্যে মারপিট বাধল কেন? মৃত গোপালের স্ত্রী কোমল পোদ্দার দাবি করেছেন, 'স্বামী প্রায়ই নেশা করে বাড়িতে আসত। আমাকে মারধর করত। শ্বশুরকেও মারধর করত। শনিবার রাতেও নেশা করে এসে ঝামেলা করছিল।' ভাইয়ে ভাইয়ে মারপিটের বিষয়টা স্বীকার করলেও কোমলের বক্তব্য, 'এখন কী কারণে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, সেটা তো আমরা জানি না। তবে ওর গলায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। রক্তচাপও বেড়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে স্বামীকে নিয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পরেই চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

গোপালরা চার ভাই। এক ভাই আগে মারা গিয়েছে। আরেক ভাইয়ের মানসিক সমস্যা রয়েছে। সংসার চালানোর সম্বল বলতে ছিলেন গোপাল ও সুরজ। গোপাল রংমিস্ত্রির কাজ করতেন। তাঁর তিন সন্তানও রয়েছে। সুরজ মার্বেলের কাজ করেন। তাঁর দুই মেয়ে রয়েছে। বাড়ির লোকজনই জানিয়েছেন, গোপাল নেশা করে এসে প্রায়দিনই বাড়িতে ঝামেলা করতেন। বিভিন্ন সময়, পাড়ার লোক গিয়ে সেই ঝামেলা মিটিয়েও দিতেন। সেদিন যে এমন কাণ্ড ঘটে যাবে, কেউ ভাবতে পারেননি।

রবিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, গোপালদের বাড়ির উলটোদিকের নালার একপাশের দেওয়ালে তখনও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। সেই দাগ দেখিয়ে এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা প্রমীলা সাহানি বলছিলেন, 'সুরজ গোপালকে বাড়ির বাইরে বের করে নিয়ে এসে সজোরে লাঠি দিয়ে মারে। গোপাল ছিটকে পড়ে উলটোপাশের নালার দেওয়ালে। এরপর সেখানেই একাধিকবার লাঠি মারা হয়। এরপর গোপালকে সেখান থেকে টেনে বের করে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়।' পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সুরজই গোপালকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দুই ভাইয়ের মারপিটের সময় কেউ এগিয়ে না আসার ঘটনা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চর্চা চলছে। এদিন সকাল থেকে বিষয়টি নিয়ে সুরজদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে এলাকাবাসীর দফায় দফায় বচসাও হয়। চলে দায় এড়ানোর পালা। প্রতিবেশীদের এভাবে নির্বিকার থাকা নিয়ে শহরের বাসিন্দা বিশিষ্ট গল্পকার বিপুল দাস বলেন, 'অনেকে হয়তো ভাবে প্রতিবাদ করলে, পরে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। আর উলটো পক্ষ যদি রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী থাকে, তাহলে আর কোনও কথাই নেই।'

ঘটনার পর প্রতিবেশীদের জটলা। রবিবার গঙ্গানগরে। - সংবাদচিত্র

যা ঘটেছে

- গোপাল মদ খেয়ে এসে বাড়িতে ঝামেলা করছিল
- দাদা সুরজ তাকে মারতে শুরু করে
- বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় এনে মারতে থাকে
- চিৎকার শুনে লোকজন জড়ো হলেও কেউ বাধা দেয়নি

প্রতারণায় সইদুলের সঙ্গীর ঘরে পুলিশি হানা

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মার্চ : আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণাচক্রের মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুলের হাত অনেকটাই বিস্তৃত বলে তদন্তকারীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সইদুলের দুবাই যাত্রার অন্যতম সঙ্গী তথা প্রতারণা কারাবারে তার সহকর্মী মহম্মদ শেখের চটহাটের তুফানডাঙ্গির বাড়িতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ রবিবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে বেশকিছু এটিএম কার্ড ও সিম উদ্ধার করে। এই সূত্রে সাইবার প্রতারণার অনেকটাই স্পষ্ট হবে বলে তাদের ধারণা। তবে তারা এবিষয়ে এখন বেশি কিছু বলতে চাইছে না। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'এই প্রতারণা কারবারের পিছনে থাকা প্রত্যেকেই খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে। তদন্তের স্বার্থে আপাতত বেশি কিছু জানানো সম্ভব নয়।'

এটিএম কার্ড ও সিম উদ্ধার

জামতাড়ার কায়দায় অন্যের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে দুবাই সহ বাইরের দেশে টাকা পাঠানোর কারবারে জড়িত চটহাট হাগরাগছের বাসিন্দা মহম্মদ সইদুল গত ৪ মার্চ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। এরপর থেকেই অভিযুক্ত মহম্মদ শেখ পলাতক বলে পুলিশের দাবি। সইদুলকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরই পুলিশ জানতে পারে সইদুলের সঙ্গে মহম্মদ শেখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাকে ধরতে পারলেই বহু অজানা তথ্য মিলবে বলে পুলিশ মনে করছে। তাই এদিন বিকেলে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। মহম্মদ শেখকে অবশ্য সেখানে পাওয়া যায়নি। মা, বোন ও এক সন্তানকে নিয়ে তার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন। সাতদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই বলে মহম্মদ শেখের স্ত্রী জানিয়েছেন। পড়শিরা জানালেন, গ্রেপ্তারির ভয়ে মহম্মদ শেখ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। *এরপর দশের পাতায়*

সেরা উত্তরকে

উত্তরের সেরা স্বীকৃতি

মেধার সন্ধান। মেধার সম্মান। সাহিত্যমেধার অন্বেষণ, উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে। খুঁজে আনা সাহিত্যের সেইসব অত্যুজ্জ্বল মণিকণা, যাঁদের মধ্যে রয়েছে আগামীদিনে হীরকখণ্ড হয়ে ওঠার দ্যুতি। যাঁরা জুড়েছেন শব্দ। বুনেছেন কথা। দুঃখ-সুখের, সমসময়ের। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে, উত্তরের কৃতীদের সেরার স্বীকৃতি।

সেরা গল্পকার
প্রথম হিমাংশু রায়
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় শুভঙ্কর দাস
শিলিগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পিনাকী সেনগুপ্ত
দলসিংপাড়া টি গার্ডেন, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা প্রাবন্ধিক
প্রথম মৌমিতা আলম
মুন্সিপাড়া, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় সব্যসাচী ঘোষ
মালবাজার, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার
রতুয়া, মালদা
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা কবি
প্রথম অনিন্দ্য সরকার
বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় সোমা দে
দমনপুর, আলিপুরদুয়ার
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় বিটু দাস
মালতীপুর, মালদা
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

নবীন প্রতিভার সন্ধানে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ সাহিত্য সম্মান ২০২৪-২৫

মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণে, বিষয় নির্বাচনে এবং গুণগত মানে সব সেরা সাহিত্যিকদের বিস্মিত করেছে তরুণ প্রজন্ম। প্রবীণ সাহিত্যিকদের বিচারে, সেরা নবীন সাহিত্যিকদের তাই খুঁজে নেওয়াটা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। নব আনন্দে, নবীন মন্ত্রে সাহিত্যধারার বাঁকবদলে উত্তরের শতসহস্র নবীন প্রতিভা যে আগামীদিনে তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বিজয়ীদের পাশাপাশি সাহিত্য সম্মানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকে কুর্নিশ, অভিবাদন।

সেরার স্বীকৃতিকে সম্মান জানানোর তারিখ ও স্থান জানতে নজর রাখুন পরবর্তী বিজ্ঞাপনে

বেটিং বিবাদে চলল গুলি

হোলির রাতে মালদায় জখম ১

অরিন্দম বাগ

গুলিবিদ্ধ বিপ্লব ঘোষ। রবিবার। -সংবাদচিত্র

মালদা, ১৬ মার্চ : ক্রিকেটের বেটিং সংক্রান্ত ঝামেলা বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। হোলির রাতে ফের তা নিয়ে দুই পক্ষের গণ্ডগোলে চলল গুলি। ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হলেন মালদা শহরের এক বাসিন্দা। ওই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক জোড়া কার্তুজ।

গুলিবিদ্ধ চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তির নাম বিপ্লব ঘোষ। বাড়ি মালদা শহরের পুড়াটুলি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় একদল তরুণের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। সেসময় পুড়াটুলি এলাকায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বিপ্লব ঘোষ। কৌতূহলবশত ঘটনাস্থলের দিকে এগোতেই ঘটে বিপত্তি। গুলিবিদ্ধ হন তিনি।

আহত বিপ্লব ঘোষ জানান, 'বাড়িতে দিদিরা এসেছিল। আমি চায়ের জন্য দুধ-চিনি আনতে যাচ্ছিলাম। সেসময় ওই এলাকায় দু'পক্ষের মধ্যে কোনও কারণে গণ্ডগোল চলছিল। আমি সেখানে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাই। ওরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। উত্তম মণ্ডল নামে একজন আগ্নেয়াস্ত্র বের করে দুই রাউন্ড গুলি চালায়। একটি গুলি আমার বাম হাতে লাগে। গুলির আঘাতে হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছে। হাতের বদলে গুলি অন্য কোথাও লাগলে হয়তো আমার মৃত্যু হত। আমি ওদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

তাঁর সংযোজন, 'এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়েছে। এখানে মদের আসর বসছে। বহিরাগতরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসে অপরাধ করছে। উত্তম মণ্ডল ঘটনার পর থেকে পলাতক। পুলিশ ওর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খোঁজ চালাচ্ছে। শুনেছি, উত্তম এর আগে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেল খেটেছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় বর্মন বলেন, 'শুনলাম, গতকাল রাতে কথা কাটাকাটি থেকে নাকি গুলি চালানো হয়েছে। আগে এই এলাকায় এধরনের ঘটনা ঘটেনি। কিছু বাইরের লোকজন এসে পরিবেশটা নষ্ট করে দিচ্ছে। মদের আসরও বসছে।'

জেলা পুলিশের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত দু'মাস ধরে উত্তম মণ্ডল, সুব্রত দাস, রোহিত মণ্ডল ও তনুজ মণ্ডলের মধ্যে ক্রিকেটের বেটিং সংক্রান্ত ঝামেলা চলছিল। গতকাল ফের মদ্যপ অবস্থায় উত্তম ও তনুজের মধ্যে বেটিংয়ের টাকা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। সেইসময় উত্তম ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়। খানিক সময় পর সে সুব্রত দাসের সঙ্গে ঘটনাস্থলে ফিরে আসে। এরপরেই উত্তম আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তনুজকে লক্ষ করে গুলি চালায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওই গুলি বিপ্লব ঘোষের হাতে লাগে। ঘটনার তদন্তে নেমে সুব্রত দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার হেপাজত থেকে একটি সাত মিলিমিটারের পিস্তল ও ২ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তম মণ্ডলের খোঁজে এখনও তল্লাশি জারি রয়েছে। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মাহুত কম, জলদাপাড়ায় সমস্যা এলিফ্যান্ট রাইডিংয়ে

অফলাইনে টিকিটে ভোগান্তি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

সমস্যায় পর্যটকরা

- কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিটের জন্য দীর্ঘসময় কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে
- অনেকে সারাদিন লাইন দিয়েও টিকিট পাচ্ছেন না
- সম্প্রতি টিকিটের লাইন দেওয়াকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে
- মাদারিহাট থানার পুলিশকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়

মাদারিহাট, ১৬ মার্চ : অফলাইনে টিকিট দেওয়ার নিয়ম চালু হতেই শুরু হয়েছে হাজারও সমস্যা। ফলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ঘুরতে আসা পর্যটকদের প্রতিনিয়ত হয়রান হতে হচ্ছে। কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিটের জন্য দীর্ঘসময় কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। অনেকে আবার সারাদিন লাইন দিয়েও টিকিট পাচ্ছেন না। এমনকি সম্প্রতি টিকিটের লাইন দেওয়াকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লে মাদারিহাট থানার পুলিশকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। পুরো ঘটনায় পর্যটকরা বন দপ্তরের ওপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ।

গত ২৭ ডিসেম্বর হঠাৎই বিনা নোটিশে অনলাইনের বদলে অফলাইন টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা চালু হয়। প্রথম অবস্থায় সমস্যা না হলেও জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে কাউন্টারে। রবিবার দুর্গাপুর থেকে জলদাপাড়া ঘুরতে এসেছিলেন দেবাশিস নন্দী। তিনি জানালেন, সকাল ১০টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কাউন্টার খুলেছে ১২টায়। বলা হয়, সেখানে শুধুমাত্র বেলা দেড়টার কার সাফারির জন্য টিকিট দেওয়া হবে। আর বিকাল সাড়ে তিনটার কার সাফারির টিকিট দেওয়া হবে দুটো থেকে। আবার হাতি রাইডিংয়ের টিকিট দেওয়া হবে সন্ধ্যা ৬টা থেকে।

তাঁর কথায়, 'এইভাবে নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে আমাদের একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। অথচ একসঙ্গেই যদি সবগুলি টিকিট দেওয়া হত তবে এইভাবে হয়রান হতে হত না।' একই সমস্যায় পড়তে হয়েছে কোচবিহার থেকে ঘুরতে আসা টুম্পা গুহদেরও। এর জেরে কালোবাজারি বা দালালচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠার আশঙ্কাও করছেন অনেকে।

জলদাপাড়া ঘুরতে আসা পর্যটকদের ভিড় সাফারির টিকিট বুকিং কাউন্টারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গাইড জানালেন লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে প্রায়ই হাতাহাতি হচ্ছে পর্যটকদের মধ্যে। সমস্যায় পড়ছেন বয়স্ক এবং মহিলারা। তাঁর কথায়, 'আমরাও চাই অনলাইন টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা আবার চালু হোক।'

এবিষয়ে মাদারিহাট প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের রেঞ্জ অফিসার মণীন্দ্র মহন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় সকলেরই খুব সুবিধা হত। আমরাই এই ব্যবস্থা একটি সংস্থার মাধ্যমে চালু করেছিলাম। হঠাৎই সেই সংস্থা কেন এটা বন্ধ করল জানি না। তবে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওই সংস্থাকে চিঠি দিয়েছে বলে শুনেছি।'

অন্যদিকে, জলদাপাড়ায় এলিফ্যান্ট রাইড নিয়েও সমস্যা শুরু হয়েছে। বর্তমানে ওখানে রাইডিংয়ের জন্য পাঁচটি হাতি বরাদ্দ রয়েছে। এরমধ্যে ডায়না নামের হাতিটি বর্তমানে ছুটিতে। কারণ তার মাহুত বিনোদ ওরাওঁ মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। সম্প্রতি মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের কোয়ার্টারে যে দুই খুন ও একজন আত্মঘাতী হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন বিনোদের মা, ছেলে ও ভাই। সেইজন্য বিনোদকে রাইডিংয়ে পাঠানোর ঝুঁকি আপাতত নিচ্ছেন না বনকর্তারা। আর একটি হাতিকে প্রায়ই রিজার্ভে রাখতে হচ্ছে ভিআইপি ও ভিভিআইপিদের জন্য। ফলে বেশিরভাগ সময় তিনটি হাতির টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। শুধুমাত্র সকালে তিনটি ট্রিপে তিনটি হাতির পিঠে চড়তে পারবেন ৩৬ জন। কিন্তু সেখানে চাহিদা থাকে প্রায় ৫০ জনের।

> অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় সকলেরই খুব সুবিধা হত। আমরাই এই ব্যবস্থা একটি সংস্থার মাধ্যমে চালু করেছিলাম। হঠাৎই সেই সংস্থা কেন এটা বন্ধ করল জানি না। তবে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওই সংস্থাকে চিঠি দিয়েছে বলে শুনেছি।
>
> -**মণীন্দ্র মহন্ত** *রেঞ্জ অফিসার, মাদারিহাট প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র*

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

আজ টিভিতে

ভিডিও বৌমা রাত ৮.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গ্যাঁড়াকল, ১০.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, বিকেল ৪.০০ টোটাল দাদাগিরি, সন্ধে ৭.৩০ বিদ্রোহ, রাত ১০.৩০ খোকাবাবু, ১.০০ স্মৃতি মেদুর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৪৫ মন মানে না, সন্ধে ৭.৩০ টাইগার, রাত ১০.১০ জেনারেশন আমি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পিতা মাতা সন্তান, দুপুর ২.৩০ আসল নকল, বিকেল ৫.০০ টনিক, রাত ১০.০০ কলঙ্কিনী বধূ, ১.০০ লালমহল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সীমন্তরাগ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরিবার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মাদার

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৪৬ দ্য রিয়েল টাইগার, বিকেল ৪.৩৬ মাস, সন্ধে ৭.৩০ আই, রাত ১০.৪৩ জখমি অওরত

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩২ সূর্যা : এসথ্রি, বিকেল ৪.২৬ টাইম স্টোরি, সন্ধে ৭.৩০ রক্ষাবন্ধন, রাত ৯.৫১ দ্য উইচ-টু-দ্য আদার ওয়ান

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০৪ আবেশম, বিকেল ৩.২২ পার্কিং, ৫.৫৩ মঞ্জুলিক রিটার্নস-টু, রাত ৮.০০ গডফাদার, ১০.৪৪ বীরা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৪৮ কঞ্জুস মক্ষীচুস, দুপুর ২.৫২ শর্মাজি নমকিন, বিকেল ৪.৫৫ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, রাত ৯.০০ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ এনএইচ ১০

মুভিজ নাউ : দুপুর ২.৪৩ আইস এজ : কলিশন কোর্স, বিকেল ৪.১৬ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, ৫.৪৫ দ্য ওয়েডিং গেস্ট, রাত ৮.৪৫ টুমরো নেভার ডাইজ, ১০.৪৪ দ্য বুক অফ লাইফ

টনিক বিকেল ৫.০০ জি বাংলা সিনেমা

কঞ্জুস মক্ষীচুস দুপুর ১২.৪৮ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

টুমরো নেভার ডাইজ রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

হট লাইফ আফ্রিকা বিকেল ৫.৪৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

জঙ্গলে জোরে গান বাজিয়ে বনকর্মীদের নাচ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

বনকর্মীদের এই নাচের ভিডিও নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : কথায় বলে, রক্ষকই ভক্ষক। তার উদাহরণ দেখা গেল বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে। অভিযোগ, হোলির দিন, শনিবার বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সাউন্ড বক্সে উচ্চগ্রামে গান চালিয়ে উদ্দাম নাচে শামিল হলেন ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসার প্রমীকা লামা সহ অন্য বনকর্মীরা। চলে পিকনিকও। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

বন্যপ্রাণ রক্ষায় জঙ্গলগুলিতে পিকনিক করা, উচ্চগ্রামে গান-মাইক-ডিজে বাজানোয় নিষেধ রয়েছে বন দপ্তরেরই। আর যে কোনও উৎসবের মরশুমে জঙ্গলে এইসব অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কড়া নজরদারি চালান বনকর্মীরাই। তবে এবার খোদ বন দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠল। যদিও অভিযোগ মানতে চাননি প্রমীকা। তাঁর সাফাই, 'ডিউটি করে সবাই সামান্য হোলি খেলেছে। খুব জোরে গান চালানো হয়নি।'

যদিও সেই ভাইরাল ভিডিও কিন্তু অন্য কথা বলছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে গায়ে বন দপ্তরের উর্দি চাপিয়ে, সাউন্ড সিস্টেমে জোরে গান চালিয়ে, খানিকটা বেসামালভাবেই নাচানাচি করছেন বনকর্মীরা। পাশেই রয়েছে পিকনিকের জমজমাট আয়োজন। নাচে শামিল হয়েছিলেন ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসারও।

এই ভিডিও দেখার পর সমালোচনা শুরু করছে নানা মহলে। প্রশ্ন উঠছে, যাঁদের হাতে বনরক্ষার দায়িত্ব, যাঁরা সাধারণ মানুষকে জঙ্গলের নিয়ম মানতে বাধ্য করবেন, তাঁরাই যদি নিয়মের তোয়াক্কা না করে খেয়ালখুশিমতো কাজ করেন জঙ্গল এলাকায়, তাহলে বাকিদের কাছে কী বার্তা পৌঁছাবে? বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য বন দপ্তর লাগাতার যে উদ্যোগ নেয়, এমন ঘটনা সামনে এলে তো সেসব সচেতনতামূলক প্রচার কার্যত জলেই যাবে। বলছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

এই ভিডিও দেখে নিন্দার ঝড় উঠেছে বহু জায়গায়। অনেকে বলছেন, হোলির আনন্দে সকলেই শামিল হতে পারেন। তবে সেটা জঙ্গলের নিয়ম অমান্য করে করা কখনোই উচিত নয়।

এবিষয়ে পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলেন, 'এমন ঘটনা মোটেই কাম্য নয়। কয়েক দিন আগেই দোলে নজরদারি চালাতে এবং বন্যপ্রাণের সুরক্ষায় স্পেশাল টিম গঠন করেছিল বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন। এত কিছুর পর বনকর্মীদের কাছ থেকেই এমন কাজ আশা করা যায় না। বনাঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত করে যাঁরা উর্দি পরে এমন কাজ করেছেন, তাঁরা ঠিক করেননি।' একই সুরে পরিবেশপ্রেমী সুজিত রাহা বলেন, 'নিজের বিবেক কাজে লাগিয়েই তো বুঝতে পারা উচিত যে কোনটা ঠিক এবং কোনটা ভুল। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করে এমন কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা খুবই নিন্দনীয় কাজ করেছেন। মানুষের নিজের

লাঠি, হাঁসুয়ার হামলায় হত তরুণ

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৬ মার্চ : পুরোনো গণ্ডগোলের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচক থানার চরিঅনন্তপুর পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া এলাকা। দুপক্ষের লাঠি, হাঁসুয়া নিয়ে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে একজনের। নিহত তরুণের নাম বিকাশ ঘোষ(২৯)। তাঁর বাড়ি চরিঅনন্তপুর পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া গ্রামে। আহত হয়েছেন আরও চারজন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন মূল অভিযুক্ত মনোজ ঘোষ ও তার ভাই ছোটন ঘোষ, গুরুতর জখম হয়েছেন নিহত বিকাশ ঘোষের দাদা অমল ঘোষ। আহতরা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানা ও গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির বিশাল পুলিশবাহিনী। তাঁদের দেখে দুই পক্ষের দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতেই পুলিশ দুই পক্ষের মোট পাঁচজনকে আটক করে। মূল অভিযুক্ত মনোজ ঘোষ জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। সেও পুলিশের নজরদারিতে রয়েছে। সংঘর্ষের প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'পুরোনো বিবাদের জেরে একটি ঘটনা ঘটেছে। দুপক্ষের ঝামেলায় বিকাশ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। কয়েকজন আহত হয়েছেন। এলাকায় পুলিশের টহলদারি চলছে। দুই পক্ষের পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ঘটনার সূত্রপাত সরস্বতীপুজোর সময়। অভিযোগ, সেই সময় মনোজ ঘোষের এক ভাইকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে বিকাশ ঘোষ ও তার দলবল। শনিবার রাতে বিকাশ তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় মদ্যপ অবস্থায় মনোজ ঘোষ তাদের পথ আটকায় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। তারপরেই দুপক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। দুপক্ষই লাঠি, হাঁসুয়া নিয়ে মারামারি শুরু করে। মনোজ ঘোষের দলবল বিকাশের মাথায় ও দেহের বেশ কয়েক জায়গায় ধারালো হাঁসুয়ার কোপ মারে। ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। দুপক্ষ একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পালটা মনোজ ঘোষ আর তার ভাইকেও এলোপাতাড়ি হাঁসুয়ার কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ।

নিহতের দিদি ভারতী ঘোষের বক্তব্য, 'আমার ভাই চায়ের দোকান চালাত। এদিন মোটরবাইক নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় মনোজ ঘোষ ও তার দলবল ভাইয়ের পথ আটকে গালিগালাজ শুরু করে। তারপরে হাঁসুয়া নিয়ে আমার ভাইকে কোপাতে শুরু করে। আমার এক দাদাকেও কোপানো হয়েছে। তার মাথা আর হাতে হাঁসুয়ার কোপ মারা হয়েছে। আমরা অভিযুক্তদের শাস্তি চাই।'

টি অকশন কমিটির শিবির

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র চালুর আগে ক্রেতা, বিক্রেতা ও ব্রোকারদের জন্য নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটি বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। সোমবার শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে টি ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে এই শিবির হবে। চা নিলাম কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বক্সী গুপ্ত বলেন, 'আগামী ৩১ মার্চ থেকে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে অনলাইনে লাইভ চা নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হবে। ইতিমধ্যে ১০ মার্চ নিলামের মক টেস্টে ভালো সাড়া মিলেছে। কিন্তু ৩১ মার্চ চূড়ান্তভাবে চা নিলাম শুরুর আগে আরও ভালোভাবে ক্রেতা, বিক্রেতা ও ব্রোকারদের কাছে পৌঁছাতে এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।' শিবিরটি সকাল ১১টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে। ২০১৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার এক দশক পর জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র ফের চালু হতে চলেছে।

কর্মখালি

প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড ও সু-পারভাইজার চাই। বেতন 12,000/- +OT+PF+ESI সহ থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে। M :- 7431833641, 9775539686. (115248)

শিক্ষা

ছাত্রছাত্রীদের নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখাতে ফ্রি কোচিং। একটি বই ১৫০/- কিনতে হবে। M-9733565180, শিলিগুড়ি। (C/115243)

বেঁধে বাঁশপেটা দম্পতিকে

জমি দখলকে কেন্দ্র করে অশান্তি রায়গঞ্জের বীরঘইতে

বিশ্বজিৎ সরকার

এভাবেই বেঁধে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয় ওই দম্পতিকে। -সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ মার্চ : জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের ঝামেলা। তাতেই রণক্ষেত্র। হাত-পা বেঁধে দম্পতিকে বাঁশপেটা করার অভিযোগ উঠল রবিবার। ঘটনাটি রায়গঞ্জ থানার বীরঘই পঞ্চায়েতের চেরামাটি গ্রামের। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতিকে হাত-পা বেঁধে বাঁশপেটা করা হয়। সেই সময় বাধা দিতে গেলে তাঁদের ছেলেকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। পুলিশ জখম দম্পতিকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি অভিযুক্ত দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের একজন আসিমুদ্দিন শেখ, অপরজনের নাম বেলাল রহমান। ধৃত দুজনেরও বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের চেরামাটি গ্রামে।

ধৃতদের রবিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক বেলাল রহমানকে জামিন দিলেও আসিমুদ্দিন শেখকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের সংঘর্ষে গুরুতর জখম দম্পতি। রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।'

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা আনোয়ার আলির বাড়ি সংলগ্ন জমিতে জবরদখল করে, বাঁশের খুঁটি বসিয়ে ঘর তোলার চেষ্টা করছিল। সেসময় রাকিবুল আলি ও তার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাদের হাত-পা বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন দম্পতি। মা-বাবাকে বাঁচাতে গেলে বেধড়ক মারধর দেওয়া হয় ছেলে রাকিবুল আলিকেও। এরপর স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। এই ঘটনায় জখম আনোয়ার আলির ছেলে রাকিবুল আলি রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'এই ঘটনায় অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর দেখা পেয়ে আনন্দ। বৃষ : দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে। সামান্য কথা নিয়ে পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি। মিথুন : বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হতে পারে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। কোনও গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আনন্দ। সিংহ : বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। নিকট আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কন্যা : বহুদিন পরে কোনও প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে আনন্দ। মূল্যবান কোনও জিনিস হারাতে পারে। তুলা : কাউকে যাচাই না করে টাকা ধার দেবেন না। গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সম্পত্তি মামলায় সমস্যা এখনই কাটবে না। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা থাকবে। একাধিক উপায়ে টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা। মকর : বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে খুশি। কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে টাকা ধার করতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। মীন : অফিসে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ চৈত্র, ১৪৩১, ভাঃ ২৬ ফাল্গুন, ১৭ মার্চ, ২০২৫, ৩ চ'ত, সংবৎ ৩ চৈত্র বদি ,১৬ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫০, অঃ ৫।৪৩। সোমবার, তৃতীয়া অপরাহ্ণ ৫।১১। চিত্রানক্ষত্র দিবা ১২।৫৬। ধ্রুবযোগ দিবা ২।১৫। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৫।১১ গতে ববকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।৫৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, অপরাহ্ণ ৫।১১ গতে নৈঋতে। কালবেলাদি ৭।১৯ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ২।৪৪ গতে ৪।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।৩৯ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।১১ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুখ নয় মুখোশ।। *রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।*

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে 'ভূত' খুঁজতে বিলম্ব

বিন্নাবাড়ি নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূলে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৬ মার্চ : দলনেত্রীর নির্দেশের পর রাজ্যজুড়ে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে শুরু করেছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ব্লক, অঞ্চল এমনকি বুথে বুথে ঘাসফুলের নেতা-কর্মীদের ভূত খুঁজতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভূত খুঁজতে ময়দানে দেখা যায়নি দলীয় নেতা-কর্মীদের। এক্ষেত্রে এলাকায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব সামনে আসে। এরপরই জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে বৃহস্পতিবার দু'পক্ষকে নিয়ে একটি গোপন বৈঠক করেন দলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ। তারপর রবিবার থেকে ভূত খুঁজতে দেখা যায় বিন্নাবাড়ি অঞ্চল তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের।

কিন্তু কী কারণে বিন্নাবাড়িতে কোন্দল? তৃণমূলেরই একটি সূত্রে খবর, বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অঞ্চল সভাপতি পরিবর্তন করার দাবিতে দলীয় নেতা-কর্মীরা দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৩ আসনবিশিষ্ট বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৯টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। কিন্তু প্রধান পদটি তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত থাকায় সেটি বিজেপির টিকিটে জয়ী আলাকসু লাকড়াকে দেওয়া হয়েছিল। গত ২০ ফেব্রুয়ারি আলাকসু এবং বিজেপির টিকিটে জয়ী আরেক তপশিলি উপজাতি সদস্য লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম তৃণমূলে যোগ দেন। এরপরই তৃণমূলের একটি গোষ্ঠী আলাকসুকে সরিয়ে লক্ষ্মীকে প্রধান করার দাবি তোলে। এদিকে,

> বিন্নাবাড়িতে আর কোনও সমস্যা নেই। ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়েছে। সবাই একসঙ্গে কাজ করছেন।
>
> **কিশোরীমোহন সিংহ**
> *ব্লক তৃণমূল সভাপতি, খড়িবাড়ি*

বিন্নাবাড়ি অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সাগর মালাকার আলাকসুকেই প্রধান পদে রাখার দাবিতে সরব হওয়ায় তাঁকেও পদ থেকে সরানোর দাবি উঠতে শুরু করে।

কোন্দল মেটাতে খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতির নেতৃত্বে একটি বৈঠক করা হয়। সূত্রের খবর, বৈঠকে ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির অবজার্ভারের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নয়ন ঘোষকে। নয়ন দলের অঞ্চল সাধারণ সম্পাদক। রবিবার প্রথম ভুয়ো ভোটার চিহ্নিতকরণ শুরু করতে নামেন কর্মীরা। এদিন ৪২ ও ৪৩ নম্বর বুথে ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনির কাজ করা হয়। তবে তালিকায় কোনও ভূত পাওয়া যায়নি বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে।

অঞ্চল সাধারণ সম্পাদক নয়ন বলেন, 'দলীয় সমস্যার জন্য এই কর্মসূচি কয়েকদিন ধরে বন্ধ ছিল। সমস্যার সমাধার হওয়ায় ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির কাজ শুরু হয়েছে।' বিক্ষুব্ধদের মধ্যে বিকাশ বর্মনের কথায়, 'আমরা দলের কাজ করব। তবে প্রধান ও অঞ্চল সভাপতি যদি কোনও কর্মসূচিতে থাকেন তবে সেই কর্মসূচি বয়কট করব।'

এদিকে একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের ভূত খুঁজতে দেখা গেলেও, অপর গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীদের এদিন দেখা যায়নি। অঞ্চল সভাপতির বক্তব্য, 'দলের অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই এই কর্মসূচিতে যেতে পারিনি।' খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ দাবি করেছেন, 'বিন্নাবাড়িতে আর কোনও সমস্যা নেই। ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়েছে। সবাই একসঙ্গে কাজ করছেন।'

সীমান্তে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : একই নম্বরের দুটি ডাম্পার চালানোর ঘটনা নিয়ে রবিবার খবর প্রকাশিত হয়। এরপর তড়িঘড়ি ফুলবাড়ি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বৈধ নম্বরযুক্ত একটি ডাম্পারই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বোল্ডার নিয়ে চলাচল করতে পারবে। বিষয়টি নিয়ে রবিবার ডাম্পারের মালিক বাপি দেবনগরকে ফোন করা হলে তিনি কথা বলতে চাননি।

চা চুরি

চোপড়া, ১৬ মার্চ : চোপড়ার কালাগছ এলাকার সেঞ্চুরিয়ান চা কারখানায় চুরির ঘটনা ঘটল। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা কারখানার একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা ঢেকে ভেতর থেকে তৈরি করা চায়ের বেশকিছু বস্তা নিয়ে পালিয়েছে। প্রায় ৫ হাজার ২০০ কেজি মেড টি চুরি গিয়েছে বলে তাঁদের দাবি। কারখানার ম্যানেজার সুব্রত বিশ্বাস বলেন, 'রবিবার সকালে ক্যামেরা চেক করার সময় বিষয়টি নজরে আসে। এরপর বিষয়টি নিয়ে লিখিত আকারে চোপড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় জখম

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মার্চ : রাস্তা পারাপারের সময় বাইকের ধাক্কায় জখম হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন ফৌদিজোত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জখম ওই ব্যক্তি রণজিৎ কিষান ওই এলাকারই বাসিন্দা। রাস্তা পারাপারের সময় এক বাইকচালক ওই পথচারীকে ধাক্কা দিলে তিনি গুরুতর জখম হন। পরে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি এবং চালকের খোঁজ চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

মোষ উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ১৬ মার্চ : শনিবার রাতে নকশালবাড়ি থানা এলাকার সাতভাইয়া টোল প্লাজায় পুলিশের অভিযানে ৩০টি মোষ উদ্ধার হয়। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম মহম্মদ জাহাঙ্গির। সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। মোষগুলি বিহার থেকে অসমে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে দালালদের রমরমা

ভাড়ার অ্যাকাউন্টে ধান বিক্রি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : কমিশনের বিনিময়ে সাধারণ নাগরিকের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে (সিপিসি) দিব্বি ধান কেনাবেচা করছে দালালচক্র। শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে এভাবেই ভূতুড়ে ধান কেনাবেচা চক্র দাপিয়ে বেড়ালেও প্রশাসনের কোনও পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। বিহারের বিভিন্ন এলাকা থেকে কম দামে ধান কিনে এনে সেই ধান বেশি দামে সিপিসিতে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এক্ষেত্রে প্রশাসনের একাংশ দালালচক্রের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবধ সিংহল বলেন, 'এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেব।' এদিকে খাদ্য দপ্তরের কোনও আধিকারিক এই বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

প্রতিবছর দার্জিলিং জেলার সমতলে খরিফ এবং রবি মরশুমে খাদ্য দপ্তর সরাসরি কৃষকদের থেকে ধান কেনে। এবারও এই প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু ক'জন প্রকৃত কৃষকের নাম তালিকায় রয়েছে। কজন কৃষক নিজে এসে ধান বিক্রি করছেন সেসব নিয়ে কোনও সঠিক খাদ্য দপ্তরের কাছে নেই বলে অভিযোগ উঠেছে।

> **কালাকারবার**
>
> - সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে সিপিসিতে ধান বিক্রি করছে একটি চক্র
> - ধানের পরিমাণ হিসাবে অ্যাকাউন্টের ভাড়া নির্ধারিত হচ্ছে
> - প্রশাসনের একাংশের এতে প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলে অভিযোগ
> - বিহার থেকে কম দামে ধান এনে এখানে বিক্রি করছে দালালরা

আর এই সুযোগেই দালালচক্র মহকুমাজুড়ে সিপিসিগুলিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ধান বিক্রির পরিমাণ দেখে কোথাও দু'হাজার কোথাও তিন বা পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে তারা অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে এই কারবার চালাচ্ছে।

সরকারি নিয়মে একজন কৃষক সিপিসিতে সর্বাধিক ৯০ কুইন্টাল ধান সিপিসিতে বিক্রি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি ২৩২০ টাকা দাম পান তাঁরা। জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া বাদে মহকুমার বাকি তিনটি ব্লকে শাসকদলের একাংশের মদতপুষ্টরা এই দালালচক্রের সঙ্গে জড়িত। একটি পরিবারের ৮-১০ জন সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়া হচ্ছে খড়িবাড়ি ব্লকে।

জানা গিয়েছে, প্রথমে দালালরা এসে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ার জন্য মোটা কমিশনের লোভ দেখায়। তাঁদের প্রধান লক্ষ্যই থাকে, জিরো ব্যালেন্স ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এই অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলি নিয়ে ই-পস মেশিনে সেই অ্যাকাউন্ট গ্রাহকের সমস্ত নথি আপলোড করে তাঁকে কৃষক হিসাবে দেখানো হয়।

এর পর বিহার থেকে ১৬০০-১৮০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল ধান কিনে এনে সেই ধান কুইন্টাল প্রতি ২৩২০ টাকা করে বিক্রি করা হয়। এরপর যাঁদের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়ে কমিশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এত কিছু ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জুয়ার আসরে জাল নোট

আলিপুরদুয়ার ও শামুকতলা, ১৬ মার্চ : হোলির দিন গাঁজা ও জাল নোট সহ তিন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এবার ৫০০ টাকার সেই জাল নোট কোথায় কীভাবে ব্যবহার করা হত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একাধিক সূত্র মারফত খবর, সাধারণত মদের আসরের মাধ্যমে সেই জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়া হত। বিশেষ করে গাঁজা বা মাদক ক্রেতাদের অনেকে নেশায় আচ্ছন্ন থাকে। ফলে জাল নোটের একাংশ সহজে তাদের হাত দিয়ে বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। একইভাবে জুয়ার আসর থেকেও সেই জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

যদিও পুলিশ সেই অভিযোগ মানতে নারাজ। হোলির দিন তিন অভিযুক্ত প্রথম জাল নোট আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। ফলে তা বাজারে ছড়াতে পারেনি। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই জাল নোট কীভাবে ও কার হাত ধরে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছাল তা জানতে তদন্ত চলছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের কাছ থেকে মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আরও কেউ এই কাণ্ডে জড়িত আছে কি না তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। আলিপুরদুয়ার জংশন সহ একাধিক জায়গায় ওয়ান ডিক্স, ঘুঁটি, ক্যাসিনো ও তাসের মতো জুয়ার আসর থেকে অনেক সময় জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে খালি চোখে সেই জাল নোট ধরা সম্ভব নয়।

রঞ্জনের ওপর হামলায় ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : হোলির দিন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের ওপর হামলা চালায় কয়েকজন মদ্যপ তরুণ। রবিবার শিলিগুড়ি থানায় এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন রঞ্জন। এরপরই দুপুরে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত দিব্যেন্দু দাস ও বিজয় শর্মা পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের টিউমলপাড়ার বাসিন্দা। সোমবার তাদের মহকুমা আদালতে তোলা হবে। হামলা নিয়ে রঞ্জন বলেন, 'এই ঘটনায় শহরের নিয়মশৃঙ্খলা উচ্ছন্নে গিয়েছে, এমনটা বলা যাবে না। তবে অবশ্যই পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি আরও বাড়ানো দরকার। এব্যাপারে শহরের বাসিন্দাদেরও সচেতন থাকতে হবে।'

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন শহরে

এদিকে ডেপুটি মেয়রের ওপর মদ্যপদের হামলার পর শহরে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের খোঁচা, 'ডেপুটি মেয়র নিজেই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। এদিকে তৃণমূল দাবি করে বাম আমলের তুলনায় শহর এখন অনেক নিরাপদ। কিন্তু ডেপুটি মেয়রেরই যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে?'

কটাক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাননি মেয়র গৌতম দেবও। শংকরের কথায়, 'শহরের নিরাপত্তা তলানিতে। অথচ সেব্যাপারে মেয়রের কোনও পদক্ষেপ নেই। ডেপুটি মেয়র হামলার মুখে পড়ছেন, আর উনি গান, পিকনিকে ব্যস্ত।' যদিও মেয়র বিষয়টি নিয়ে বলেছেন, 'যা ঘটনা ঘটেছে, সেটা অনভিপ্রেত। রঞ্জন আমাকে রাতেই বিষয়টা জানায়।'

রঞ্জনকে আক্রমণ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আমি মেয়র থাকাকালীন রঞ্জন সরকার একাধিকবার আমার ওপর আক্রমণ করেছেন। কখনও ব্যাগ ছুড়ে মেরেছেন। কখনও আবার আমার চেম্বারে হামলা করেছেন। আর এখন তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।'

প্রস্তুতি সভা

চোপড়া, ১৬ মার্চ : উত্তরকন্যা অভিযান কর্মসূচিকে সামনে রেখে চোপড়ায় কর্মীসভা করল ডিওয়াইএফআই। রবিবার চোপড়ার ঘরুগছ এলাকায় সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কলতান দাসগুপ্ত। চোপড়া উত্তর ও দক্ষিণ লোকাল কমিটির সদস্যরা এই প্রস্তুতি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য কমিটির ডাকে আগামী ২৮ মার্চ বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিবির

বাগডোগরা, ১৬ মার্চ : শিব মন্দিরের ধরিত্রী নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে রবিবার বাগডোগরার অদূরে তাইপু চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় খাদ্যসামগ্রী, জামাকাপড় বিলির পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল, সংগঠনের সম্পাদক সুনীল সরকার, সহ এনএইচপিসি'র অবসরপ্রাপ্তরা।

নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার তিন প্রৌঢ়

মেখলিগঞ্জ, ১৬ মার্চ : এক নাবালিকাকে পরপর ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তিন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। সেই তিনজন নির্যাতিতার এলাকারই বাসিন্দা। লাগাতার ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে বছর পনেরোর ওই নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে। রবিবার নাবালিকার বাড়ির লোকজন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মেখলিগঞ্জ থানায়। তারপর পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'বিষয়টি জানার পরই তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে আসি। পরে লিখিত অভিযোগ জমা পড়লে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার বাবা-মা দিনমজুর। তাঁরা মেয়েকে বাড়িতে রেখে কাজে বেরিয়ে যেতেন। নাবালিকার দাদা কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। প্রথম অভিযুক্ত স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ী। মেয়েটির বাবা সেই বৃদ্ধের হয়ে গাছ কাটার কাজ করতেন। চার মাস আগে বাড়িতে মেয়েটিকে একা পেয়ে প্রথমে সেই ব্যবসায়ী ধর্ষণ করে। এই ঘটনা জানতে পারে সেই কাঠ ব্যবসায়ীর পরিচিত এক বৃদ্ধ। 'সুযোগ' নেয় সেও। সেই দুজনের কীর্তি জানতে পেরে তৃতীয় আরেক বৃদ্ধ মেয়েটির বাড়ি যায়। নাবালিকাকে ধর্ষণ করে সেও। দ্বিতীয় বা তৃতীয় অভিযুক্ত মেয়েটির বাড়ির লোক, পুলিশ বা প্রশাসনকে না জানিয়ে নিজেরা যেভাবে সেই নাবালিকার অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে, তা জানতে পেরে এলাকার বাসিন্দারা হতবাক হয়ে গিয়েছেন।

এদিকে, সেই নাবালিকার অস্বাভাবিকভাবে পেট ফুলতে দেখে স্থানীয় মহিলাদের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁরাই ওই নাবালিকাকে হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য নিয়ে যান। তখন ধরা পড়ে ওই নাবালিকা প্রায় চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এরপরই ধর্ষণের বিষয়টি জানাজানি হয়। জানাজানি হতেই অভিযুক্ত তিনজন মিলে নাবালিকার বাচ্চা নষ্ট করার চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ। মেয়ের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না নির্যাতিতার বাবা। বলছেন, 'আমি ভাবতে পারিনি বাড়ির পাশের বাপ-জ্যাঠার বয়সের মানুষরা এভাবে মেয়েটার জীবন নিয়ে খেলবে।' ঘটনার পরই নাবালিকার মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, 'আমার মেয়েটার সঙ্গে দিনের পর দিন ওরা পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। আমি সকলের ফাঁসি চাই।'

জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'অপরাধীরা যাতে সাজা পায় সেই ব্যবস্থাই করা হবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা গুরুদাস মালাকার - কে 01.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 88J 44543 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একজন ব্যক্তিকে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হল অর্থ। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি প্রত্যেককে সেই মৌলিক প্রয়োজনীয়তা অর্জনের সুযোগ দিচ্ছে, তাও এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জয়লাভের মধ্য দিয়ে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

হোলির রাতে জেগে পাহারা বনকর্মীদের

নাগরাকাটা, ১৬ মার্চ : আকণ্ঠ হাঁড়িয়া বা মদ পান করে রাস্তায় পড়ে থাকার দৃশ্য ডুয়ার্সে এখন কমলেও একেবারে অদৃশ্য হয়নি। তাই হোলির রাতে দুঃশ্চিন্তা থাকে বৈকি। কে না জানে জঙ্গল লাগোয়া বহু চা বাগান মানেই সন্ধে ঘনালেই ঐরাবতবাহিনীর দাপাদাপি। চিন্তায় ছিল বন দপ্তরও। তাই শুক্রবার ও শনিবার রাত জেগে ডিউটি করল বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জ। মূলত চোরাশিকারিদের রুখতে ওই পেট্রলিং হলেও বনকর্মীদের মাথায় রাখতে হয়েছিল মদ্যপদের কথাও। রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'সতর্ক নজর রাখা হয়েছিল, কেউ বেসামাল হয়ে কোথাও পড়ে আছে কি না। এমন কয়েকজনকে নিরাপদে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেও দেওয়া হয়। বাগান এলাকায় হাতিদের ঢুকে পড়ার বিষয়টির জন্যেই ওই বাড়তি উদ্যোগ।' হোলির দিন জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে বেশ কিছু পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগই ঘটেছে নেশার ঘোরে বাইক চালাতে গিয়ে। বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করে পুলিশ প্রশাসন সতর্ক থাকলেও কিছু জয়াগায় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়নি।

এদিকে, ডুয়ার্সের চা বাগান ও বনবস্তিতে বন দপ্তরের চিন্তা ছিল হাতির আনাগোনা নিয়ে। কারণ হাঁড়িয়া হাতিদেরও প্রিয়। তাই মদ্যপ অবস্থায় কেউ রাস্তাঘাটে পড়ে থাকলে সেদিকে তারা ছুটতে পারে। তাই নজরদারিতে জোর দিয়েছিল বন দপ্তর। পুজোর বোনাসের পর ও হোলির সময় বাগান এলাকায় মদ্যপদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এই ট্র্যাডিশন চলছেই। তাই নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখা হয়নি।

সংঘর্ষে জখম পঞ্চায়েত সদস্য

দু'দিনের মারামারিতে আহত এক পড়ুয়াও

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : হোলির সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীদের হাতে প্রহৃত হলেন এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। তারই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক স্কুল পড়ুয়াকে মারধরে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠল আরেক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে। দুই ঘটনাকে ঘিরে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

প্রথমটি ঘটে শনিবার সন্ধ্যায়। অভিযোগ, জনা আটেক লোক পোড়াঝাড়ের ১৯/১০৬ নম্বর পার্টের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মণ্ডলের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। রাজুকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ওই রাতেই তাঁকে ফুলবাড়ির এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। এরই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার রাতে পোড়াঝাড়ে অস্ত্র নিয়ে মারামারির ঘটনা এক কিশোর আহত হয়। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কিশোরকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। স্কুল পড়ুয়া ওই কিশোরের পরিবার থেকে ঘটনায় স্থানীয় আরেক পঞ্চায়েত সদস্য শরৎ মণ্ডলের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেন শরৎ।

ছবি : এআই

এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধরের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তও চলছে। দ্বিতীয় ঘটনার অভিযোগ পেলে তদন্ত হবে।'

ইতিমধ্যে রাজুর স্ত্রী ঝুমা মণ্ডল এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। সূত্রের খবর, এলাকায় পিকনিক চলাকালীন বিবাদের সূত্রপাত। এ সময় কয়েকজন এলাকাবাসী রাজুর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঝুমার কথায়, 'লাঠিসোঁটা, ইট নিয়ে ওরা আমাদের বাড়িতে ঢুকে স্বামীর ওপর হামলা চালায়। তাঁকে মাটিতে ফেলে মারা হয়েছে। মাথায়, বুকে আঘাত লেগেছে।' ঘটনার পর অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দেয়। তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পোড়াঝাড় প্রসঙ্গে স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার দুই পরিবারের মধ্যে সন্ধ্যায় বিবাদ বেধেছিল। তখনই ওই কিশোর আহত হয়। তার দিদি পূজা মাহাতো বলেন, 'ভাইকে মারার সময় সেখানে শরৎ মণ্ডল সহ আরও কয়েকজন ছিলেন। ঘটনায় ওই পঞ্চায়েত সদস্য যুক্ত।' যদিও অভিযোগ উড়িয়ে শরৎ বলেন, 'দুই ভাড়াটিয়ার গণ্ডগোলে একজন অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। আমার বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ ঠিক নয়।'

এই পরিস্থিতির মধ্যে শহরের দুই জায়গায় পার্কিং ঘিরে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাগুলি ঘটে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর ও ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক অ্যাপার্টমেন্টে। সন্তোষীনগরের ঘটনায় দিলীপ তিওয়ারির অভিযোগ, 'স্থানীয় এক আত্মীয়ের বাড়িতে ভাই আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল। আমার স্ত্রীর কিডনির সমস্যা রয়েছে। ভাই রাস্তার ধারেই গাড়িটা রেখে আমার স্ত্রীকে নিয়ে ওই বাড়ি ঢুকেছিল। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় কিছু তরুণ ভাইকে ডাকে। সে বাইরে এলে তাকে মারধর করে।' পরে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে তিন অভিযুক্তর মধ্যে দুজনকে আটক করে।

ওই রাতে ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে অ্যাপার্টমেন্টে স্কুটি রাখা নিয়ে ঝামেলা বাধে। দুই ভাড়াটিয়ার অভিযোগ, তাঁদের পার্কিংয়ে অন্য একটি স্কুটি রাখা হয়েছে। সেই স্কুটির মালিককে খুঁজতে গিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে নজরদারিতে থাকা কর্মীর ওপর তাঁরা চড়াও হন বলে অভিযোগ। ভক্তিনগর থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত দুজনকে আটক করার পাশাপাশি একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে।

পোড়াঝাড়ে উত্তেজনা

- শনিবার সন্ধ্যায় জনা আটেক ১৯/১০৬ পার্টে পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মণ্ডলের উপর চড়াও হয়
- এরই ২৪ ঘন্টার মধ্যে রবিবার রাতে একই জায়গায় অস্ত্র নিয়ে মারামারিতে এক কিশোর আহত হয়
- স্কুল পড়ুয়া ওই কিশোরের পরিবার অভিযোগ তুলেছে আরেক পঞ্চায়েত সদস্য শরৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে
- শরৎ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন

প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা

সলিড ওয়েস্টের কাজ কেন বন্ধ? শীঘ্রই চালু হবে। জল কবে পাব? শীঘ্রই। রাস্তা কবে হবে? খুব তাড়াতাড়ি। এভাবেই নিজের ব্যর্থতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঢাকলেন বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। শুনলেন মহঃ আশরাফুল হক

জনতার চার্জশিট

বেলন গ্রাম পঞ্চায়েত

আমিনা খাতুন প্রধান

জনতা : প্রায়শই আপনার স্বামীকে প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। এমনকি আপনার সই জাল করার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। কী বলবেন?

প্রধান : আমার সই জাল করার অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি রাজনীতিতে নতুন। আমার স্বামী দীর্ঘদিন এখানকার প্রধান ছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করেছি। এখন অভিজ্ঞতা বাড়ায় সমস্যা হয় না।

জনতা : ভারনা এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ বন্ধ কেন?

প্রধান : প্রকল্পের কাজের জন্য এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খারাপ রাস্তার অভিযোগ তুলে তাঁরা কাজ ছেড়ে দেন। ওই রাস্তায় পিচের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা শীঘ্রই কাজ চালুর চেষ্টা করছি।

জনতা : পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা কবে মিটবে?

প্রধান : বহু জায়গায় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

জনতা : এলাকার একাধিক রাস্তা ঢালাইয়ের অল্পদিনেই বেহাল হয়ে পড়েছে। গ্রামের বহু রাস্তা এখনও কাঁচা। কী বলবেন?

প্রধান : পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক নতুন রাস্তার কাজ অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা হয়েছে। আর ঢালাইয়ের পর খারাপ হওয়া রাস্তা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

একনজরে

ব্লক : গোয়ালপোখর-২
মোট সংসদ : ২৩
জনসংখ্যা : ৪৩,০৫৬
মোট আয়তন : ২৬.০৩ বর্গ কিলোমিটার

জনতা : বিহার লাগোয়া রামপুরে জাল লটারি ও ভেজাল মদের কারবার নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠছে। এই কারবার ঠেকানো যাচ্ছে না কেন?

প্রধান : পুলিশকে দিয়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা চলছে।

জনতা : কৃষিপ্রধান এলাকা, তাও সরকারি উদ্যোগে কোথাও সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি কেন?

প্রধান : বর্তমানে অনেক জায়গায় বৈদ্যুতিক শ্যালোর সাহায্যে সেচ হয়। সরকারি উদ্যোগে গভীর শ্যালো বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

জনতা : এলাকার অনেকেই বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন না কেন?

প্রধান : এই সংক্রান্ত অনেক সমস্যা মেটানো হয়েছে। পরবর্তীতে আরও মেটানো হবে।

জনতা : বর্ষায় রামপুরে একাধিক গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নিকাশিনালার সমস্যা কবে মিটবে?

প্রধান : এজন্য প্রয়োজনীয় টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফান্ডে আপাতত নেই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

দূরে ওই পাহাড়ে।। সাউথ সিকিমে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অনিশা রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কালুয়াজোতে জলের দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৬ মার্চ : পানীয় জলের দাবিতে স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে বাসনপত্র রেখে চলল বিক্ষোভ। আটকানো হয় রাস্তাও। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুয়াজোতে। গত এক বছর ধরে এখানে পানীয় জলের সমস্যা চলছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় স্ট্যান্ডপোস্টটিতে গত এক বছর ধরে জল অমিল। এজন্য স্থানীয়দের পাশের তোতারামজোতে যেতে হত। সেখানে থেকে তাঁরা জল সংগ্রহ করতেন। এভাবেই গত এক বছর ধরে কালুয়াজোতের ৯০টি পরিবারের চলছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে দুই গ্রামে বিবাদ ঘটে। তার জেরে এখন সেখান থেকে জল আনা বন্ধ। ফলে, সমস্যায় পড়েছেন কালুয়াজোতবাসী। এ ব্যাপারে বহুবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রধানকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউই গুরুত্ব দেননি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তাই, এদিন বাধ্য হয়ে তাঁরা স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে বাসনপত্র রেখে রাস্তা আটকে জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। এলাকাটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। স্থানীয়দের দাবি, এখন রমজান মাস চলছে। জলের জন্য চারদিকে হাহাকার শুরু হয়েছে। রোজা রেখে দুই কিলোমিটার দূর থেকে গ্রামবাসীকে জল আনতে হচ্ছে। অনেক সময় সেখানেও জল মিলছে না। তাই, বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীদের কাছের বাতারিয়া নদী থেকে জল এনে তা ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করতে হচ্ছে।

কালুয়াজোতের বাসিন্দা দুশারি খাতুন বলেন, 'জলের জন্য রোজ ঝামেলা হচ্ছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জল না পেলে সব পাইপলাইন তুলে নিয়ে গিয়ে বিডিও অফিসে ফেলে দেওয়া হবে।' তিন বছরের শিশু কোলে বিক্ষোভে শামিল আমজারি খাতুনের কথায়, 'আমাদের সমস্যার কথা কেউ শুনছেন না। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য এমনকি জেলা পরিষদের সভাধিপতিও বিষয়টিতে গুরুত্ব দিচ্ছেন না।'

স্থানীয় বাসিন্দা রেশমা খাতুনের গলাতেও শোনা যায় একই কথা। তোতারামজোতের সেই পাম্পহাউসের এক কর্মী জানান, এই এলাকায় আরও একটি পাম্পহাউসের দরকার। এ নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের বহুবার বলেছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'পঞ্চায়েতের বহু সংসদে জলসমস্যা রয়েছে। পিএইচইকে এ নিয়ে একাধিকবার বলেছি। কিন্তু ওরা কিছুই করেনি। এমনকি এলাকা পরিদর্শনও করেনি। বিষয়টি কালুয়াজোতের কার্যালয়ে জানাব।' ওই দপ্তরের শিলিগুড়ির এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশব কুমার বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগে বিক্ষোভ।

সময়সীমা ১৭ দিন

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটি ১৯৭৬ থেকে টি অকশন অপারেশন চালিয়ে আসছে। বর্তমান টেকনলজিকাল অ্যাডভান্সমেন্ট থেকে স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট, সবেতেই এই কমিটি টি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম রোল মডেল। তবে বিগত কয়েকদিন একটি ভুয়ো রিপোর্ট ছড়াচ্ছে যে অকশন কমিটি ২১ দিনের অকশন ক্লোজিং পিরিয়ড অপারেট করে। কিন্তু সেটি আসলে ১৭ দিন বা তারও কম। ক্রেতা-বিক্রেতার সুষ্ঠু সম্পর্ক এবং ক্যাশ ফ্লো ঠিক রাখতে এই শিডিউল মানা হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে কমিটি অকশন সেল আয়োজন করে যেখানে ৫-৬ মিলিয়ন কেজি চা হ্যান্ডেল করা হয়। কমিটির উন্নত পরিকাঠামোর জন্য বার্ষিক ১৮০ থেকে ২০০ মিলিয়ন কেজি চা হ্যান্ডেল করা হয়।

শিলিগুড়িতে তিন মৃত্যুতে প্রশ্ন বহু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : শিলিগুড়িতে গত চব্বিশ ঘণ্টায় একাধিক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে শহরকে। সবক্ষেত্রেই উঠে আসছে নেশার তত্ত্ব। প্রশ্ন উঠছে, নেশার ঘোরে কি সামাজিক সম্পর্কে আঘাত নেমে আসছে?

রবিবার রাতে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা ভাইকে নৃশংসভাবে মারধর, পরবর্তীতে মৃত্যুর ঘটনা অবাক করেছে শহর শিলিগুড়িকে। কী করে ভাইয়ের ওপর এত রাগ হতে পারে, আরেক ভাইয়ের? তা নিয়ে শহরে চলছে গুঞ্জন।

অন্য পাড়ায় এক গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করেও একই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মৃত ওই তরুণীর নাম ইন্দু মণ্ডল (২৬)। ঘটনায় অভিযুক্ত ইন্দুর স্বামী সন্তোষ মণ্ডলকে আটক করেছে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের না হলেও বিহার থেকে ওই তরুণীর পরিবার আসছে বলে জানা গিয়েছে।

ওই দম্পতি বিহারের মধুবনির বাসিন্দা হলেও গত কয়েক বছর ধরে ওই এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতেন। যদিও শনিবার রাতে নেশা করে এসে পেশায় কেটারিং কর্মী সন্তোষ ইন্দুকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ওই তরুণী আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। রবিবার ওই তরুণী অসুস্থবোধ করলে তাঁকে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযুক্ত সন্তোষকে আটক করে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

এরমধ্যেই রবিবার দুপুরে এক তরুণের দেহ উদ্ধার হয় গান্ধি ময়দান এলাকায়। গত কয়েকদিন ধরে ওই তরুণ ময়দানের বাইরে একপাশে থাকা অস্থায়ী ঘরে থাকতেন। এদিন তাঁর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণ ভবঘুরে ভিক্ষুক ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

মর্মাহত শহর

- ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগরে নেশাগ্রস্তকে নৃশংসভাবে মারধর করায় মৃত্যু
- পাশের পাড়ায় অভিযুক্ত স্বামীর মারধরে মৃত্যু হয়েছে এক তরুণীর
- রবিবার দুপুরে অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণের দেহ উদ্ধার হয় গান্ধি ময়দান এলাকায়
- গত চব্বিশ ঘণ্টায় একাধিক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে শহরকে

কিশোরী ধর্ষণে গ্রেপ্তার তরুণ

ধূপগুড়ি, ১৬ মার্চ : ১৬ বছরের এক কিশোরীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বিবাহিত তরুণের বিরুদ্ধে। হোলির দিন অর্থাৎ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এবিষয়ে রবিবার নির্যাতিতার পরিবারের তরফে ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমে এদিনই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনা ঘিরে এলাকায় শোরগোল পড়েছে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্য ও বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মাগুরমারির ওই কিশোরী দাদুর বাড়িতে যাচ্ছিল। সেই সময় তাকে রাস্তা থেকে তুলে পাশে ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায় প্রতিবেশী এক মদ্যপ তরুণ। সেখানে মেয়েটিকে মুখ চেপে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। প্রায় দেড় ঘণ্টা কিশোরীর কোনও হদিস না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের লোকেরা। পরে মেয়েটি কোনওমতে বাড়ি ফিরে নির্যাতনের কথা পরিবারকে জানায়। ঘটনার কথা চাউর হতেই বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

পুলিশের ওপর চড়াও

ধূপগুড়ি, ১৬ মার্চ : হোলির রাতে দুর্ঘটনার পর আচমকা উত্তেজনা ছড়ায় ধূপগুড়ি ব্লকের গিলান্ডি এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পুলিশ যাওয়ার পর তাদেরও এলাকাবাসীর ব্যাপক ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। পরে ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসন লেপচা ও বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

ওই রাতে একটি বাইকে দুজন মিলে সজনাপাড়ার দিক থেকে ধূপগুড়ি আসছিল। তখন বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। তারপর আরেকটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। এই ঘটনার পর স্থানীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা অভিযোগ করে, বাইকের চালক অপ্রকৃতিস্থ ছিল। বাইকে থাকা দুজনকে আটকে রেখে মারধর করতে থাকে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এলাকাবাসী পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায়।

পুলিশ সেই রাতের ঘটনা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চায়নি। তবে হামলাকারী বাসিন্দাদের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাইকে থাকা দুজনকে আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, বাকিদের খোঁজ চলছে। তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।

এদিকে, পুলিশের ধরপাকড়ের জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ভয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কেউ মুখ খুলছে না। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'বাইকচালক আচমকা একজনকে ধাক্কা মারতেই সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ওরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেজন্য ক্ষোভ আছড়ে পড়ে।' এদিকে পুলিশের এক অফিসারের কথায়, ঘটনাস্থলে ইচ্ছাকৃতভাবেই ঝামেলা বাড়ানো হয়েছিল এবং পুলিশকে টার্গেট করা হচ্ছিল। এটা বুঝতে পেরেই বাড়তি পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ পঙ্কজ অধিকারী ও গোপাল অধিকারী নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ সুয়োমোটো মামলা রুজু করেছে। ঘটনায় আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ধৃত দুজনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু কেন তারা উত্তেজিত হয়ে বিক্ষোভে নামল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। স্থানীয় অনেকের কথায়, লোকজন হোলি উপলক্ষ্যে মদ্যপ অবস্থায় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। পরবর্তীতে পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার পরিকল্পনাও ছিল। সেই মুহূর্তে ভ্যান থেকে নেমে পুলিশ অফিসার আড়াল হয়ে যাওয়ায় চড়াও হওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায়নি। তাহলে বড় কিছু ঘটে যেতে পারত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জ্যোতিনগরে আজ রিজার্ভার তৈরি শুরু

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মার্চ : শিলান্যাস হয়েছিল প্রায় আড়াই বছর আগে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জ্যোতিনগরে জল জীবন মিশন প্রকল্পে এবার রিজার্ভারের নির্মাণকাজ চালু হতে চলেছে। সোমবার থেকে এ কাজ শুরু হওয়ার কথা। সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই প্রকল্প তৈরি হয়ে গেলে সরকারি হিসেবে ১২ হাজারের বেশি মানুষের ঘরে ঘরে জল পাওয়ার কথা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই কাজে আগের বরাত পাওয়া ঠিকাদার কাজ ছেড়ে দেওয়ায় নতুন ঠিকাদার সোমবার থেকে সেই রিজার্ভার তৈরির কাজ করতে চলেছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২২-এর শেষ দিকে ওই রিজার্ভার তৈরির কাজের শিলান্যাস করা হয়েছিল। এটি নির্মাণে বালি-পাথর সহ যাবতীয় সামগ্রীও ফেলে এজন্য গর্ত করে ইটও পাতা হয়। ২০২৩-এর অক্টোবরে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় এবার অবশ্য নির্মাণকাজে টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে বলে খবর। জল জীবন মিশন প্রকল্প দ্রুত শেষ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু রিজার্ভার তৈরি না হওয়ায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। পরিস্রুত পানীয় জল না পেয়ে বিপাকে পড়ছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। এই কাজ শেষে ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশামত গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ পানীয় জলের পরিষেবা পাবেন। সব মিলিয়ে বন্দরগছ, কান্তিভিটা, ধামনাগছের প্রায় সাড়ে ১২ হাজার মানুষ পরিস্রুত জল পাবেন। বর্তমানে মানুষ কুয়ো কিংবা ডিপ টিউবওয়েলের আয়রনযুক্ত জল পানে বাধ্য হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা অসীম বিশ্বাস বলেন, 'এর আগে বাধা দেওয়ায় নির্মাণকাজ বন্ধ ছিল। এবার গ্রীষ্মের আগে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকাবাসীর জলকষ্ট মিটবে।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের মন্তব্য, 'এ নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। কাজ শুরুর কথা। এর আগে কাজ আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল। এবারে এমন হলে, তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সরকারি কাজে বাধা দিলে, উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

জ্যোতিনগরে ওয়াটার রিজার্ভার তৈরির জন্য চিহ্নিত জায়গা। -সংবাদচিত্র

বিষয়টি নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। কাজ শুরুর কথা। এর আগে কাজ আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল। এবারে এমন হলে, তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সরকারি কাজে বাধা দিলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

– বিপ্লব বিশ্বাস
বিডিও, ফাঁসিদেওয়া

অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় কৌশিক

নকশালবাড়ি, ১৬ মার্চ : ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বায়োলজি অলিম্পিয়াডের জাতীয় স্তরে দ্বিতীয় হয়েছে নকশালবাড়ি মধ্যকোটিয়াজোতের ছাত্র কৌশিক মিশ্র। সে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। এ বছরই শিলিগুড়ির এক ওপেন স্কুল থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। পাশাপাশি চলছে নিট-এর প্রস্তুতি। ২০২৩-এ নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল থেকে ৭৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশ করে শিলিগুড়ির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়। গত বছরের ২৮ নভেম্বর অলিম্পিয়াডের রাজ্য স্তরে পাশ করে কৌশিক। তারপরই অংশ নেয় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায়। গত জানুয়ারিতে শালুগাড়ার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে ফল বের হয়। গত ১৩ মার্চ দীনবন্ধু মঞ্চে তাকে সংবর্ধনা দেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। এর আন্তর্জাতিক স্তরেও অংশ নেবে কৌশিক। এ বছরের নভেম্বরে সম্ভবত দুবাইতে পরীক্ষা। বাবা চন্দন মিশ্র নকশালবাড়ি এমএসকে স্কুলের শিক্ষক। মা সুধা মিশ্র গৃহবধূ। কৌশিকের সাফল্যে খুশি এলাকাবাসীও।

রেস্তোরাঁয় আগুন

রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ আগুন লাগে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

স্কুলে চুরি

দোলের জন্য শুক্র ও শনিবার ছুটির সুযোগে বেহালার বাণীতীর্থ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস ঘরে ঢুকে সর্বস্ব চুরি করল চোরেরা। বিষয়টি নজরে আসে রবিবার।

পিটিয়ে খুন

রবিবার সকালে হুগলির তারকেশ্বরে এক আলু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ঝড়-বৃষ্টি

রবিবার বিকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় হঠাৎ গরম থেকে মুক্তি মেলে। বেশ কয়েকটি জেলায় শিলাবৃষ্টিও হয়। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ব্রিগেডের প্রচার নিয়ে সিপিএমের অন্দরেও প্রশ্ন

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পায়ের তলার মাটি যাচাই করতে ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ করতে চলেছে সিপিএম। কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুরদের ১০ দফা দাবি সামনে রেখে এই ব্রিগেড সমাবেশ হতে চলেছে। সেখানে বক্তা হিসেবে থাকছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, শ্রমিক সংগঠন সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু, খেতমজুর ইউনিয়নের নিরাপদ সর্দার ও বন্যা টুডু, কৃষকসভার অমল হালদার, পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির সুখরঞ্জন দে প্রমুখ। ইতিমধ্যেই ব্রিগেড নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচারও শুরু করেছে সিপিএম। কিন্তু ওই সমাবেশে ১০ দফা দাবির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কেন একটি শব্দও ব্যয় করা হল না, তা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে।

এবারের বিধানসভা ভোটের আগে মূল রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মীয় মেরুকরণের দিকে ঝুঁকছে। আদর্শ ও নীতিগত দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে সিপিএম সহ বামপন্থী দলগুলি। কিন্তু এই সংকট মুহূর্তেও ব্রিগেড সমাবেশের মতো বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বার্তা না দেওয়া হলে কি আদর্শ বিচ্যুতি ঘটবে না? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে দলের অন্দরে।

ব্রিগেডে ১০ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে আরজি কর কাণ্ডের ন্যায়বিচার, শ্রম কোড বাতিল, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেসরকারিকরণ বন্ধ, শ্রমিক ও খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ সহ একাধিক দাবি। তবে এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোনও বিষয়ই রাখা হয়নি।

চলতি বছর বাজেট অধিবেশনে উন্নয়ন, মূল্যবৃদ্ধির মতো জ্বলন্ত ইস্যুতে কোনও আলোচনাই হয়নি। বরং অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম চারটি দিন কেটেছে ধর্ম-যুদ্ধ নিয়ে। ধর্ম নিয়েই বারবার সংঘাতে জড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই পরিস্থিতিতে সিপিএমের তথাকথিত নীতি অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা না থাকা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এক সিপিএম নেতার কথায়, ‘বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলে। সেই বার্তাও দেওয়া হয়। চারটি সংগঠন মিলে ব্রিগেড সমাবেশ করায় প্রত্যেকটি সংগঠনের কিছু কিছু দাবি তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাই আলাদাভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিছু উল্লেখ করা নেই।’

শ্রমিক সংগঠনের এক নেতার কথায়, ‘সাম্প্রদায়িকতা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি নয়া ফ্যাসিবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে। তবে আপনি যখন বললেন, বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রাখা হচ্ছে।’

ফের ভেঙে পড়ল বহুতল।। রবিবার সকালে গিরীশ পার্কের মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে একটি পুরোনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। ওই বাড়িটির সংস্কারের কাজ চলার সময় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনায় একজন শ্রমিক জখম হয়েছেন। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। ছবি : আবির চৌধুরী

দোলে মদ বেচে আয় ১২০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মার্চ : দোল ও হোলিতে আবগারি দপ্তর থেকে লক্ষ্মীলাভ হবে আশা করেছিল অর্থ দপ্তর। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার থেকে যে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি লক্ষ্মীলাভ হবে তা বোধহয় আবগারি দপ্তরের কর্তারা কল্পনাও করতে পারেননি। এবার দোল ও হোলি উপলক্ষ্যে মদের বিক্রি এতটাই বেশি হয়েছে যে, সেখান থেকে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। গত বছর দোল ও হোলিতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮০ কোটি টাকা। সেই হিসেব করে আবগারি কর্তারা আশা করেছিলেন এবার দোল ও হোলিতে মদ বিক্রি করে রাজস্ব ১০০ কোটি টাকা ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ২০ শতাংশ ছাপিয়ে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের ভাঁড়ারের অন্যতম প্রধান উৎস আবগারি দপ্তর। সেখানে লক্ষ্যমাত্রা যেভাবে পূরণ হচ্ছে তাতে রাজ্যের আর্থিক সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন দপ্তরের কর্তারা।

আবগারি দপ্তর থেকে রাজস্ব প্রতিবারই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষে আবগারি দপ্তর থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল ১২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ওই বছর সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে হয় ১৪ হাজার কোটি টাকা। ২০২৩-’২৪ সালে আবগারি দপ্তর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নেয় ১৫ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের এই ক্রমবর্ধমান হার দেখে আবগারি দপ্তর ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল ১৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু চলতি আর্থিক বছরের এক মাস বাকি থাকতেই রাজস্ব আদায় ১৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গত মাসেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন। আগামী আর্থিক বছরে আবগারি খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ২২ হাজার কোটি টাকা। সাম্প্রতিককালে যা রেকর্ড। আবগারি দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, বেআইনি ও চোলাই মদ বিক্রি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে বলেই আবগারি দপ্তরের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, দোল ও হোলি উপলক্ষ্যে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব এসেছে বিয়ার থেকে। প্রায় ৭০ কোটি টাকার রাজস্ব শুধুমাত্র বিয়ার থেকে এসেছে। সবচেয়ে কম রাজস্ব এসেছে রাম থেকে। দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, দোল ও হোলির মরশুমে রীতিমতো গরম পড়ে যাওয়ায় বিয়ারের বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্য থেকে আবগারি দপ্তরের অনুমান, আগামী আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসে বিয়ার থেকে বেশি রাজস্ব আসবে।

রাজস্ব বৃদ্ধি

- দোল ও হোলি উপলক্ষ্যে মদ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১২০ কোটি টাকা
- প্রায় ৭০ কোটি টাকার রাজস্ব শুধুমাত্র বিয়ার থেকে এসেছে
- সবচেয়ে কম রাজস্ব এসেছে রাম থেকে

রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে প্রস্তুত বঙ্গ বিজেপি

বৈঠকে নেই শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ২৬-এর ভোটযুদ্ধে দলের সেনাপতিকে সামনে এনেছে তৃণমূল। কিন্তু বিধানসভার ভোটে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছে যে বিজেপি, তাদের সেনাপতি কে? প্রশ্ন গেরুয়া শিবিরে। রবিবার সল্টলেকে দলের কোর কমিটির বৈঠকের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও গরহাজির থাকলেন বিরোধী দলনেতা ও রাজ্য বিজেপির অন্যতম নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, সোমবার সকালে দিল্লি যাচ্ছেন তিনি। এদিন বিকালে জাতীয় গ্রন্থাগারেও আরএসএস প্রভাবিত একটি সংগঠনের অনুষ্ঠানেও তাঁর যাওয়ার কথা ছিল বলে দাবি উদ্যোক্তাদের।

শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, দিল্লি যাত্রার প্রস্তুতি নিতেই এদিন ব্যস্ত ছিলেন তিনি। বঙ্গ বিজেপির সভাপতির নাম ঘোষণার মুখে এদিন বনশলের ডাকা বৈঠকে না গিয়ে দিল্লিযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

শনিবার ভোটার তালিকা সংশোধন ইস্যুকে সামনে রেখে যে বৈঠক করেছে তৃণমূল, সেখানে ২৬-এর ভোটযুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই যে সেনাপতি, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল। আর সেনাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরই আগামী দিনে দলের কর্মসূচির দিকনির্দেশ করে নিশানা করেছেন শুভেন্দু ও সুকান্তকে। এই আবহে তৃণমূলের বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বৈঠকে বসে বিজেপি। সম্প্রতি রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের পরীক্ষায় পাশ মার্ক পেয়েছে বঙ্গ বিজেপি।

> রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রাজ্য। সে বিষয়ে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের নির্দেশ দেয় কেন্দ্র। কেন্দ্র থেকে সেই নির্দেশ এখনও আসেনি। নির্দেশ এলেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

যদিও যাঁদের ভোটে রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন, সেই ৪৩ জন রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন এখনও হয়নি। এই আবহে এদিন সল্টলেকে দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। বৈঠকে বনশলের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে ও অমিত মালব্য, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক সতীশ ধন্ড ও রাজ্যের ৫ সাধারণ সম্পাদক। রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষকেও। কিন্তু এদিনের বৈঠকে শুভেন্দু, দিলীপের দেখা মেলেনি।

রাজ্য বিজেপির এক নেতার মতে, সব ঠিকঠাক থাকলে ২১ মার্চ বঙ্গ বিজেপির নির্বাচিত রাজ্য সভাপতি পেতে অসুবিধে থাকার কথা নয়। কারণ, ৫০ শতাংশের বেশি জেলা সভাপতি নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার সুবাদে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে পদ্ধতিগত বাধা কেটেছে। কিন্তু পদ্ধতিগত বাধা কাটলেও দলের অন্দরের জট না কাটায় রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা নিয়ে ধোঁয়াশা কেটেও যেন কাটছে না। আর সেই সুযোগেই নির্বাচনের প্রস্তুতিতে আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল।

যদিও এদিন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে সুকান্তর দাবি,‘রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রাজ্য। সে বিষয়ে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের নির্দেশ দেয় কেন্দ্র। কেন্দ্র থেকে সেই নির্দেশ এখনও আসেনি। নির্দেশ এলেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে।’ বালুরঘাট নিয়ে অভিষেকের মন্তব্যের জবাবে সুকান্ত বলেন, ‘ব্যথা তো লাগবেই। লোকসভা ভোটে বালুরঘাট জিততে পিসি (মুখ্যমন্ত্রী) ৪টি বিধানসভায় আর ভাইপো (অভিষেক) ২টি বিধানসভায় সভা করেছিলেন। ফলে ব্যথা তো একটু লাগবেই।’

একইসঙ্গে শুভেন্দুর গরহাজিরা প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, নিতান্তই সাংগঠনিক বৈঠক বলে শুভেন্দুকে এখানে ডাকা হয়নি।

এদিকে ২৯ মার্চ একদিনের সফরে রাজ্য সফরে আসছেন অমিত শা। ৩০ মার্চ দিনভর তাঁর দলের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা। সব কিছু ঠিকঠাক চললে ইতিমধ্যে নতুন রাজ্য সভাপতি ঘোষণা হয়ে যাওয়ার কথা। ফলে শা’র ওই বৈঠকও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

আজ ক্যাম্পাসে যেতে পারেন উপাচার্য

কলকাতা, ১৬ মার্চ : সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে পারেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। গত সপ্তাহেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। তবে তাঁকে ছাড়া হলেও ১৫ দিন বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, ১ মার্চ ওয়েবকুপার সম্মেলন ঘিরে ঝামেলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন উপাচার্য। তাঁকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসার পর গত সপ্তাহে তাঁকে ছুটি দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু চিকিৎসকদের নির্দেশমতো ১৫ দিন বিশ্রাম না নিয়েই সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। ক্যাম্পাসে এখনও যে অচলাবস্থা চলছে, তা কাটানোর জন্য পড়ুয়াদের অনুরোধও করেছেন।

অবসরের পর চাকরিতে স্থায়ী অনুমোদন

কলকাতা, ১৬ মার্চ : দীর্ঘ ৩১ বছর আইনি লড়াইয়ের পর চাকরিতে পাকাপাকিভাবে অনুমোদন পেলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার এক স্কুল শিক্ষক। সাধারণ শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের আবেদন করে ১৯৯৪ সাল থেকে দফায় দফায় মামলা করেছেন তিনি। তাঁর নিয়োগ ছুটির ভিত্তিতে শূন্যপদ (লিভ ভ্যাকেন্সি) না সাধারণ শূন্যপদের ভিত্তিতে হয়েছিল তা নিয়েই চলছিল দীর্ঘ আইনি লড়াই। ইতিমধ্যেই ২০১৮ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেছেন। শেষপর্যন্ত ২০২৫ সালে তাঁর নিয়োগ সাধারণ শূন্যপদে হিসাবে মঞ্জুর করার পক্ষে রায় দিয়েছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

মামলাকারী শিক্ষক মহসিন গায়ুরের আইনজীবী বলেন, ‘আদালতের এই নির্দেশের ফলে ওই শিক্ষকের অবসরকালীন সমস্ত সুযোগসুবিধা পেতে আর কোনও বাধা রইল না।’

চৈত্র মাসে ঘন কুয়াশায় মুখ ঢাকল নলহাটির বিভিন্ন এলাকা। রবিবার লোহাপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ফাটল মেরামতে সেতুবন্ধন বক্সীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফাটল কোনওভাবেই প্রকাশ্যে আনতে চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই কারণে ভূতুড়ে ভোটার ধরার টাস্ক বেঁধে দিতে অভিষেককেই ভার্চুয়াল বৈঠকে বসার ‘অনুমতি’ও দিয়েছেন দলনেত্রী। তবে অভিষেককে সংগঠনের রাশ ছাড়লেও তাঁকে যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতোই চলতে হবে তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মমতার সঙ্গে অভিষেকের এই সেতুবন্ধনের কাজে প্রধান সারিতে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক যে মমতার নির্দেশিত কথাই বলবেন, তা নিশ্চিত করতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বক্সীও। ফলে আগামী দিনেও যে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তিনি অভিষেককে দিয়েই করাবেন, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভূতুড়ে ভোটার ধরার নির্দেশিকা দিয়েছিলেন মমতা। এরপর তৃণমূল ভবনে দলের কোর কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন সুব্রত বক্সী। কিন্তু কোর কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অভিষেক ওই বৈঠকে গরহাজির ছিলেন। তখনই জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তাহলে কি সংগঠন থেকে নিজেকে আপাতত দূরেই রাখছেন অভিষেক?

ওই দিন দলের রাজ্য সভাপতি জেলা স্তরে কোর কমিটি গঠন করলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা স্থগিত করে দেন তৃণমূল নেত্রী। শনিবারের মেগা বৈঠকে অভিষেক ফের জানিয়ে দিলেন, জেলা স্তরে কোর কমিটি আগামী ৫ দিনের মধ্যে তৈরি করা হবে। অর্থাৎ বক্সীর সিদ্ধান্তকে তিনি মান্যতা দিলেন। এই মান্যতা দেওয়ার পিছনে মমতার প্রচ্ছন্ন নির্দেশ যে রয়েছে তা স্পষ্ট।

ভাঙনের বিপদে কপিলমুনির আশ্রম

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ফের বড়সড়ো বিপদের মুখে গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রম। রবিবার সকাল থেকে পূর্ণিমার কোটালের জেরে মন্দির সংলগ্ন সাগরপাড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ১ থেকে ৪ নম্বর পর্যন্ত স্নানঘাটের রাস্তা সংলগ্ন সমুদ্রতট। এবছর গঙ্গাসাগর মেলার আগেও ভয়াবহ ভাঙনের শিকার হয়েছিল কপিলমুনির আশ্রম এলাকা। এভাবে চললে কয়েক বছরের মধ্যেই কপিলমুনির আশ্রম সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে বলে আশঙ্কা।

গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন সমুদ্রপাড় ক্রমশ জলের তলায় চলে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু এলাকা সমুদ্রগর্ভে চলে গিয়েছে। স্বভাবতই মেলা-এলাকা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এভাবে সমুদ্র ক্রমশ মন্দিরসংলগ্ন এলাকা গিলে খাওয়ায় আতঙ্কিত স্থানীয় মানুষ।

এবছরই গঙ্গাসাগর মেলা উৎসব করার সময় সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ব্যাপকভাবে পাড় ভেঙে যাওয়ায় ২ ও ৩ নম্বর স্নানঘাট বন্ধ রাখা হয়েছিল। মেলার আগের দিন পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তা অস্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছিল। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘিরে তাঁর মধ্যে বালি ও মাটি ফেলে কোনওরকমে ভাঙন প্রতিরোধ করা হয়েছিল।

সামনেই বর্ষাকাল। তার আগে রবিবার ভরা কোটালের জেরে ফের ভাঙন শুরু হয়। কপিলমুনির আশ্রমের প্রধান সঞ্জয় মহারাজ বলেন, ‘প্রতিনিয়ত এই ধরনের ভাঙন চলছে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। রাজ্য সরকার ভাঙন প্রতিরোধে যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা যথেষ্ট।’ গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন দপ্তরের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মালিক বলেন, ‘এখনও কোনও খবর পাইনি। তবে সেচ দপ্তর অনেক দিন আগেই কাজ শুরু করেছে।’

কেন্দ্রকে চিঠি

কলকাতা, ১৬ মার্চ : এবার সমগ্র শিক্ষা অভিযান খাতে বকেয়া টাকার দাবি করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। এই টাকায় স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ হয়। সমগ্র শিক্ষা অভিযানে মোট খরচের ৬০ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ও ৪০ শতাংশ রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার যতক্ষণ না এই প্রকল্পের টাকা পাঠাচ্ছে, ততক্ষণ রাজ্য সরকার ম্যাচিং গ্র্যান্ট হিসেবে বাকি ৪০ শতাংশ দিতে পারছে না।

চৈত্রের শুরুতেই বেশ গরম কলকাতায়। রবিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

খরচ নিয়ে প্রশ্নের মুখে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ মার্চ : চলতি আর্থিক বছর (২০২৪-২০২৫)-এর অন্তিম সময়ে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন খাতে একশো শতাংশ অর্থ খরচের সবুজসংকেত দিল রাজ্য সরকার। আগামী ৩১ মার্চ চলতি আর্থিক বছর শেষ হচ্ছে। হাতে মাত্র ১৫ দিন বাকি। অল্প এই সময়ের মধ্যে আর্থিক অনুমোদন হাতে পেয়ে তার সবটা খরচ করা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। তবুও সরকারের সব দপ্তরে এখন তাড়া পড়ে গিয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে বরাদ্দ টাকা কাজে লাগানোর সুনির্দিষ্ট তথ্য-হিসাব না দিতে পারলে সেই অর্থ আবার ফেরত চলে যাবে। আগামী ১ এপ্রিল আগামী অর্থবর্ষ (২০২৫-২০২৬) শুরু হলেই অর্থ দপ্তর সব দপ্তরের কাছে গত আর্থিক বছরের খরচ না হওয়া সেই টাকা ফেরত চাইবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, বাজেটে অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হলেও সময়মতো অর্থ খরচের সবুজসংকেত দেওয়া হয় না কেন? একেবারে শেষ সময়ে যখন টাকা খরচের সময় থাকে না তখন একশো শতাংশ খরচের অনুমোদন দেওয়া কেন? টাকা ফেরত যাওয়া প্রায় নিশ্চিত যখন, তখন দপ্তরগুলিকে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন দেওয়া কেন? একইভাবে চলতি আর্থিক বছরে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ অর্থের একশো শতাংশ খরচের সবুজসংকেত গত ১২ মার্চ বিকালে সার্কুলার মারফত (নম্বর ১৭১৭ এফ-বি) সরকারের সব দপ্তরকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল।

নবান্নে শীর্ষ আধিকারিক মহলের একাংশের নিশ্চিত ধারণা, অর্থ সংকটে প্রায় জর্জরিত রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে তার মোকাবিলার পথে নেমেছে। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী সহ বিধবাভাতা, কৃষকভাতার মতো সামাজিক প্রকল্পগুলি চালু রাখতে রাজ্য সরকারকে লাগাতার বিশাল পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখতে হচ্ছে।

কোনওভাবে এইসব জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পে যাতে বাধা না আসে, তার জন্য অর্থ দপ্তরকে বিশেষ নজর রাখতে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বরাদ্দ অর্থ দপ্তরগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পারলেই তা ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। দপ্তরগুলির অব্যবহৃত ওই অর্থ সামাজিক প্রকল্পের কাজে মূলত লাগানো হচ্ছে বলেই মনে করছেন নবান্নে শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ।

হোলিতে রেকর্ড ভিড় দিঘা-মন্দারমণিতে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ মার্চ : পরপর টানা তিন দিন ছুটি। তাতেই লক্ষ্মী লাভ সৈকত শহর দিঘা-মন্দারমণিতে। এবছর সপ্তাহান্তে দোল ও হোলি হওয়ায় ছুটি কাটাতে তাই ভ্রমণপিপাসু মানুষের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছিল দিঘা, মন্দারমণি।

এই তিনদিন সেখানকার হোটেলগুলির বুকিং ছিল একশো শতাংশ। এবছর প্রায় ২ লক্ষ মানুষের ভিড় জমেছিল দিঘায়। তাতেই ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের। বাদ পড়েনি মন্দারমণিও। নিরিবিলি পরিবেশে রংয়ের উৎসবে মেতে উঠেছিলেন ভ্রমণার্থীরা।

একসময় বিশেষ ছুটির দিনে বা সপ্তাহান্তে সৈকত শহরের হোটেলগুলি ফাঁকা পাওয়া যেত না। পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় একদিনেই সৈকত শহরে সময় কাটিয়ে ফিরে আসতে পারছেন মানুষ। ফলে হোটেল বুকিং না করলেও অনেকে সারাদিন কাটিয়ে রাতে ফিরে আসছেন নিজের ঠিকানায়।

দোল ও হোলির কারণে যেভাবে রেকর্ড বুকিং হয়েছে, তাতে মুখে হাসি ফুটেছে হোটেল মালিকদের। আগের বছরের থেকে এবছর বুকিংয়ের সংখ্যাও বেড়েছে।

দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, ‘বৃহস্পতিবার থেকেই হোটেলগুলির বুকিং পরিপূর্ণ হয়ে যায়। গত বছর থেকে এবছর ৪০ শতাংশ বেশি মানুষের সমাগম হয়েছিল। হোটেল বুকিং, খাওয়াদাওয়া সহ সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই তিন দিনে একশো কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে।’

দিঘার এক হোটেল কর্মচারী বলেন, ‘১৩ তারিখ থেকে রুমগুলি সব বুক ছিল। অনেকে অনলাইনেও বুকিং করেছিলেন।’ বাদ পড়েনি মন্দারমণিও। সেখানকার এক হোটেল মালিক অমিত দত্ত বলেন, ‘যা আশা করেছিলাম, তার থেকে বেশি পর্যটকের ভিড় হয়েছে এবার। অনেক পর্যটক সোমবার পর্যন্তও বুকিং করে রেখেছেন। রং খেলার সমস্ত ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল। পর্যটকরা নিরিবিলি পরিবেশে চুটিয়ে রংয়ের উৎসব উপভোগ করেছেন।’

মন্দারমণির আর এক হোটেল মালিক শুভজিৎ কুণ্ডু বলেন, ‘সপ্তাহান্তে দোল ও হোলি থাকায় ব্যবসা ভালোই হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোল ও হোলির দু’দিনই বুক ছিল। রবিবার থেকে ফাঁকা হতে শুরু করেছে।’

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৬ সংখ্যা, সোমবার, ৩ চৈত্র ১৪৩১

শুল্ক-জট

দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে বসার পরপরই শুল্ক-যুদ্ধের হুংকার দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই হুংকারের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে প্রায় গোটা বিশ্বে। সেই তালিকায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে রয়েছে ভারত। নয়াদিল্লি সম্পর্কে ট্রাম্পের মনোভাব এখন যথেষ্ট কড়া। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় ভারত সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই কঠোর অবস্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। ট্রাম্পের অভিযোগ, আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে ভারত বরাবরই চড়া হারে শুল্ক চাপিয়ে চলেছে। আমেরিকাও তাই পালটা ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে চড়া হারে শুল্ক চাপাবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

কেন এমন হল? 'জিগরি দোস্ত' বলতে যা বোঝায়, ট্রাম্প-মোদির সম্পর্ক ছিল অনেকটা সেরকম। অন্তত দুজনে কিছুকাল আগে পর্যন্ত তেমনই দাবি করতেন। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসার পর থেকে দুই বন্ধুর সম্পর্কের রেখাচিত্রে দ্রুত বদল হতে থাকে। তার কারণ খুঁজতে পিছিয়ে যেতে হবে গত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাসদুয়েক আগে। যখন মোদি মার্কিন মুলুকে গিয়েছিলেন। তখন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সমর্থনে ছিল প্রবল হাওয়া।

বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্পের তুলনায় তখন অনেক এগিয়ে হ্যারিস। মোদি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ অনেক ডেমোক্র্যাট নেতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ট্রাম্পের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু যে কারণেই হোক, রিপাবলিকান প্রার্থী কিংবা ওই দলের কোনও নেতার সঙ্গে শেষ অবধি দেখা না করে মোদি দেশে ফেরেন। এর কিছুদিন পর কমলা হ্যারিস যে গোহারা হারবেন, সেটা আগাম অনুমান করতে না পারা নয়াদিল্লির অদূরদর্শিতা নাকি 'র'-এর ব্যর্থতা, জানা নেই।

ফলাফল ঘোষণামাত্র মোদি অবশ্য পুরোনো বন্ধুকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে দেরি করেননি। কিন্তু ট্রাম্পের শপথে আমন্ত্রণ পাননি প্রধানমন্ত্রী। তবে আমন্ত্রণ পান বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। বিরোধীদের অভিযোগ, জয়শংকরই অনেক ধরাধরি করে মোদির মার্কিন সফরের ব্যবস্থা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বন্ধুকে খুশি করতে এমনকি এলন মাস্কের বান্ধবী এবং তাঁদের সন্তানদের জন্যেও নানা উপহার নিয়ে যান বলে অভিযোগ।

ওই সফরে দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয় ঠিকই, কিন্তু শুল্ক নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন হুংকার এতটুকুও কমে না। ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পারস্পরিক শুল্কের ক্ষেত্রে ভারত রেহাই পাবে না। অবস্থা ভালো নয় বুঝতে পেরে এরপর বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে শুল্ক নিয়ে কথা বলতে আমেরিকা পাঠানো হল। ফল হল আরও মারাত্মক। গোয়েল ফিরতে না ফিরতে ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, আমদানিকৃত মার্কিন পণ্যে শুল্কের হার কমাতে রাজি হয়েছে ভারত।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই দাবি সত্যি না মিথ্যা, যাচাই করার উপায় নেই। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদে সরব বিরোধী শিবির। ইতিমধ্যে বাণিজ্যসচিব সুনীল বার্থওয়ালকে দিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করিয়ে বলানো হয়েছে, ভারত এমন কোনও আশ্বাস আমেরিকাকে দেয়নি। বরং পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা শুল্ক ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে দুই দেশ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্বশেষ খবর, মার্চের শেষে ভারত সফরে আসছেন সস্ত্রীক ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ভান্স-পত্নী ঊষাবালা চিলুকুরির বাবা-মা আদতে অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী এবং কৃষ্ণা জেলার মানুষ। ভান্সের জয়ের দিনে উৎসবে মেতে উঠেছিল ঊষাদের আদি গ্রাম ভাদলুরু। আতশবাজি পোড়ানো হয়েছিল সারারাত। মন্দিরে পুজো হয়েছিল গ্রামের মেয়ের মঙ্গলকামনায়। যতই হোক, সেই ঊষা এখন মার্কিন সেকেন্ড লেডি। ভান্সের সফরে শুল্কের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেও হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক-জট কাটার আশায় আপাতত ভান্সের সফরের অপেক্ষায় নয়াদিল্লি।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

যোগেন মণ্ডল : এক ইতিহাসের নায়ক

বাংলাদেশের ডামাডোলে মনে পড়ছে যোগেন মণ্ডলের কথা। হিন্দু হয়েও পাকিস্তানে মন্ত্রী হন। পরে পালিয়ে আসেন ভারতে।

অশোক ভট্টাচার্য

১৮৭২ সালের জনগণনা থেকে জানা যায়, অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল মুসলমান। এদের বেশিরভাগ বসবাস করতেন বাংলার পূর্বাংশে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জেলায়। বাংলার মুসলমানরাই ছিল আর্থসামাজিক দিক দিয়ে সবচাইতে বেশি পশ্চাৎপদ। এঁদের বেশিরভাগই থাকতেন পূর্ব বাংলার নীচু, জলাভূমি অঞ্চলে বা নদীর চরে। পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের অধিকাংশের জীবিকা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদারদের অধীনে ভাগচাষি বা বর্গাদার এবং কৃষি শ্রমিকের কাজ।

জনসংখ্যাগতভাবে মুসলমানদের প্রাধান্য থাকলেও অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তার কোনও প্রভাব প্রতিফলিত হত না। কয়েকটি উদাহরণে আসা যেতে পারে। যেমন, ময়মনসিংহের ৭০ ভাগ মানুষ ছিল মুসলমান, অথচ জমির মালিকানা ছিল মাত্র ১৬ শতাংশের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে। বাখরগঞ্জে মুসলমানদের হার ছিল ৬৪.৮ ভাগ, অথচ মুসলমানদের হাতে জমির মালিকানা ছিল মাত্র ১০ ভাগ। পাবনা জেলার শতকরা ৯ ভাগ মানুষ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। একচ্ছত্র জমির মালিকানা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতেই।

এই তথ্য বলছে, পূর্ব বাংলায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছিলেন সব দিক দিয়ে এগিয়ে। এবারে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা নমশূদ্র, তাঁদের মধ্যে ৭৫.১৮ শতাংশ বসবাস করতেন অবিভক্ত বাংলার ৬টি জেলায়। এগুলি হল বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহর ও খুলনা জেলায়। অবিভক্ত বাংলায় এই জাতিগোষ্ঠী বা নমশূদ্র সম্প্রদায়রা ছিলেন পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী।

জয়া চট্টোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা যায়, দেশ ভাগের ফলে, বিশেষ করে বাংলা ভাগের ফলে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন এই নমশূদ্র সম্প্রদায় ও মতুয়ারা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন সবচেয়ে বেশি। কারণ তাঁরাই সবচেয়ে বিলম্বে দেশ ভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। এপারে এসে তাঁরাই অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে সরকারি ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য হন। এঁরাই বেশি সংখ্যায় আন্দামান, দণ্ডকারণ্য, মানা, গুজরাট ইত্যাদি স্থানে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেন। এঁরাই যান মরিচঝাঁপিতেও।

বহু মানুষ বাংলা ভাগ প্রথমে চাননি। বাংলা ভাগের জোরালোভাবে দাবি করেছিল মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা কিছু ভদ্রলোক। মুসলিম লিগ চেয়েছিল কলকাতা সহ সম্পূর্ণ অবিভক্ত বাংলার পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। রাজ্য কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বাংলায় মুসলমান আধিপত্যের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কখনও কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। তিনবার জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কখনও ফজলে হক, কখনও নিজামুদ্দিন, কখনও বা সুরাবর্দি। কখনও মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল কৃষক প্রজা পার্টি, কখনও বা মুসলিম লিগের সমর্থনে। কখনও সমর্থন নিতে হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর দলের, কখনও বা তপশিলি জাতি ফেডারেশন পার্টির।

এই পার্টির দুজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। যোগেন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভায় একবার আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। হয়েছিলেন গণপরিষদেরও সদস্য। তপশিলি জাতি বা নমশূদ্রদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি পালন না করায় যোগেন মণ্ডল ও পিআর ঠাকুর সহ সকলে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ফজলে হক মন্ত্রীসভা থেকে।

এই সময় যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কংগ্রেসের মতবিরোধ হয়। শিডিউল কাস্ট অ্যাসোসিয়েশন বিভক্ত হয়। যোগেন্দ্রনাথ স্বাধীনতার কয়েকবছর আগে ডঃ বিআর আম্বেদকরের নেতৃত্বে শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯০৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়, এক নমশূদ্র কৃষক পরিবারে যোগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে অঙ্ক ও সংস্কৃতে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। আর্থিক অনটন ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে বরিশালের বিএম কলেজে ১৯২৬ সালে তিনি আইএ-তে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে বিএম কলেজ থেকে অঙ্ক ও সংস্কৃত নিয়ে বিএ পাশ করেন। এরপর তিনি বিএল পাশ করেন ও আইন পেশাতে যোগ দেন। যোগেন্দ্রনাথের লক্ষ্য শুধু আইনজীবী হয়ে অর্থ উপার্জন ছিল না। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে গরিব ও দুঃস্থদের আইনি পরিষেবা প্রদান করতেন।

তিনি নির্বাচিত হন বরিশাল লোকাল বোর্ডের সদস্য। যুক্ত হন অশ্বিনীকুমার দত্তের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তিনি যখন বিএম কলেজে পড়তেন, তখন থাকতেন নমশূদ্র হস্টেলে। সেই হস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ লেখেন- 'আমি কলেজ সংলগ্ন নমশূদ্র হস্টেলে থাকিতাম, জেনারেল হিন্দু হস্টেলের ডাইনিং হলে নমশূদ্র ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই ভেদ ও বৈষম্য আমার ভালো লাগিত না।...হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া আমি বুঝিলাম যে, সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোকেরা গরিব ও অশিক্ষিত। তাই ইহারা সমাজে উপেক্ষিত হয়।'

যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন সুবক্তা। বিভিন্ন স্থানে পশ্চাৎপদ শ্রেণির মানুষের দাবির সমর্থনে বক্তৃতা দিতেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইপো কংগ্রেস প্রার্থী সরল দত্তকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। ১৯৩৭ সালে তিনি হয়েছিলেন আইনসভায় বিরোধী দলনেতা। পরে তিনি গঠন করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট শিডিউলকাস্ট পার্টি। সেই সুবাদেই সংস্পর্শে আসেন শরৎচন্দ্র বসুর। সেই সময়ে ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বহু সভায় তিনি বক্তৃতা দিতেন।

১৯৩৭ সালে তিনি সহ ১২ জন তপশিলি জাতি বিধায়করা ফজলে হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। পরে ১৯৪১ সালে ফজলে হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সমর্থন করেছিলেন ১২ জন তপশিলি জাতির বিধায়করাও। কিন্তু ফজলে হক মন্ত্রীসভা থেকে দুজন তপশিলি জাতির সদস্য কমিয়ে একজন করায় তাঁরা মন্ত্রীসভা থেকে আবার সমর্থন প্রত্যাহার করেন ও তাতে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

এরপর গঠিত হয় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা। সেই মন্ত্রীসভায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হয়েছিলেন সমবায়মন্ত্রী। ১৯৪৬ সালের ২৮ মার্চ সোরাবর্দি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তাতে যোগেন্দ্রনাথ স্থান পান। কিন্তু তিনি বেশ কিছু শর্ত দিয়েছিলেন তপশিলি জাতির ছাত্রদের স্বার্থে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় যোগেন্দ্রনাথ দেশ ভাগ বা বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেন, শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। পরে তিনি চলে যান পাকিস্তানে এবং যুক্ত হন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি প্রথমে হন পাকিস্তান কনস্টুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য, তারপর হন পাকিস্তানের আইন ও শ্রমমন্ত্রী। আম্বেদকরের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের ছিল সুসম্পর্ক। সেই সময় আম্বেদকর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অল ইন্ডিয়া শিডিউলকাস্ট ফেডারেশন। বাংলায় তার শাখার সভাপতি হয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। ১৯৪৬ সালে আম্বেদকরের গণপরিষদের সদস্যপদ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সেই সময় যোগেন্দ্রনাথ নিজের পদ ছেড়ে দিয়ে আম্বেদকরকে বাংলা থেকে গণপরিষদে পাঠান। যোগেন্দ্রনাথ ১৯৪৭ সালের মে মাসে বক্তৃতায় বলেছিলেন 'বঙ্গ বিভাগ সমগ্র বঙ্গে তপশিলি জাতির সংঘবদ্ধতা ও জাতীয়তাবোধকে নির্মমভাবে ধ্বংস করিবে। সুতরাং তপশিলি জাতি এরূপ ক্ষতিকর ও ভয়ংকর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না।'

শেষপর্যন্ত তিনি মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করে পাকিস্তানে থেকে গেলেন। নিজেই লিখে গিয়েছেন- 'ভারত বিভক্ত হইলে পূর্ববঙ্গে আমার নিজ জেলা বরিশাল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আমি পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের কথা চিন্তা করিয়াই পাকিস্তানে থাকার সিদ্ধান্ত করি।' যোগেন্দ্রনাথের যে আশা ছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেই আশা পূরণ হওয়ার নয়। ইতিমধ্যে খুলনা ও কুমিল্লাতে শুরু হল বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠি লিখে তিনি জানান, পাকিস্তানে থাকা তাঁর মতো কোনও হিন্দুদের পক্ষেই নিরাপদ নয়। তাই তিনি ওই চিঠিতেই পাকিস্তান মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে একপ্রকার পালিয়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। একইসঙ্গে কয়েক লক্ষ নমশূদ্র, মতুয়া, তপশিলি জাতির মানুষও চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে।

তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে যুক্ত হন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে। যুক্ত হন ইউসিআরসি'র সঙ্গে। কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গে নেতৃত্বের মতের মিল না হওয়ায় তিনি গড়ে তোলেন পৃথক উদ্বাস্তু সংগঠন। ১৯৫০ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখতেন আম্বেদকরের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গেও আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টির শাখা কমিটি গঠন করেছিলেন। ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে এবং ১৯৬৭ সালে বারাসত লোকসভা থেকে বামপন্থীদের সমর্থন নিয়ে লড়াই করেছিলেন। অথচ ভারতে এসে কোনও নির্বাচনেই তিনি জয়লাভ করতে পারেননি।

১৯৫৬ সালে আম্বেদকরের মৃত্যু হয়। তারপর যোগেন্দ্রনাথ দিল্লিতে আম্বেদকর ভবনকে কেন্দ্র করে রিপাবলিকান পার্টিকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও নমশূদ্র ও তপশিলি জাতির মানুষকে নিয়ে আন্দোলন, সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইতিবাচক সাড়া পাননি। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, পঞ্চানন বর্মারা স্বাধীনতার আগে নমশূদ্র মতুয়া রাজবংশীদের নিয়ে নির্বাচনি রাজনীতিতে যতটা সাফল্য পেয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর বিভিন্ন রাজ্যে দলিত, জাতপাতের নির্বাচনি রাজনীতির কিছু সাফল্য পেলেও পশ্চিমবঙ্গে এই রাজনীতির কোনও প্রভাব আজও পড়েনি। দেশ ভাগের পর মতুয়া মহাসংঘকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করলেও সাফল্য পাননি। ১৯৬৮ সালে যোগেন মণ্ডলের মৃত্যুর পর তাঁর হাতে গড়ে তোলা সংগঠন আজ পশ্চিমবঙ্গে অস্তিত্বহীন। আজ পশ্চিমবঙ্গে জাতভিত্তিতে নির্বাচনি রাজনীতি করা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে, আজও রয়েছে ব্যতিক্রমী রাজ্য হিসেবে।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)

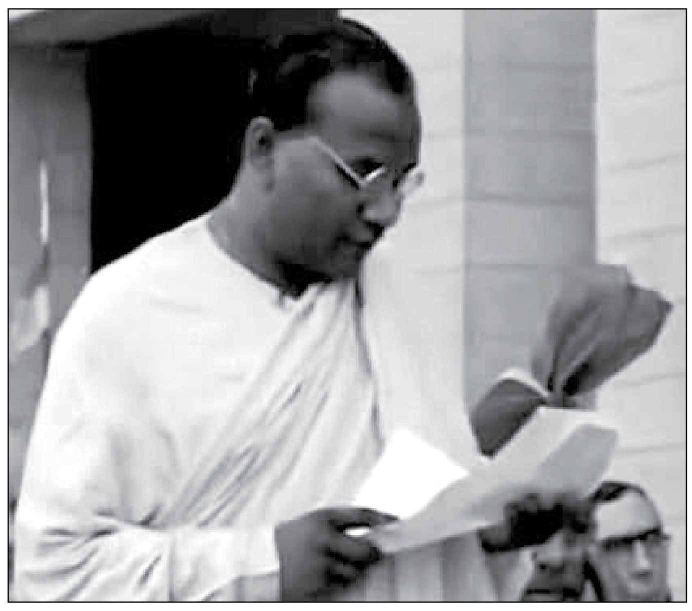

আজ

২০১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা চিন্ময় রায়।

১৯৯০

ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়ালের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রযুক্তি অনেক সময় মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটায়। আমার কেরিয়ারে সেটা দেখেছি। সমাজমাধ্যম আমার খেলায় প্রভাব ফেলেছে। সেই কারণে আমি বেরিয়ে এসেছি। আমি এমন সময় বড় হয়েছি, যখন পকেটে ফোন থাকত না। তাই এখনও সেটা দূরেই রাখি।

- বিরাট কোহলি

ভাইরাল/১

১০ টাকার জুসের প্যাকেটের বদলে লাখ টাকার মোবাইল! এমনই এক বিনিময়ের ভিডিও ভাইরাল। বৃন্দাবনে একটি বানর একজনের স্যামসাং এস-২৫ নিয়ে পালিয়ে যায়। কাকুতিমিনতিতে লাভ হয়নি। শেষে জুসের প্যাকেট দিতেই মোবাইল ফেলে দেয় বাঁদরটি।

ভাইরাল/২

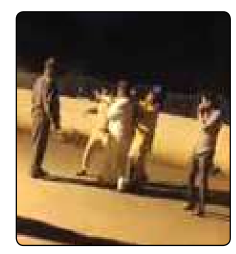

বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হোটেলে সঙ্গীদের নিয়ে নৈশভোজে গিয়েছিলেন বিজেপির এক নেতা। তখন সেখানে পরিদর্শনে ছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। তর্কাতর্কির পর শুরু হয় চড় মারার প্রতিযোগিতা। দুজনেই হাসপাতালে।

জনমন জনমত

ধ্রুপদি ভাষার এই বঞ্চনা মর্মান্তিক

১৩ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, ২০২৪ সালের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার বাংলা ভাষার কোনও লেখক পাননি। বিষয়টি জেনে অনেকের মতো আমিও হতবাক। ৫২ বছর পর এমনটা হল। এর আগে ১৯৬০, ১৯৬৮ ও ১৯৭৩ সালেও নাকি বাংলার কপালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার জোটেনি। এবারের সাহিত্য অ্যাকাডেমি না পাওয়ার কারণ নাকি টেকনিকাল, যদিও স্পষ্ট করে কর্তৃপক্ষ কিছু বলেনি। এছাড়া জুরির এক সদস্য শেষমুহূর্তে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। এখানেও রহস্য। পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা কেন সময়ে সময়ে অবহেলিত হয় ঘরে বাইরে?

গত বছর বাংলা ভাষা ধ্রুপদি সম্মান পেয়েছে। তারপরও এমনটা ভাবা যায় না। কোথায় যেন রহস্য রয়ে গিয়েছে। দেরিতে হলেও গত অক্টোবরে বাংলা ভাষা ধ্রুপদি সম্মান পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ উদ্যোগে।

বাংলা সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার বিষয়টি তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনছি, যাতে তাদের বিশেষ উদ্যোগে সবরকম বাধাবিপত্তি সরিয়ে বাংলা ২০২৪ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারলাভ করতে পারে।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

অ্যাকাডেমি দেওয়ার এখনও সময় আছে

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, সাহিত্য অ্যাকাডেমির জুরি বোর্ড থেকে কোনও কারণে একজন জুরি সদস্য সরে দাঁড়ানোর জন্য ২০২৪ সালে 'বাংলা' সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়া থেকে এখনও পর্যন্ত ব্রাত্য হয়ে রয়েছে। ঘটনাটা আপামর সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির কাছে খুবই দুঃখজনক ঘটনা। পৃথিবীর মিষ্টতম ধ্রুপদি বাংলা ভাষার কোনও এক সাহিত্যিক শুধুমাত্র সাহিত্য অ্যাকাডেমির কোনও একজন জুরি সদস্যের মতামতের অপেক্ষায় বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। আমার অনুরোধ, অবিলম্বে বাংলা ভাষার একজন জুরি সদস্য নিযুক্ত করা হোক এবং যোগ্য সাহিত্যিককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হোক।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পাহাড়ে হোমস্টে বিপ্লবে লাল সংকেত

দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের গ্রামগুলোতে হোমস্টে লিজ নিয়ে অনেকে হোটেল ব্যবসা চালাচ্ছেন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন।

প্রশান্ত মল্লিক

কুড়ি-বাইশ বছর আগে, যখন হোমস্টে পর্যটনের ধারণা সবেমাত্র শুরু হয়, তখন স্থানীয় পর্যটন বিকাশের জন্য প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের বোঝানো কঠিন ছিল। দেখতাম, বেশিরভাগই রাজি হতেন না। অল্প কিছু পরিবার রাজি হত। ধীরে ধীরে কয়েক বছরে হোমস্টে পর্যটন জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তবে, এখনকার মতো পাহাড়ের প্রায় প্রতিটি বাঁকে, গ্রামে এত হোমস্টে গড়ে ওঠেনি।

গত ১২-১৪ বছরে পরিচিত-অপরিচিত সব গ্রামেই দ্রুত হোমস্টের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শুরুতে, গ্রামের হোমস্টেগুলো সাধারণ মানের, পাহাড়ি ঐতিহ্যের নির্মাণ ছিল। কিন্তু পরে আধুনিক নির্মাণ শুরু হয়। যা অনেক নামীদামি হোটেল-রিসর্টকেও হার মানায়। শুরুতে, দুই-তিনটি ঘর নিয়ে হোমস্টে শুরু হলেও, পরে সেই সংখ্যা বেড়ে কোথাও কোথাও ১০-১২টিতে পৌঁছায়।

২০১৬-'১৭ সালে সরকারের নজরে এলে, কিছু নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি হোমস্টের ঘরের সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু গ্রামে গ্রামে বড় বড় হোটেলের মতো হোমস্টে নির্মাণের পেছনে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের কথা জানা যায়। ঘরের সংখ্যা ও মানের ওপর ভিত্তি করে, বার্ষিক লিজ চুক্তিতে হোমস্টের নামে হোটেল বা রিসর্টের ব্যবসা শুরু হয়ে যায়। এই ব্যবসা এতটাই জনপ্রিয় হয় যে, এজেন্টদের মাধ্যমে হোমস্টে খোঁজা শুরু হয়। লিজ নিতে আগ্রহী ব্যবসায়ীরা টাকার থলি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দরদাম করে চুক্তি সেরে হোমস্টের নামে হোটেল-রিসর্ট ব্যবসা শুরু করে।

লিজ চুক্তিতে হোমস্টে মালিকদের দাপটে পাহাড়ি গ্রামের পরিবেশ বদলাতে থাকে। কিছু হোমস্টে মালিক লিজ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। তাঁদের মতে, হোমস্টে কখনও লিজ দেওয়া যায় না। সরকার হোমস্টে নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ছাড় ও অনুদান দেয়। হোমস্টে মালিকরা পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাত্র আড়াই থেকে সাড়ে তিন লাখ বা চার লাখ টাকার বার্ষিক চুক্তিতে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে দেন। এককালীন টাকা পাওয়া এবং দায়িত্ব এড়ানোর লোভে তাঁরা লিজ দেওয়াকেই সুবিধাজনক মনে করেন। আর ব্যবসায়ীরা হোটেল-রিসর্টের কর ফাঁকি দিয়ে হোমস্টে লিজ নিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করেন। বর্তমানে, প্রায় ৭০ শতাংশ বা তার বেশি হোমস্টে লিজ অন্য মালিকদের হাতে চলে গিয়েছে।

গত ২০-২২ বছর ধরে যাঁরা স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে পর্যটন বিকাশের জন্য কাজ করছেন, তাঁরা হতাশ। গ্রামবাসীদের হোমস্টে খোলার জন্য উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ।

গত কয়েক বছরে, কিছু কিছু জায়গায় গ্রামবাসীরা হোমস্টে লিজ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেছেন। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় কিছু ক্ষেত্রে হোমস্টে লিজ দেওয়া বন্ধ হয়েছে। পাহাড়ে হোমস্টে বিপ্লবে সত্যিই এখন লাল সংকেত।

কালিম্পং জেলার কাফের গ্রামে সম্প্রতি জোরালো প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। কাফের গ্রামে হোমস্টে মালিক সংগঠনের সদস্য বুদ্ধ তামাংয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বললেন, এই সপ্তাহে জেলা শাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিবাদপত্র জমা দিয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ চাওয়া হবে। যত দ্রুত সম্ভব হোমস্টে লিজ প্রথা বন্ধ করার দাবি তাঁদের। লিজ চুক্তিতে ব্যবসা করা হোমস্টেগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে হোটেল-রিসর্টের লাইসেন্স নিতে বাধ্য করতে হবে। কালিম্পং জেলার সব গ্রামে হোমস্টে মালিকদের সংগঠিত করা হচ্ছে আন্দোলনের জন্য। সব মিলিয়ে হোমস্টে নিয়ে নতুন জট।

(লেখক কালিম্পংয়ের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মহাভারতে উল্লিখিত একটি বনের নাম ৪। গৌরব, মাহাত্ম্য, অহংকার ৫। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ৭। কপিল রংয়ের গাই, কামধেনু ৮। সম্মতিপত্র ৯। গণনায়ক গণেশ , বুদ্ধদেব, গরুড় ১১। নৃত্যশিল্পী ১৩। ভাগ্যবান, পয়মন্ত ১৪। ভাগী, অংশীদার ১৫। ছোট চিঠি।

উপর-নীচ : ১। ঋণী, জলাশয় ২। দশ মহাবিদ্যার এক রূপবিশেষ ৩। বিচার না করে অন্যের মত সমর্থন করে যে ৬। প্রতিমূর্তি, মাটির তৈরি দেবদেবীর মূর্তি ৯। গাছের ডালা, পল্লব ১০। প্রচুর, অসংখ্য ১১। কৃত্রিম, জাল ১২। মোরগ ফুলের বা পাতার আকৃতির নকশা

সমাধান ■ ৪০৮৯

পাশাপাশি : ১। ঠাকুর ৩। আম ৫। কম্বু ৬। বাইতি ৮। ঝিয়ারি ১০। চটক ১২। বিনাশ ১৪। কচ ১৫। চণ্ডী ১৬। মঞ্জীর।

উপর-নীচ : ১। ঠাকুরঝি ২। রকমারি ৪। মরাই ৭। তিরি ৯। দাবি ১০। চমচম ১১। কথান্তর ১৩। নাকচ

বিন্দুবিসর্গ

পডকাস্টে উল্লেখ পাকিস্তান-চিন প্রসঙ্গেরও

গোধরার বীভৎসতা স্মরণ নমোর

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : দু-দশক আগের গোধরা কাণ্ড এবং তারপর গুজরাটে ভ্রাতৃঘাতী হিংসার ঘটনা যে এখনও তাঁর কাছে একটি দুঃস্বপ্নের রাত সেই কথা ফের জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মতে, গোধরায় যেভাবে ট্রেনের কামরায় আগুন লাগিয়ে করসেবকদের জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল তার বীভৎসতা অকল্পনীয়। রবিবার বিখ্যাত পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যানের সঙ্গে পডকাস্ট আড্ডায় বসেছিলেন মোদি। তাতে বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। তাঁর আমলে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ও চিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা যেমন তাতে উঠে এসেছে, তেমনই শোনা গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, এলন মাস্কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গও।

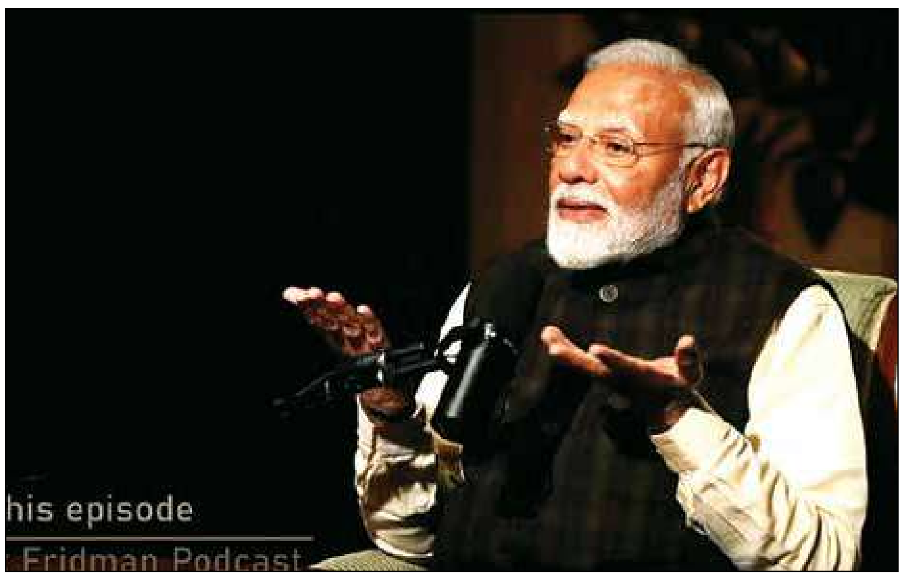

বিখ্যাত পডকাস্টার লেক্সফিডম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্র মোদি।

গোধরা প্রসঙ্গে মোদি বলেন, '২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি আমরা বাজেট অধিবেশনের জন্য বিধানসভায় বসেছিলাম। মাত্র তিনদিন আগে আমি জনপ্রতিনিধি হয়েছিলাম। হঠাৎ ভয়াবহ গোধরার খবর এল। সেটা এমনই একটি ট্র্যাজেডি ছিল যা কল্পনা করা যায় না। মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সবার কাছেই বিষয়টি ট্র্যাজিক ছিল। সবাই শান্তি চাইছিল।' মোদি বলেন, 'লোকে বলে গুজরাট হিংসা নাকি সবথেকে বড় হিংসা ছিল। এটা ভুল তথ্য। ২০০২ সালের আগের তথ্য ঘাঁটলে দেখা যাবে, গুজরাটে নিয়মিত হিংসা হত। কোথাও না কোথাও কার্ফিউ জারি করা হত। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতার মতো সামান্য বিষয়েও হিংসার ঘটনা ছড়াত। ২০০২ সালের আগে গুজরাটে ২৫০টিরও বেশি হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৯ সালের হিংসা প্রায় ৬ মাস চলেছিল। কাজেই আমি ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই হিংসার ঘটনা ঘটেছে।' বিরোধীদের নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিচারবিভাগ যে তাঁকে পুরোপুরি নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেছে সেই কথাও উঠে এসেছে মোদির পডকাস্টে।

২০০২ সালের পর থেকে যে গুজরাটে আর হিংসা ঘটেনি তা জানিয়ে মোদি বলেন, 'গুজরাট এখন শান্তিতে রয়েছে। আমরা তোষণের রাজনীতিকে আকাঙ্ক্ষার রাজনীতিতে পরিণত করেছি।' পাকিস্তানকে এদিনও সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘর এবং বিশ্বাসঘাতক বলে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'যে আদর্শের কারণে রক্তগঙ্গা হয় এবং সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি হয় আমরাই তার একমাত্র শিকার নই। বিশ্বে যেখানে যখন জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে কোনও না কোনওভাবে তার শিকড় পাওয়া যায় পাকিস্তানে। ৯/১১-র কথাই ধরুন। যে মূল মাথা সেই ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের আশ্রয়ে ছিল। গোটা বিশ্ব এখন মেনে নিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা পাকিস্তানের গভীরে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের কাছেই পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘর সেটা সবাই মেনে নিয়েছে।'

শান্তির খোঁজে যে তিনি প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথের সময় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন কিংবা লাহোরে নওয়াজ শরিফের বাড়িতে বিবাহের অনুষ্ঠানে আচমকা হাজির হয়েছিলেন সেই কথাও জানিয়েছেন মোদি। সীমান্ত সংঘাতের আবহে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২০ সালের গালওয়ান কাণ্ডের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। তবে চিনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক সাক্ষাতের পর সীমান্ত আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। ২০২০-র আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা কাজ করছি।' পডকাস্টে এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন মোদি।

মহাকাশে নতুন সঙ্গী পেয়ে উৎসব সুনীতাদের

নিউ ইয়র্ক, ১৬ মার্চ : আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে মাসের পর মাস কাটানোর পর এবার ঘরে ফেরার পালা সুনীতা উইলিয়াম এবং বুচ উইলমোরের। বহু টানাপোড়েন ও বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে অবশেষে সুনীতাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে স্পেসএক্সের মহাকাশযান। সেই যানে চড়ে মহাকাশকেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছেন ক্রু ১০-এর ৪ নভশ্চর। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান সুনীতা, বুচ এবং ক্রু ৯-এর নভশ্চররা। সেই ভিডিও পোস্ট করেছে নাসা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ক্রু ১০-এ নভশ্চরদের দেখে দৃশ্যতই খুশি সুনীতারা। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছেন তাঁরা। হাততালি দিচ্ছেন। উৎসবের পরিবেশ মহাকাশকেন্দ্রে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকায় মিলন উৎসব চলছে শূন্যে ভাসতে ভাসতে।

নাসার তথ্য অনুযায়ী, রবিবার ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে পৌঁছে যায় এলন মাস্কের মহাকাশযান। ১১টা ৫-এ যান থেকে বেরিয়ে আসেন ক্রু ১০-এর মহাকাশচারী অ্যানি ম্যাকক্লেইন, নিকোল আয়ারস, তাকুয়া ওনিশি এবং কিরিলি পেসকভ। ভাসতে ভাসতে তাঁরা মহাকাশকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। তাঁদের জন্য কেন্দ্রের দরজা খুলে দেন সুনীতা ও তাঁর সঙ্গীরা। নাসার মহাকাশচারী অ্যানি ম্যাকক্লেইন বলেন, 'আমরা যখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্রথমবারের মতো মহাকাশকেন্দ্রটি দেখতে পেলাম তখন যে অপরিসীম আনন্দ হয়েছিল, তা বলে বোঝাতে পারব না।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা জানিয়েছেন, নতুন সঙ্গীদের পেয়ে তিনি ভীষণ খুশি। এটি তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন।

গতবছর জুনে মাত্র ৮ দিনের জন্য আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে গিয়েছিলেন সুনীতা ও বুচ। কিন্তু যে যানে চড়ে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন সেই বোয়িং স্টারলাইনারে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। তার জেরে মহাকাশকেন্দ্রেই আটকে পড়েন সুনীতারা। ৯ মাস বাদে স্পেসএক্সের মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীতে ফিরবেন তাঁরা। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সম্ভবত আগামী বুধবার সুনীতা, বুচ এবং ক্রু ৯-এর মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

ঢোল বাজালেন শা। কোকরাঝাড়ে।

বোড়ো চুক্তি নিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ শা'র

কোকরাঝাড়, ১৬ মার্চ : কংগ্রেসকে বোড়ো চুক্তি নিয়ে খোঁচা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রবিবার অল বোড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (এবিএসইউ) ৫৭তম বার্ষিক সমাবেশে তিনি বলেন, 'বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যখন বোড়ো চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তখন তা নিয়ে ঠাট্টা করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু এই চুক্তি গোটা অঞ্চলে শান্তি এবং উন্নয়ন এনেছে।' বোড়োল্যান্ডের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। চুক্তির ৮২ শতাংশ শর্ত পূরণ করা হয়েছে। বাকিটাও আগামী ২ বছরে হয়ে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য বোড়ো তরুণদের প্রস্তুতি নেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

এপিক নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা সংসদে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : মঙ্গলবার আধারের সঙ্গে এপিক নম্বর সংযুক্তি করা নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। তার আগে সোমবার থেকে সংসদে জাল ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগ নিয়ে সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। জোড়াফুল শিবিরের পাশাপাশি আরও ৯-১০টি বিরোধী দল এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি করেছে। সোমবার নোটিশ দেওয়া হলেও প্রয়োজনে মঙ্গলবারও আলোচনার জন্য প্রস্তুত বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি গত সপ্তাহেই ভুয়ো ভোটার এবং ভোটার তালিকায় গরমিল প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি তুলেছিলেন। যদিও তিনি এও জানিয়েছিলেন, তাঁর ধারণা, সরকার শেষমেশ আলোচনার পথে এগোবে না। কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও আশ্বাস দেয়নি। তবে কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিরোধীদের দাবিকে যৌক্তিক বলে মনে করছেন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ইতিমধ্যেই বিরোধী নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করেছেন। তবে বিরোধীরা এতে সন্তুষ্ট নয়। তাঁদের দাবি, বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ তাই সংসদে সরাসরি বিতর্ক হওয়া জরুরি।

তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আলোচনা শুরু হোক। আমরা নমনীয় অবস্থানে আছি, সরকারকেও নমনীয় হতে হবে। সোমবার না হোক, অন্তত মঙ্গলবার সংসদে আলোচনা করা হোক।' লোকসভায় আগামী সপ্তাহে জলশক্তি, রেল ও কৃষিমন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হবে। স্পিকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, বিদেশ অথবা সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রকের মধ্যে কোনও দুটি মন্ত্রকের বাজেট নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার রাজ্যসভায় রেল নিয়ে আলোচনায় জবাব দেবেন অশ্বিনী বৈষ্ণো।

মৃত ৩

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ : একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে চলছিল হোলি উদযাপন। এরই মধ্যে এক মহিলাকে কটূক্তির জেরে হাতাহাতি শুরু হয় ছয় মদ্যপ শ্রমিকের মধ্যে। লোহার রড ও লাঠি নিয়ে মারামারি হয়। মৃত্যু হয় তিনজনের। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার বেঙ্গালুরুতে। পুলিশ জানিয়েছে, সকলেই বিহারের একই গ্রামের বাসিন্দা।

২০ শিক্ষার্থীর মৃত্যুদণ্ড বহাল বাংলাদেশে

ঢাকা, ১৬ মার্চ : ২০১৯-এর গণপিটুনির ঘটনায় ২০ জন শিক্ষার্থীর ফাঁসির সাজা বহাল রাখল বাংলাদেশ হাইকোর্ট। পাঁচ পড়ুয়ার যাবজ্জীবন হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁরা শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগের ছাত্রশাখা নিষিদ্ধ বাংলাদেশ ছাত্রলিগ (বিসিএল)-এর সদস্য। যে ছাত্রকে পিটিয়ে খুনের মামলায় তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে, সেই পড়ুয়া অবরার ফাহাদ বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

ছাত্র শিবিরের কর্মী সন্দেহে তাঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। ছাত্র শিবির হল বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির ছাত্র শাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমিটরিতে ছ'ঘণ্টা ধরে তার ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল।

ঢাকার নিম্ন আদালত ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর ২০ জন ছাত্রের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে। তখন ক্ষমতায় আওয়ামি লিগ তথা হাসিনার সরকার। প্রায় চার বছর পর হাইকোর্ট প্রাণদণ্ড বহাল রাখল। রায় বহাল রাখার কথা রবিবার ঘোষণা করেছেন বিচারপতি আসাদুজ্জামান ও সৈয়স এনায়েত হোসেনের বেঞ্চ।

মার্কিন হামলায় হত ৩১ ইয়েমেনি

সানা ও ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ : লোহিত সাগরে মার্কিন জাহাজের উপস্থিতি বরাবর চক্ষুশূল ইরানের মদতপুষ্ট ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের। অতি সম্প্রতি হুথিদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে মার্কিন জাহাজ। তারই পালটা আঘাত দিল ট্রাম্প সরকার। শনিবার হুথিদের ওপর ব্যাপক সামরিক হামলা চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন গোলাবর্ষণে অন্তত৷পক্ষে ৩১ জন ইয়েমেনির মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১০০ জনেরও বেশি।

ইয়েমেনে আমেরিকার সামরিক আঘাত শুরু হতেই আসরে নেমে পড়েছে রাশিয়া। হুথিদের ওপর মার্কিন হামলা থামাতে তড়িঘড়ি আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো অ্যান্টনি রুবিওকে ফোন করেছেন রুশ বিদেশসচিব সেরগেই লাভরভ। রবিবার লাভরভ আমেরিকাকে ফোনে ইয়েমেনিদের ওপর হামলা থামাতে অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রস্তাবসমন্বিত বার্তাটিও দিয়েছেন। পুতিনের প্রস্তাব, ইয়েমেন ও পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা চান। লাভরভ জানিয়েছেন, পুতিন রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্চিম এশিয়ার সমস্যার সমাধান খুঁজছেন। এই বিষয়ে ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুথিদের সতর্ক করে

জানিয়েছেন, তারা নাশকতামূলক কাজকর্ম বন্ধ না করলে তাদের আরও কঠিন পরিণতির মুখে পড়তে হবে। তাঁর সাফ কথা, 'সেক্ষেত্রে তাদের নরকে পৌঁছোতে হবে।' শুধু হুথিদেরই নয়, তাদের পিছনে যে রাষ্ট্রের নিয়ত সমর্থন রয়েছে সেই ইরানকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। তেহরান সরকার হুথিদের প্রতি সমর্থন অবিলম্বে বন্ধ না করলে ও আমেরিকাকে হুমকি দিলে তার পরিণতি কিন্তু ভয়াবহ হবে।

ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথিদের নিকেশ করতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা। এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হুথিদের প্রতি মার্কিন অভিযান কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে। ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর পশ্চিম এশিয়ায় জঙ্গিদমনে উঠে পড়ে লেগেছেন ট্রাম্প। তাঁর নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে তিনি হুথিদের উদ্দেশে লিখেছেন, 'তোমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আজই ধ্বংসাত্মক কাজকারবার বন্ধ কর। নচেৎ তোমাদের কপালে যে কী জুটবে, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারছ না।'

শনিবারের হামলাকে যুদ্ধাপরাধ বলে বর্ণনা করেছে হুথিদের রাজনৈতিক ব্যুরো। তারা জানিয়েছে, 'যুদ্ধাপরাধের জবাব দিতে প্রস্তুত আমাদের ইয়েমেনি সশস্ত্রবাহিনী।' পুতিন কি পারবেন ট্রাম্পকে থামাতে? বিশ্বজুড়ে এখন এটাই প্রশ্ন।

স্বর্ণমন্দিরে কেজরি, মান

অমৃতসর, ১৬ মার্চ : দিল্লি খুইয়ে এখন সর্বশক্তি দিয়ে আপের একমাত্র ঘাঁটি পঞ্জাব রক্ষায় মরিয়া দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। হোসিয়ারপুরে ১০ দিনের বিপাসনা শেষে রবিবার স্বর্ণমন্দিরে গিয়েছিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গী তাঁর স্ত্রী সুনীতা এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। পঞ্জাবে আপ সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেজরির এই স্বর্ণমন্দির দর্শন। পরে সাংবাদিকদের আপ সুপ্রিমো বলেন, '২০২২ সালের ১৬ মার্চ মান সাহেব পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। আজ আমরা গুরু মহারাজের আশীর্বাদ নিতে এসেছিলাম। এই তিন বছরে ওঁরাই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। মানুষের সেবায় আমাদের শক্তি জুগিয়েছেন। পঞ্জাবের সবথেকে বড় সমস্যা হল মাদক এবং দুর্নীতি। রাজ্যের মানুষ এই দুটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।'

মান দাবি করেন, তাঁদের আপ সরকার তিন বছরে যা কাজ করেছে তা গত ৭০ বছরেও হয়নি।

স্বর্ণমন্দিরে মাথা ছোঁয়ালেন সস্ত্রীক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার।

বিতর্ক উত্তরাখণ্ডে

দেরাদুন, ১৬ মার্চ : কেদারনাথ মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন কিছু অহিন্দু! এই অভিযোগ তুলে মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশে কড়াকড়ির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক আশা নৌটিয়াল। তাঁর দাবিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে উত্তরাখণ্ডে। নৌটিয়াল অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। তিনি বলেন, 'এক শ্রেণির অহিন্দু কেদারনাথ মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। যদি কেদারনাথ ধামের ভাবমূর্তিতে আঘাতের আশঙ্কা থাকে, তাহলে ওঁদের প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ আনা উচিত। বাইরে থেকে আসা অহিন্দুরা অবশ্যই ধামকে অপবিত্র করার ঘটনার সঙ্গে জড়িত।' কেদারনাথ অঞ্চলে মাছ, মাংস ও মদ বিক্রি করা হচ্ছে কি না এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বিজেপি নেত্রী বলেন, 'তদন্ত হলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।' নৌটিয়ালের অভিযোগের পর কেদারনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সৌরভ বহুগুণা। এদিকে বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যে কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস।

ট্রুডোর পর কার্নের মন্ত্রীসভায় দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত

অটোয়া, ১৬ মার্চ : কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মন্ত্রীসভাতেও ছিলেন দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনীতা আনন্দ ও কমল খেরা। নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নের মন্ত্রীসভাতেও তাঁরা যুক্ত হয়েছেন।

৩৬ বছরের কমল খেরা কানাডায় সবচেয়ে কমবয়সি মন্ত্রী। তিনি এবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আগে অভ্যন্তরীণ উন্নয়নমন্ত্রক, স্বাস্থ্যমন্ত্রক ও রাজস্বমন্ত্রকের সংসদীয় সচিব ছিলেন। এটা প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের। এবার স্বাধীনভাবে সামলাবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রক। কমলের জন্ম দিল্লিতে। ২০১৫ সালে ব্রাম্পটন থেকে প্রথম এমপি হন। রাজনীতিতে আসার আগে টরন্টোর সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে ক্যানসার বিভাগে নার্সের কাজ করতেন কমল। কোভিডের সময়ও ওই কাজে লিপ্ত ছিলেন। ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক কমল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ওয়েবসাইটে তাঁকে রেজিস্টার্ড নার্স হিসেবে উল্লেখ করার পাশাপাশি বলা হয়েছে, তিনি একজন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক, রাজনৈতিক কর্মী। মানুষের জীবন উন্নত করার লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে আগ্রহী। কমল লিখেছেন, 'নার্স হিসেবে আমার অগ্রাধিকার ছিল রোগীদের সহায়তা দেওয়া। এখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রতিদিন একই মানসিকতা নিয়ে আসব।'

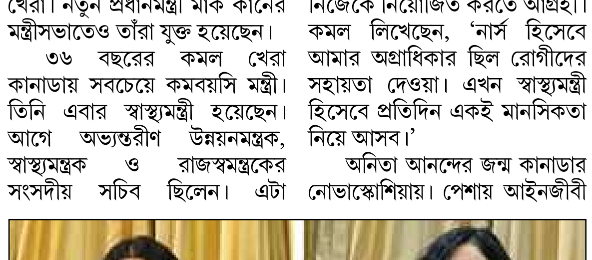
কমল খেরা ও অনীতা আনন্দ।

অনিতা আনন্দের জন্ম কানাডার নোভাস্কোশিয়ায়। পেশায় আইনজীবী ছিলেন অনীতা। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক হয়েছেন। প্রথম এমপি হন ২০১৯-এ। প্রতিরক্ষামন্ত্রকও সামলেছেন। তিনি মার্কের মন্ত্রীসভায় বিজ্ঞান ও আর্থিক উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্বে। অনীতা লিখেছেন, 'আমি সম্মানিত। নেতিবাচকতা দিয়ে কিছু হয় না। নেতিবাচকতা বাণিজ্যযুদ্ধে জয়ী হবে না। আমরা ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। অবিলম্বে আগামীকালের কানাডার অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজ শুরু করব।'

নাইট ক্লাবে আগুন, নিহত ৫১

স্কোপজে, ১৬ মার্চ : উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার একটি নাইট ক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী স্কোপজে থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে কোচানি শহরে। পালস নামে ওই নাইট ক্লাবে জনপ্রিয় হিপহপ জুটি এডিএনএ-র লাইভ কনসার্ট চলছিল। দেড়হাজার তরুণ-তরুণী সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন। আচমকা ক্লাবের একাংশে আগুন লাগে। আতঙ্ক ছড়ায় দর্শকদের মধ্যে। শুরু হয় হুড়োহুড়ি। একসঙ্গে বহু মানুষ নাইট ক্লাবের সংকীর্ণ গেট দিয়ে বাইরে বার হওয়ার চেষ্টা করেন। এদিকে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা ক্লাব। আগুনে পুড়ে মারা যান অনেকে। বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে দমবন্ধ হয়ে।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে কনসার্টের ভিডিও ফুটেজ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কনসার্ট চলাকালীন স্টেজে যে আতশবাজি ব্যবহার করা হচ্ছিল, তার স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে আগুন লেগেছে। স্থানীয় পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আতশবাজিতে কী ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী রিস্টিয়ান মিকোস্কি। তিনি বলেন, 'আজ খুব দুঃখের দিন। আমাদের দেশ একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এত মানুষের মৃত্যুর ঘটনা দুঃখজনক।'

টর্নেডোর বলি ২৭

ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ : ২৬টি ভয়াবহ টর্নেডোয় লন্ডভন্ড মধ্য আমেরিকা। শনিবার ঝড়ের দাপটে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কানসাস, টেক্সাস, মিসৌরি। উড়ে গিয়েছে কয়েকশো বাড়ির চাল। উলটে গিয়েছে বহু গাড়ি, ট্রাকও। উপড়ে

বিধ্বস্ত মধ্য আমেরিকা

গিয়েছে গাছ। ধুলোয় আকাশ ঢেকে গিয়ে দৃশ্যমানতা কম থাকায় অন্তত ৫০টি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত ৮। মিসৌরির জাতীয় সড়কে ঝড়ের বলি ১২। সেখানে সমুদ্রতটে উলটে গিয়েছে একাধিক নৌকা। টেক্সাসে ঝড়ের সময় গাড়ি চালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। আরকানসতে মৃত ৩ ও আহত ২৯। সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয়দের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল প্রায় ২ লক্ষ বাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মিসিসিপি, টেনিসি সহ উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে সপ্তাহান্তে আরও কিছু টর্নেডোর পূর্বাভাস রয়েছে। প্রতি বছরই মে থেকে জুনের মধ্য আমেরিকার একাধিক রাজ্যে আছড়ে পড়ে টর্নেডো। গত বছর আমেরিকায় টর্নেডোর বলি হয়েছিলেন ৫৪ জন।

হত হাফিজ-শাগরেদ

ইসলামাবাদ, ১৬ মার্চ : ২৬/১১-র মুম্বই সন্ত্রাসের মূল চক্রী হাফিজ সঈদের শাগরেদ লস্কর সন্ত্রাসী আবু কাতাল গুলিতে নিহত হয়েছে। শনিবার পাকিস্তানের ঝিলম অঞ্চলের জিনত হোটেল ও দিনা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবুর কনভয় যাওয়ার সময় দুষ্কৃতিরা গুলি চালায়। আবুর সঙ্গে নিহত হয়েছে তার এক দেহরক্ষীও। জখম আরও এক দেহরক্ষী। শুধু লস্কর জঙ্গিরাই নয়, আবুর নিরাপত্তায় সাদা পোশাকে পাক সামরিক কর্মীরাও থাকতেন। আততায়ীরা ১৫ থেকে ২০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। লস্কর-ই-তৈবার সমস্ত জঙ্গি-তৎপরতার দায়িত্ব পড়ত আবু কাতালের কাঁধে। হাফিজের বিশ্বস্ত অনুচর ছিল আবু। তার নাম ২০২৩-এ রাজৌরির সন্ত্রাসী হানায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এনআইএ-এর চার্জশিটে আবু কাতালের নাম রয়েছে। হাফিজ সঈদই তাকে লস্করের প্রধান অপারেশনাল কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেন।

মন্দিরে ডিওয়াইএফআইয়ের গান, পতাকা

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ মার্চ : একটা সময় ছিল যখন সিপিএমের নেতা-ক্যাডাররা সদর্পে বলে বেড়াতেন, ধর্ম হল আফিম। তাই যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে ভালোবাসতেন তাঁরা। কিন্তু মোদি জমানায় সেই ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে কেরলের প্রধান শাসকদল সিপিএম ও তাদের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। এখন মন্দিরের অনুষ্ঠানে বিশাল সংখ্যক দর্শকের সামনে রীতিমতো মঞ্চের এলইডি স্ক্রিনজুড়ে সিপিএম এবং ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা প্রদর্শন চলছে রমরমিয়ে। ভগবানের

নামগান শিকেয় তুলে সিপিএমের গৌরবগাথা সুরে-ছন্দে ফুটিয়ে তুললেন একদল শিল্পী।

এমনই বেনজির ঘটনা ঘটেছে কোল্লামের কাডাক্কাল মন্দিরের অনুষ্ঠানে। শুধু গানের অনুষ্ঠানেই নয়, মন্দির চত্বরেও উড়ছিল ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা। ফাঁপরে পড়ে ট্রাভাঙ্কোর দেবস্বম বোর্ডের সভাপতি পিএস প্রশান্ত এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিধানসভা ভোটের একবছর আগে লালঝান্ডাধারীর

কেরলে বিতর্কে সিপিএম

এমন ভোলবদলের নজির হাতের সামনে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী ইউডিএফ। বিজেপির জন্য রাজ্যে জায়গা তৈরির উদ্দেশ্যেই এমন কাজ করা হয়েছে বলে তোপ দেগেছে বিরোধী দল কংগ্রেস।

কেরলের বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন বলেন, যিনি গান গাইছিলেন তাঁর কি ওই গানের জন্য আর কোনও জায়গা ছিল না। পুণ্যার্থীদের কেনই বা জিজ্ঞাসা করা হল তাঁরা সিপিএমের প্রয়াত নেতা পুষ্পনকে চেনেন কি না? সিপিএম হল নির্লজ্জদের দল। ওখানে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করে বিজেপির জন্য জায়গা করে দেওয়াই কি ওঁদের লক্ষ্য। ক্ষমতার ঔদ্ধত্য এখন ওঁদের মাথায় উঠে গিয়েছে। পিএস প্রশান্ত বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা বা প্রতীক মন্দিরের ভিতর নিষিদ্ধ। আদালত ওই নির্দেশ দিয়েছে। তাদের আওতায় থাকা সমস্ত মন্দিরে এই সার্কুলার পাঠানো আছে। মন্দির কমিটি ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তদন্তের পর দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে পেরুম্বাভুরে একটি মন্দিরের ভিতর আরএসএসের প্রশিক্ষণ চলছিল। তখনও কড়া অবস্থান নিয়েছিল দেবস্বম বোর্ড।

সুস্থ থাকুন

দৃষ্টি হারানোর কারণ আগে জানুন

অন্ধত্ব একটি অভিশাপ, আর এই অন্ধত্বের অন্যতম কারণ গ্লকোমা। গ্লকোমাজনিত অন্ধত্বের কোনও প্রতিকার নেই, প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। এই রোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক ও সচেতন করতে প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহকে বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ হিসেবে পালন করা হয়। গ্লকোমার কারণ, প্রতিরোধ এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শিলিগুড়ির দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউটের গ্লকোমা বিশেষজ্ঞ **ডাঃ স্বরূপকুমার রায়**

গ্লকোমা কী

গ্লকোমা চোখের একটি জটিল রোগ যাতে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ (ইন্ট্রা অকুলার প্রেশার/ আইওপি) বৃদ্ধির কারণে চোখের স্নায়ুর ধীরে ধীরে ক্ষতি হয় এবং চোখের দৃষ্টি কমে যায়। এমনকি এতে একসময় অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সময়মতো ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করলে এই অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কারণ

এই রোগে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও এখনও অবধি চোখের উচ্চ চাপই এই রোগের প্রধান কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে স্বাভাবিক চাপেও এই রোগ হতে পারে। চোখের উচ্চ চাপ ধীরে ধীরে চোখের স্নায়ুর ক্ষতি করে এবং দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। তবে অন্যান্য কারণেও এই রোগ হতে পারে। যেমন –

- যাঁদের গ্লকোমার পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে
- যাঁদের ডায়াবিটিস, থাইরয়েড বা হাইপারটেনশন রয়েছে
- যাঁদের বয়স ৪০ বছরের বেশি
- অতীতে চোখে কোনও আঘাত থাকলে
- যাঁরা অনেকদিন ধরে স্টেরয়েড ব্যবহার করছেন
- যাঁদের দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয় (চশমার মাইনাস পাওয়ার বেশি)

কী ধরনের অসুবিধা হতে পারে

- ক্রমশ আশপাশের দৃষ্টিশক্তি (পেরিফেরাল ভিশন) কমে যাওয়া
- আবছা দেখা
- চোখের বা মাথার যন্ত্রণা
- আলোর চারপাশে রঙিন আভা বলয়
- চশমার পাওয়ারের বারবার পরিবর্তন

গ্লকোমার ধরন

দীর্ঘস্থায়ী ওপেন এঙ্গেল গ্লকোমা

সাধারণত এই ধরনের গ্লকোমায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে চোখের ভিতরকার তরল (অ্যাকুয়াস হিউমার)-এর নিষ্কাশন ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে যায় ও অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়তে থাকে। এই ধরনের গ্লকোমায় রোগীর চোখে সাধারণত ব্যথা অনুভূত হয় না এবং খুব ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে।

ক্লোজড এঙ্গেল গ্লকোমা

এই ধরনের পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে চোখের তরল নিষ্কাশন পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে যায় (ক্লোজ অ্যাঙ্গল)। চোখে তীব্র প্রদাহ, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, বমি ভাব এবং চোখের দৃষ্টিশক্তির স্থায়ী অবনতি হয়। এটি একটি আপৎকালীন পরিস্থিতি এবং এর দ্রুত চিকিৎসা অনিবার্য।

জন্মগত গ্লকোমা

এক্ষেত্রে জন্মের পর চোখের নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিকাশ হয় না। এটি খুবই বিরল রোগ। প্রতি ১০,০০০ নবজাত শিশুর মধ্যে একটি শিশুর এই রোগ হতে পারে। বংশগত কারণেই প্রধানত এই রোগ হয়ে থাকে। অপারেশনের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

সেকেন্ডারি গ্লকোমা

অনেক সময় অন্যান্য রোগ বা বিভিন্ন কারণে গ্লকোমা হতে পারে, যেমন-

- ডায়াবিটিস, হাইপারটেনশন ও মাইগ্রেন
- থাইরয়েডজনিত রোগ
- নিদ্রাহীনতা
- অতীতে চোখের কোনও আঘাত বা চোখের কোনও অপারেশন
- দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ওষুধ বা মলম বা চোখের ড্রপের ব্যবহার

নির্ণয়ের উপায়

চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা চোখের সম্পূর্ণ পরীক্ষা এবং চোখের অভ্যন্তরীণ চাপের পরিমাপ করে গ্লকোমা নির্ণয় করা সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় গ্লকোমার কোনও উপসর্গ বোঝা যায় না। সুতরাং, চোখ বাঁচাতে চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বছরে একবার চোখ পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। গ্লকোমা নির্ণয়ের পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে -

- টোনোমেট্রি বা চোখের চাপ নির্ণয়
- গোনিয়োস্কোপি
- ওসিটি/ আরএনএফএল বা চোখের অপটিক নার্ভের পরীক্ষা
- প্যাকিমেট্রি
- পেরিমেট্রি বা ভিজুয়াল ফিল্ড পরীক্ষা

চিকিৎসা পদ্ধতি

গ্লকোমার চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে এর ধরন এবং চোখের অভ্যন্তরীণ চাপের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বেশিরভাগ রোগীদের ক্ষেত্রেই মেডিকেশনের মাধ্যমে চোখের প্রেশার কমানো হয়ে থাকে। তবে অগ্রিম পর্যায় গ্লকোমার ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার বা লেসার ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে।

বর্তমানে গ্লকোমার জন্য কিছু অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর সাফল্যের হারও ভালো। এইসব পদ্ধতি গ্লকোমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সিলেক্টিভ লেসার ট্র্যাবিকিউলোপ্লাস্টি (এসএলটি লেসার) : এসএলটি লেসার সাধারণ চোখের অভ্যন্তরীণ তরল নিষ্কাশন পদ্ধতিকে উন্নত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেসব গ্লকোমা রোগীর নিয়মিত ওষুধ ব্যবহারের পরেও চোখের প্রেশার নিয়ন্ত্রণে আসে না তাঁদের ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত পদ্ধতি।

ট্র্যাবিকিউলেক্টোমি সার্জারি : একটি ঐতিহ্যবাহী গ্লকোমা সার্জারি যা চোখের চাপ কমানোর জন্য চোখের অভ্যন্তরে একটি নতুন নিষ্কাশন পথ তৈরি করে। এটি সাধারণত অ্যাডভান্সড গ্লকোমার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আহমেদ গ্লকোমা ভালভ সার্জারি : এই পদ্ধতিতে চোখের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র ভালভ স্থাপন করা হয় যা চোখ থেকে তরল নিষ্কাশন করে চোখের প্রেশার কমাতে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

অ্যাডভান্সড মাইক্রো-ইনসিশন গ্লকোমা সার্জারি (i-stent) : i-stent একটি অত্যাধুনিক মাইক্রোইনভেসিভ গ্লকোমা সার্জারি পদ্ধতি, যা গ্লকোমা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। এই নতুন ধরনের গ্লকোমা সার্জারির একাধিক সুবিধা রয়েছে।

যেমন, এটি একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মাধ্যমেই চোখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো যেতে পারে। এতে চোখে আঘাত লাগার সম্ভাবনাও খুব কম। এই যন্ত্রটি নিয়মিত ছানি অপারেশনের সময়ই চোখের অভ্যন্তরে স্থাপন করা যেতে পারে। অতিরিক্ত কাটার প্রয়োজন হয় না। সার্জিকাল গ্রেড টাইটেনিয়ামের ব্যবহার এবং এটি প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড সার্জিরিটিকে চোখের জন্য নিরাপদ করে তোলে। এই i-stent সার্জারির মাধ্যমে গ্লকোমা রোগীর বর্তমানে ব্যবহৃত আইড্রপের সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

মনে রাখবেন গ্লকোমা অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ যার কোনও প্রতিকার নেই। প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। তাই চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের পর অবশ্যই চোখ পরীক্ষা করান এবং নিশ্চিত হন আপনার বা আপনার পরিবারের কারও গ্লকোমা আছে কি না। গ্লকোমা প্রতিরোধ করুন এবং বেদনাদায়ক অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে বাঁচুন।

ওজন কমাবে আয়ুর্বেদিক পানীয়

আয়ুর্বেদিক পানীয় বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক বা ভেষজ উপাদান দিয়ে তৈরি, যা হজম থেকে বিপাকক্রিয়ার উন্নতিতে, ডিটক্সিফিকেশনে এবং সামগ্রিকভাবে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত এই ধরনের পানীয় খেলে পেটের চর্বি অনেকটাই কমতে পারে। এমন দশটি আয়ুর্বেদিক পানীয়ের মধ্যে রয়েছে –

জিরাজল : জিরার মধ্যে শক্তিশালী বিপাক-বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সঞ্চিত চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। সারারাত জলে জিরা ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে সেই জল খান। এতে হজমশক্তির যেমন উন্নতি হবে, তেমনই পেট ফাঁপা কমিয়ে দ্রুত চর্বি ঝরাতে সাহায্য করবে।

জোয়ানজল : এটি চর্বি ঝরানোর পাশাপাশি হজমেও সাহায্য করে। খালি পেটে জোয়ানের জল খেলে বিপাকক্রিয়ার হার বাড়ে, হজমের উন্নতি হয় এবং অতিরিক্ত জলধারণ প্রতিরোধ করে। এছাড়া পেট ফাঁপা কমাতেও সাহায্য করে। ফলে সময়ের সঙ্গে পেটটাকে অনেকটা চ্যাপ্টা মনে হয়।

হলুদ দুধ : হলুদে রয়েছে কারকিউমিন, যাতে শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরি এবং চর্বি ঝরানোর গুণ রয়েছে। রোজ রাতে উষ্ণ দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে তা বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

মেথিজল : ফাইবারে ভরপুর মেথিজল যেমন খিদে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, তেমনি ওজন ঝরাতেও কার্যকরী। রাতে মেথি ভেজানো জল পরদিন সকালে খেলে তা হজম প্রক্রিয়া ভালো রাখতে সাহায্য করে, পেট ফাঁপা কমায় এবং চর্বি ঝরাতে সাহায্য করে।

আদা-লেবু চা : আদা তার থার্মোজেনিক প্রভাবের জন্য পরিচিত, যা শরীরের অধিক ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে লেবু লিভারকে ডিটক্সিফাই করে। আদা-চা টক্সিন বের করার পাশাপাশি পেটের চর্বি কমায় এবং হজমশক্তির উন্নতি করে। খাওয়ার আগে এই চা খেলে তা খিদে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

ত্রিফলাজল : ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার সংমিশ্রণ। এটি হজমে সাহায্য করার পাশাপাশি অন্ত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে, বিপাকের উন্নতিতে সাহায্য করে। এই পানীয় ওজন ঝরাতে বেশ কার্যকরী।

দারুচিনির চা : দারুচিনি রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করে, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করে এবং পেটে চর্বি জমা রোধ করে। শোয়ার আগে দারুচিনির চা খেলে তা খিদে কমাতে, বিপাক বাড়াতে এবং সঞ্চিত চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে।

মৌরিজল : সারারাত মৌরি জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খেতে পারেন। মৌরিজল শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলের শোষণের হার বাড়াতে সহায়ক। সেইসঙ্গে মেদ কমাতে সাহায্য করে।

ধনেজল : ধনেতে দ্রবণীয় ফাইবারের পরিমাণ অনেক বেশি। ধনের জল খেলে পেট অনেকক্ষণ ভর্তি থাকে। বারেবারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে।

অ্যালোভেরা জুস : অ্যালোভেরায় রয়েছে অ্যালোইন নামে প্রোটিন, যা দেহে জমে থাকা টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। তবে অ্যালোভেরার জুস খুব অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত। এছাড়া গর্ভবতী মহিলা ও সদ্য মায়েদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এটি।

সুতরাং, সুষম খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত শরীরচর্চা করার পাশাপাশি তালিকায় এইসব আয়ুর্বেদিক পানীয় রাখুন, এগুলি স্বাভাবিকভাবে মেদ ঝরাতে তো বটেই, সামগ্রিক সুস্থতায় সাহায্য করবে।

দোল, হোলিতে মেতে উঠেছিল শিলিগুড়ি। রবিবারও যেন উৎসবের হ্যাংওভার কাটল না। ফাঁকা রইল শহরের রাস্তাঘাট। বিধান রোডে ক্রেতার অপেক্ষায় মুড়ি বিক্রেতারা (ওপরে)। গাড়ির সংখ্যা কম হিলকার্ট রোডে। -সূত্রধর

আজ অধ্যক্ষের দ্বারস্থ হবেন পড়ুয়ারা

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ দেখানোয় এক পড়ুয়াকে নোটিশ দিয়ে শোকজের ঘটনায় সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ফের আন্দোলনে নামতে চলেছেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সোমবার ফিরবেন বলে জানা গিয়েছে। লেকচার থিয়েটারে ম্যাচ দেখানোয় কেন একজন পড়ুয়াকে নিশানা করে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ডিন শোকজ করলেন, সেই ব্যাপারে কথা বলতে পড়ুয়াদের একটি অংশ অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করবেন। পাশাপাশি মারামারির ঘটনা নিয়ে তাঁরা স্মারকলিপি দেবেন বলে ঠিক করেছেন। মেডিকেল কর্তৃপক্ষও ওই ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে বৈঠকে বসতে চলেছে।

ইন্টার্ন সানি মান্নাকে নোটিশ দিয়ে শোকজের পর ১২ মার্চ পড়ুয়াদের একটি অংশ ডিনকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। ডিন ডাঃ অনুপম নাথ গুপ্তার পদত্যাগের দাবি তোলেন তাঁরা। সেসময় ডিনের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ুয়াদের অন্য একটি অংশ সরব হয়। দু'পক্ষের ঝামেলায় উত্তেজনা ছড়ায় মেডিকেলে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, উভয়পক্ষের পড়ুয়ারা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক বলে পরিচিত। তাঁদের বিবাদ মারামারি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। অভিযোগ, বিবাদ চলাকালীন কয়েকজন ছাত্রীকে মারধর করা হয়। প্রতিবাদ জানিয়ে ডিনের পদত্যাগ চেয়ে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি শুরু করেছে।

পড়ুয়াদের পক্ষে দেবজ্যোতি দাস বলেন, 'অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে কথা বলব। যেভাবে ছাত্রীদের মারধর করা হয়েছে, তা নিয়ে লিখিত অভিযোগ করব। তবে সবকিছু শান্তিপূর্ণভাবে হবে।' ছাত্রীদের মারধরের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে এর আগে মেডিকেল ফাঁড়ি তা গ্রহণ করেনি বলে খবর। জানা গিয়েছে, এফআইআর কপিতে অধ্যক্ষের স্বাক্ষর ছাড়া পড়ুয়াদের অভিযোগ নেয়নি পুলিশ।

ঘটনার পর থেকে ছুটিতে ডিন। অপরপক্ষের পড়ুয়ারা তাঁকে হয়রান করার অভিযোগে বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়ার দাবি তুলেছেন। তাঁদের তরফে সার্জারি বিভাগের হাউস স্টাফ শাহাদত ইসলামের কথায়, 'আমরা মেডিকেলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই। কর্তৃপক্ষকে কেউ হয়রান করুক, সেটা চাইছি না।'

হুঁশিয়ারি সার, দখলদারি চলছেই

হাসপাতালে ঢোকা মুশকিল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : শহরে ফুটপাথ দখলমুক্ত করা নিয়ে বহুদিন ধরেই তর্জনগর্জন করছে পুরনিগম। মাঝেমধ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অভিযানও দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবটা আলাদা। প্রতিদিন একটু একটু করে শহরের ফুটপাথ দখল হয়ে যাচ্ছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জেলা হাসপাতালের সামনের ফুটপাথও তো দখলদারদের কবজায়। অথচ হুঁশ নেই পুরকর্তাদের।

অভিযোগ, ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে মাঝেমধ্যে লোকদেখানো দু'-একটি অভিযান হলেও বাস্তবে প্রশাসনই দখলদারদের রাস্তা দখলের সুযোগ করে দিচ্ছে। যদিও পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে নিয়মিত অভিযান হচ্ছে। বিশেষ করে হাসপাতালের সামনের রাস্তার ফুটপাথ কোনওভাবেই দখল করে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা যানবাহন এবং পথচলতি মানুষের যাতায়াতের জন্য ফাঁকা রাখতেই হবে।' দ্রুত এই নিয়ে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন রঞ্জন।

শিলিগুড়ির অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা কাছারি রোড। এই রাস্তায় কোর্ট মোড় থেকে শুরু করে হাসমি চক পর্যন্ত দু'ধারে অসংখ্য দোকান বসে গিয়েছে। কোথাও ফল বিক্রি হচ্ছে। কোথাও গ্যাস জ্বালিয়ে চা-জলখাবার বিক্রির দোকানও রয়েছে। আবার পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোর উলটো দিকের ফুটপাথ পুরোটাই চারাগাছ বিক্রেতাদের দখলে।

অথচ এই রাস্তার লাগোয়াই জেলা হাসপাতাল, মহকুমা আদালত, একাধিক হাইস্কুল, মুখ্য ডাকঘর, তথ্যকেন্দ্র সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর। হাসপাতালের সামনে দীর্ঘদিন ধরে কয়েকজন ব্যবসায়ী ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন। পানীয় জলের বোতল থেকে চা, বিস্কুট সমস্তকিছুই সেখানে বিক্রি হয়। আগুন জ্বালিয়ে খাবার তৈরিও হচ্ছে। হাসপাতালের সামনে এভাবে দোকান চলায় যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না। ইদানীং হাসপাতালের উলটোদিকেও রাস্তাজুড়ে একাধিক দোকান বসেছে। হাসপাতাল সুপারের অফিসের মূল গেটের উলটো দিক থেকে শুরু করে নিবেদিতা মার্কেটের রাস্তা পর্যন্ত এলাকা দখল হয়ে গিয়েছে।

দখলরাজ

- কোর্ট মোড় থেকে শুরু করে হাসমি চক পর্যন্ত দু'ধারে অসংখ্য দোকান
- কোথাও ফল বিক্রি হচ্ছে
- কোথাও গ্যাস জ্বালিয়ে চা, জলখাবার বিক্রির দোকান
- পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোর উলটোদিকের ফুটপাথ পুরোটাই চারাগাছ বিক্রেতাদের দখলে

এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই সরু রাস্তা। যানবাহনের চাপে দিনভর এই জায়গায় যানজট লেগেই থাকে। হাসপাতালের উলটো দিকের ওষুধের দোকানগুলিও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার অনেকটা জায়গা দখল করে রেখেছে। তারই মধ্যে রাস্তার পাশে দিনের পর দিন খাবারের দোকান গজিয়ে ওঠায় এই এলাকা কার্যত ফুড স্ট্রিটে পরিণত হয়েছে।

রবিবার হাসপাতালের উলটো দিকের একটি ওষুধের দোকান থেকে বের হওয়ার সময় সুভাষপল্লির বাসিন্দা অমর বিশ্বাস বলছিলেন, 'গোটা শহরটাই দখল হয়ে গেল। কোনও রাস্তার ফুটপাথে হাঁটা যায় না। তাহলে আমরা যাব কোথায়? মাঝেমধ্যেই শুনি ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হবে, বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না।'

মুখ্য ডাকঘরের সামনে টোটোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অমলেন্দু কর। তিনি বললেন, 'তর্জনগর্জনই সার। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। শহরটায় প্রশাসনের কোনও নজরদারি রয়েছে বলে মনে হয় না। যে যেখানে পারছে দোকান, বাজার বসিয়ে দিচ্ছে।'

ডেপুটি মেয়র অবশ্য বলেছেন, 'হাসপাতালের সামনের রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচুর রোগী, সাধারণ মানুষ প্রতিদিন হাসপাতালে আসেন। ওই রাস্তা আমাদের পরিষ্কার রাখতেই হবে। পাশাপাশি এই রাস্তাতেই আদালত সহ প্রচুর অফিসও রয়েছে। কাজেই আমরা ওই রাস্তার ফুটপাথ দখল বরদাস্ত করব না। দ্রুত রাস্তা দখলমুক্ত করা হবে।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বাইরে রাস্তার দু'পাশ দখল করে নানাধরনের দোকান। রবিবার।

অবৈধ পার্কিংয়ে যানজট ইসলামপুরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ মার্চ : ১২ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝখান দিয়ে যাওয়া শীতলপুর রোড ইসলামপুর পুর এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। অথচ রাজ্য সড়ক ছেড়ে এই পথে ঢোকার মুখে গড়ে উঠেছে বেআইনি স্ট্যান্ড। সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বিহারের টোটো ও অটো। ফলে যানজট লেগে থাকে বেশিরভাগ সময়। ওই এলাকায় রয়েছে একটি নার্সিংহোম। সেটার ভেতরে পার্কিং জোন পর্যন্ত নেই। নার্সিংহোমে আসা রোগীর পরিজনদের গাড়ি দখল করে রাখছে শীতলপুর রোডের একাংশ। এতে যানজট আরও বাড়ে। পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার।

১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিজেপির নিবেদিতা সাহার কথায়, 'টোটো আর অটোর অবৈধ স্ট্যান্ড নিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়েছি। পুলিশ-প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি জটিল আকার নেবে।' ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণিমা সাহা দে'র প্রতিক্রিয়া, 'বিহারের টোটো, অটো দাঁড় করানোয় পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। নার্সিংহোমের নিজস্ব পার্কিং ব্যবস্থা না থাকাও একটি বড় কারণ। জনতার স্বার্থে পদক্ষেপ করা উচিত।'

এই রাস্তা ধরে শান্তিনগর রেলগেট পেরিয়ে এক কিলোমিটার গেলে ঢোকা যায় বিহারে। রোজ পড়শি রাজ্য থেকে বহু মানুষ ব্যবসা সহ বিভিন্ন কাজে অটো, টোটো নিয়ে আসেন ইসলামপুরে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক) হরিপদ সরকার আশ্বাস দিচ্ছেন, 'আমি নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। ওসি ট্রাফিককে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা এই ইস্যুতে বেজায় ক্ষুব্ধ। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সত্যজিৎ ঘোষের অভিজ্ঞতা, 'শীতলপুর রোডে ঢোকার মুখে যানজটের ফাঁসে রোজ আটকে থাকতে হয়।' স্থানীয় বধূ চন্দনা ভৌমিকের প্রতিক্রিয়া, 'এক দশক অপেক্ষার পর রাস্তা তৈরি হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম। অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে সেই রাস্তায় চলাচল করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।' ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষ তো দাবি করে বসলেন, অনেক সময় দুই মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করতে তাঁর ২০ মিনিট লেগে যাচ্ছে। সবাই নাকি সবকিছু জেনে দর্শক সাজার ভান করছেন বলে দাবি তাঁর।

পুরনিগমে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : কর্মীসংকটে জেরবার শিলিগুড়ি পুরনিগম। পরিস্থিতি সামলাতে সম্প্রতি নিয়োগ আইন মেনে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগের অনুমোদনের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাছে শূন্যপদের স্ট্যাটাস পাঠানো হচ্ছে।

প্রতিবছরই অবসর নিচ্ছেন কিছু সংখ্যক স্থায়ী কর্মী। বাম পরিচালিত পুরবোর্ডের শাসনকালে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিলিগুড়ির জন্য ১৮ জন

কর্মী নিয়োগ হলেও পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে অনেকে অন্যত্র কাজে যোগ দেন। ফলে বিগত কয়েকবছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে অস্থায়ী কর্মীদের। পুরনিগমে শুধুমাত্র চতুর্থ শ্রেণির পদ রয়েছে ৭০টি। এরমধ্যে ৪০টি এখনও ফাঁকা। তাছাড়া অন্য পদগুলোও দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা পড়ে রয়েছে।

বাম আমল থেকেই পুরনিগমে প্রয়োজনীয় নিয়োগ হয়নি। ফলে একজন কর্মী অবসর নেওয়ার পর তাঁর জায়গায় অন্য বিভাগ থেকে লোক এনে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এমন একাধিক কর্মী রয়েছেন, যাঁরা দুটি বিভাগের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন একসঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই বড় ভরসা অস্থায়ীরা। শিলিগুড়ি পুর কর্মচারী কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দাস রায়ের বক্তব্য, 'প্রতিটি বিভাগে কাজ সামলাচ্ছেন অস্থায়ী কর্মীরা। অনেক বিভাগে তো তাঁদেরকেই ইনচার্জ করা হচ্ছে।' তাঁর অভিযোগ, 'গত এক বছরের মধ্যে যেসব স্থায়ী কর্মী অবসর নিয়েছেন, তাঁদের গ্র্যাচুইটির টাকা পেতে সমস্যা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বহুবার পুর কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও সুরাহা মেলেনি।'

পুরনিগমে এই মুহূর্তে শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় ৪০০। চলতি বছরে সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, আরও বেশ কয়েকজন স্থায়ী কর্মী অবসর নিতে চলেছেন এবছর। স্থায়ী কর্মীর অপ্রতুলতার কারণে বাম আমল থেকে প্রচুর অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ হয়েছে। সেই সংখ্যা প্রায় ২৪০০, খবর পুরনিগম সূত্রে।

আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত শিলিগুড়ি পুর কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষের কথায়, 'আমরা ১২ তারিখ মেয়রকে নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি দিই। মেয়র জানিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করছেন স্থায়ী পদে যেন কর্মী নিয়োগ হয় তাড়াতাড়ি। সারা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমে কমিশনের মাধ্যমে যাতে নিয়োগ করা হয়, আমরা সেই চেষ্টা চালাচ্ছি।' মেয়র গৌতম দেব জানালেন, চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদে নিয়োগের অনুমোদনের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি রেগুলার এবং ম্যান্ডেট ক্যাটিগোরিতে ২৯ জন কর্মী, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাজে অনুপস্থিত, তাঁদের অনিয়মিত করা হবে।

জঙ্গলে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : সেবক যাওয়ার পথের জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রবিবার। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ সেবক যাওয়ার পথে পেট্রোল পাম্পের সামনের জঙ্গলের অনেকটা জায়গাজুড়ে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। এমনকি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ভয়ে গাড়ি থামিয়েও দেন অনেকে। কীভাবে এই আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। বন দপ্তর এব্যাপারে মুখ খুলতে চাইছে না।

বনাঞ্চলে যাতে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন না জ্বালিয়ে দেয় সেজন্য বন দপ্তরের তরফে কড়া নজরদারি রাখা হয়। তবে এরপরেও কোথা থেকে এই আগুন লাগল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তবে এদিন বিকেল থেকে জোরে হাওয়া থাকায় ছোট কোনও আগুন থেকে শুকনো পাতায় আগুন লেগে জঙ্গলে তা ছড়াল কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ঘর-বাগানের শোভা বাড়াবে

পার্সিয়ান বাটারকাপ

শিলিগুড়ির নার্সারিগুলোতে ইদানীং দেখা মিলছে লাল, সাদা, কমলা, বেগুনি, হলুদ রঙের পার্সিয়ান বাটারকাপ। গোলাপের মতো দেখতে এই ফুলের চাহিদা কেমন? বিক্রিবাটাই বা কেমন? ঠিক কী কারণে মানুষ কিনছে এই ফুল? খোঁজ নিলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : প্রথমে দেখে গোলাপ ভেবে ভুল করেন অনেকে। এই যেমন তাপসী দাস। নার্সারিতে এসে তাঁর চোখ টানল একটা ফুলগাছ। গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই গোলাপটা দেখি...।' ব্যবসায়ী মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, 'ওটা গোলাপ নয়।' তাপসী অবাক! 'তাহলে ওটা কী?' ব্যবসায়ীর প্রত্যুত্তোর, 'পার্সিয়ান বাটারকাপ।'

শিলিগুড়ির হাসপাতালের কাছে বিকোচ্ছে পার্সিয়ান বাটারকাপ। ছবি : সূত্রধর

গোলাপের মতো দেখতে এই ফুল ভালোবাসার মানুষকে উপহার হিসেবে ক'জন দেন, তা জানা নেই। তবে ঘর কিংবা বাগান সাজানোর ক্ষেত্রে এর জুরি মেলা ভার। ইদানীং শিলিগুড়ির নার্সারিগুলোতে ভালোই বিকোচ্ছে পার্সিয়ান বাটারকাপ।

গোলাপের মতোই লাল, গোলাপি, হলুদ, সাদা রঙের পার্সিয়ান বাটারকাপ ছেয়ে গিয়েছে নার্সারিগুলোতে। এছাড়াও এই ফুলের কমলা, বেগুনি রং নজর কাড়ছে ফুলপ্রেমীদের।

পার্সিয়ান বাটারকাপ বিক্রি করার ক্ষেত্রে ফুল ব্যবসায়ীদের মোটামুটি একইরকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এক ব্যবসায়ী অসিত সরকার বলছিলেন, 'মানুষ অবাক হয়ে যাচ্ছে। গোলাপের মতো দেখতে এই ফুল রানুনকুলাসেরই একটা প্রজাতি। ঘর সাজাতে কিংবা উপহার দেওয়ার জন্যই বেশি বিক্রি হচ্ছে।'

কত টাকায় বিকোচ্ছে এই ফুল? হাসপাতাল মোড়ে নার্সারি রয়েছে মহম্মদ হুসেনের। তিনি জানালেন, একটি ফুল দিয়ে চারাগাছ, টব নিয়ে বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকায়। তাঁর কথা, 'শিলিগুড়ির বাজারে এই ফুল নতুন। এটাই এখন বাজার মাতাচ্ছে। গোলাপ তো সবাই কেনে। তবে গোলাপের মতো দেখতে এই ফুলের চাহিদা দিন-দিন বাড়ছে।'

ফুলগাছ কিনতে এসে পার্সিয়ান বাটারকাপ দেখে রীতিমতো উৎফুল্ল প্রিয়া সূত্রধর। বলছিলেন, 'আমার নজরে তো এই প্রথম এল। খুব সুন্দর ফুল। একদম গোলাপের মতো। এটা উপহার হিসেবে দেওয়া যাবে।' এতটাই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল যে লোভ সামলাতে না পেরে একটা ফুলগাছ কিনেই নিলেন প্রিয়া।

মেড ইন মেদিনীপুর

- রাজ্যে সাধারণত দুই মেদিনীপুরে এই ফুলের চাষ হচ্ছে, সেখান থেকেই শিলিগুড়ির বাজারে আসছে
- এই ফুল রানুনকুলাসের একটা প্রজাতি, ফুল দিয়ে চারাগাছ এবং টব নিয়ে ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে
- মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় দেখা মেলে

প্রিয়ার মতোই প্রথমে দেখে অবাক হন অনুরাধা সরকার। তিনিও উপহার দেওয়ার জন্য একটা ফুলগাছ কিনে নেন। নতুন ধরনের এই ফুলের বিশেষত্ব কী? কোথা থেকে শহরে আসছে এই ফুল? শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির সম্পাদক প্রশান্ত সেন বললেন, 'শিলিগুড়ি সহ সংলগ্ন এলাকায় এই ফুলের চাষ হয় না। টব সহ এই ফুল আমদানি করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসছে নার্সারিগুলো'।

তিনি জানালেন, রাজ্যে সাধারণত দুই মেদিনীপুরে এই ফুলের চাষ হচ্ছে। সেখান থেকেই শিলিগুড়ির বাজারে আসছে পার্সিয়ান বাটারকাপ।

বৃষ্টিতে দুর্ভোগ মাটির রাস্তায়

ইসলামপুর, ১৬ মার্চ : পুরসভা গঠনের পর কেটেছে তিন দশক। তবুও পাকা রাস্তা থেকে বঞ্চিত ৪ নম্বর ওয়ার্ডের খেরবাড়ি, সুভাষনগর এবং হুসেনপুরের বাসিন্দারা। ইসলামপুর পুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা।

তাঁদের দাবি, গত পুরভোটের আগে রাস্তাটি পাকা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই আশ্বাস অবশ্য বাস্তবায়ন হয়নি।

বর্ষাকালে এই পথ দিয়ে চলাচল মুশকিল হয়ে পড়ে। মহম্মদ রহিম নামে এক স্থানীয়র দাবি, 'সেসময় তো এক হাঁটু বৃষ্টির জল জমে থাকে।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার গুরুদাস সাহা সমস্যা অস্বীকার করেননি। তিনি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের জন্য দায়ী করেছেন অয়েল ইন্ডিয়াকে। ওই এলাকায় মাটির নীচ দিয়ে যাওয়া পাইপলাইনের কারণে নাকি আটকে কাজ। কাউন্সিলারের ব্যাখ্যায়, 'অয়েল ইন্ডিয়া থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা রাস্তার কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু শেষমুহূর্তে সংস্থার আধিকারিকরা আটকে দেন। ওই জটিলতা না কাটা পর্যন্ত কাজ শুরু করা সম্ভব নয়।'

এদিকে, রাস্তা পাকা না হওয়ায় নিকাশিনালার নির্মাণও হয়নি। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহম্মদ আউয়ালের বক্তব্য, 'গুরুত্বপূর্ণ এই পথটি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আরেকটি রাস্তার সঙ্গে গিয়ে মিশে যায়। আদৌ কোনওদিন এটা পাকা হবে কি না, জানি না।' গুরুদাস জানালেন, চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তায় বেডমিশালি ফেলা হয়েছে।

যদিও তাতে সাধারণের ভোগান্তিতে খুব একটা লাগাম পরানো যায়নি।

শহরের ত্রিফলা বাতি নিয়ে চিন্তা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : শহরে ত্রিফলা বাতি চুরি কোনও নতুন ঘটনা নয়। মদ, জুয়ার খরচ জোগাতে মাঝেমধ্যেই বাতিস্তম্ভের বাতি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। শহরের বিভিন্ন মোড়ে এখনও বাতিহীন স্তম্ভ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান এখনও করতে পারেনি প্রশাসন।

কয়েকবছর আগে শহরে ত্রিফলা বাতি লাগানোর কাজ শুরু হয়েছিল এসজেডিএ'র তত্ত্বাবধানে। কিন্তু বেশিদিন বাতিস্তম্ভগুলো টেকেনি বা বলা ভালো টিকতে দেওয়া হয়নি। শিলিগুড়ি শহরের বিধান রোড, সেবক রোড থেকে দার্জিলিং মোড়, কিংবা শহর সংলগ্ন কাওয়াখালি, সব জায়গাতেই এক ছবি। কাওয়াখালি এলাকাতেও রাতের অন্ধকারে প্রচুর ত্রিফলা বাতিস্তম্ভের বাতি, তার চুরির ঘটনার খবর সামনে এসেছিল। এখন শুধু রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে স্তম্ভগুলো।

বিধান রোডে রবিবারও চোখে পড়ল ভাঙা ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ। কোনওটার বাতি নেই, কোনওটার আবার তার খুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীদের দল। রাস্তায় পড়ে থাকা লোহার স্তম্ভ থেকে নানা অংশ খুলে নিচ্ছে কুড়ানিরা। বিধান রোডের ব্যবসায়ী বিমল সাহা বলেন, 'এই রাস্তার ত্রিফলা আলোগুলোর কোনওটা মাঝেমধ্যে জ্বলে, কোনওটা আবার জ্বলেই না। মাঝেমধ্যে চুরিও যায় স্তম্ভগুলো। গত কয়েকদিন ধরে দেখছি, দোকানের পাশে লোহার পোস্টটা পড়ে রয়েছে। গাড়ি রাখতে সেজন্য অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এখনও কেউ পোস্টটা সরায়নি।'

শহরজুড়ে বেহাল অবস্থা প্রায় সবক'টি ত্রিফলা বাতির। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং বারবার বাতি, তার চুরি চিন্তা বাড়িয়েছে। দার্জিলিং মোড়ের ব্যবসায়ী কিশন শা বলেন, 'ত্রিফলা বাতি চুরির ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এতে একদিকে সন্ধ্যার পর এলাকা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপও বাড়ে। এই দিকটাতে প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।'

এই বিষয়ে এসজেডিএ'র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্চনা ওয়াংখেড়ের গলায় আশ্বাসের সুর শোনা গেল। তিনি বলেন, 'বিষয়টিতে নজর রাখা হচ্ছে। বিধান রোডের বিষয়টিও দ্রুত দেখা হবে।'

পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে পথের পাশে পড়ে ভাঙা ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ। রবিবার।

বাতিল নিয়োগ, প্রশ্নে এসএসসি

যোগ্যতা ছাড়াই তিন মাস শিক্ষকতা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ মার্চ : হাতে নিয়োগপত্র পেয়েছেন। তিন মাস চাকরিও করেছেন। তারপর হঠাৎ করে জয়দেব বর্মনের শিক্ষকতার চাকরি বাতিল বলে জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। কেন? চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর নেই, দাবি কর্তৃপক্ষের। কিন্তু নিয়োগের সময় এই তথ্য সামনে এল না কেন? যদি যোগ্যতা না-ই থাকে, তাহলে চাকরি তিনি পেলেন কী করে? ৩ মাস ধরে শিক্ষকতা করলেনই বা কী করে?

কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানবস হাইস্কুলের ঘটনা। এনিয়ে চলতি সপ্তাহেই এসএসসি'র দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেওয়ানবস হাইস্কুলের সেই শিক্ষক।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল কোনও দায় নিতে চাননি। তিনি বলেন, 'এসএসসি থেকে আমাদের কাছে ওই শিক্ষকের রেকমেন্ডেশন তুলে নেওয়ার চিঠি এসেছিল। আমরা তা স্কুলকে জানিয়ে দিয়েছি।'

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়দেব ২০০১ সালে বিটি (এক বছরের কোর্স) করেছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি আপার প্রাইমারি পরীক্ষার টেট পাশ করেন। তারপর নথিপত্র এসএসসিতে একাধিকবার ভেরিফিকেশনের পর ইন্টারভিউ হয়। প্যানেলে নাম ওঠে। রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন তাঁকে কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানবস হাইস্কুলে উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে রেকমেন্ডেশন দেয়। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর সমস্ত নথিপত্র যাচাই করার পর নিয়োগপত্র দেয়। গত ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন জয়দেব।

স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে কয়েকদিন আগে স্কুলে চিঠি আসে যে, যোগ্যতা না থাকায় ওই শিক্ষকের চাকরি বাতিল করা হল। এখন জয়দেবের মাথায় হাত। বলছেন, 'সমস্ত পদ্ধতি মেনে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিলাম। হঠাৎ করে তারা কেন এখন বলছে যে আমার যোগ্যতা নেই? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। গত তিন মাস আমি স্কুলে চাকরি করেছি। এখনও কোনও বেতন পাইনি।'

চাকরির জন্য দুই বছরের পিটিটিআই কোর্স করা থাকা দরকার। অথচ জয়দেবের এক বছরের বেসিক ট্রেনিং করা ছিল। পরে তাঁর বেতনের অনুমোদন দেওয়ার সময় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরে নথিপত্র যাচাই করা হয়। তখন এই গণ্ডগোল ধরা পড়েছে।

নিয়োগের আগে নথি যাচাইয়ে এই তথ্য ধরা পড়েনি কেন? স্কুল কর্তৃপক্ষই বা যাচাই করে ধরতে পারেনি কেন? দেওয়ানবস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চন্দন সরকার বলেন, 'জয়দেবের এক বছরের বেসিক ট্রেনিং করা ছিল। আমাদের কাছে এসএসসি'র যে নির্দেশিকা ছিল, তাতে বলা ছিল যে ওঁর বেসিক ট্রেনিং চলবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেটা এক বছরের নাকি দু'বছরের লাগবে, তার কোনও উল্লেখ ছিল না। তাছাড়া এসএসসি'র রেকমেন্ডেশন ছিল। ওরাও তো অনেকবার যাচাই করে পাঠিয়েছে। তাই তাঁকে আমরা নিয়োগপত্র দিয়েছি।'

এই পরিস্থিতিতে জয়দেবের হুঁশিয়ারি, 'আগামী মঙ্গলবার আমি স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে যাব। সদুত্তর না পেলে আইনের দ্বারস্থ হব।'

গৃহশিক্ষকের কুপ্রস্তাবের জেরে 'আত্মঘাতী'

নয়ারহাট, ১৬ মার্চ : ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় নাম জড়াল তার গৃহশিক্ষকের। অভিযোগ, গৃহশিক্ষকের কুপ্রস্তাবে রাজি হয়নি ছাত্রীটি। তখন খুন করার হুমকি দিয়েছিল সেই ক্ষিপ্ত গৃহশিক্ষক। সেই ভয়ে বিষ খেয়ে 'আত্মঘাতী' হল সেই ছাত্রী। দাবি পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

বুধবার বিকালে বিষপান করেছিল ১৩ বছরের সেই নাবালিকা। চারদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। ছাত্রীর বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আইয়ুব হোসেন নামের অভিযুক্ত সেই গৃহশিক্ষক পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ছাত্রীর বাবার বক্তব্য, 'বুধবার বিকালে আমরা বাড়িতে ছিলাম না। মেয়ে একাই বাড়িতে ছিল। ওই সময় অভিযুক্ত বাড়িতে এসে মেয়েকে নানাভাবে শাসিয়ে যায় এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। হুমকি সহ্য করতে মেয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। অভিযুক্তের ফাঁসি চাইছি আমরা।' মেয়ের মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা স্বভাবতই শোকে ভেঙে পড়েছেন।

বড় মেয়েকে অকালে হারিয়ে বাবার কার্যত বাকরুদ্ধ অবস্থা। কেঁদে আকুল মা, ছোট বোন ও অন্য আত্মীয়স্বজনরাও। প্রতিবেশীদেরও অনেকেই এই অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না।

রাজকীয় মেজাজে

দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

পদ্মজা নাইডুতে নজর কাড়ছে আকাশ, নাগমণি

তমালিকা দে

দার্জিলিং, ১৬ মার্চ : মাত্র পাঁচ মাস আগে হায়দরাবাদ থেকে দার্জিলিংয়ে এসে দিব্যি নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে আকাশ ও নাগমণি। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুই সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রেড পান্ডার পাশাপাশি তারাও এখন পর্যটকদের নজর কাড়ছে। রয়েলদের উপর বিশেষ নজর রাখছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

আকাশের বয়স সাড়ে চার এবং নাগমণির সাড়ে সাত বছর। নভেম্বর মাসে হায়দরাবাদের একটি চিড়িয়াখানা থেকে সড়কপথে আনা হয়েছিল এই দুই সাদা রয়েল বেঙ্গলকে। তাদের এক ঝলক দেখতে রবিবার এনক্লোজারের সামনে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে। গর্জন শুনতেই মোবাইলে ক্যামেরা অন করে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকে। চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি বলেন, 'দুই সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আপাতত দুজনকে দুটি ভিন্ন এনক্লোজারে রাখা হয়েছে। পর্যটকরা কেউ যাতে তাদের বিরক্ত না করেন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।'

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন প্রায় চার হাজার পর্যটক এখানে ঘুরতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মালদার বাসিন্দা ধীমান দেবও। তিনি বলেন, 'সাদা রয়েল বেঙ্গল প্রথমবার দেখলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা এনক্লোজারের বাইরে অপেক্ষা করে তারপর দেখা পেয়েছি।' এর পাশাপাশি দুই তুষার চিতা চার্মিং ও ডার্লিংও পর্যটকদের নজর কাড়ছে।

অনীতের সঙ্গে সাক্ষাৎ বরফি'র পরিচালকের

শুটিংয়ের জন্য দার্জিলিংয়ে অনুরাগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : কুয়াশামোড়া দার্জিলিংয়ের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে টয়ট্রেনের পিছু নিয়েছেন রণবীর কাপুর। ট্রেনের ভেতরে বসে ইলিয়ানা ডিক্রুজ। আরেকটি দৃশ্যে শৈলশহরের অলিগলি দিয়ে রণবীরের পিছু তাড়া করছেন পুলিশ চরিত্রে অভিনয় করা সৌরভ শুক্লা। 'বরফি' সিনেমাটি সাড়া ফেলেছিল দেশজুড়ে। রণবীর, প্রিয়াংকার অভিনয়ের মতোই প্রশংসিত হয় পরিচালক অনুরাগ বসুর কাজ।

অনুরাগ ফের দার্জিলিংয়ে, তাঁর নতুন সিনেমার শুটিং নিয়ে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে আলোচনা করতে। শৈলশহরের সৌন্দর্য 'বরফি'র সিনেমাটোগ্রাফিকে আলাদা রূপ দিয়েছিল। তাই তিনি আগামী ছবির শুটিং এখানে করতে চাইছেন। এবার এসেছেন জায়গা চিহ্নিত করতে। ওই হিন্দি সিনেমায় জুটি বাধবেন কার্তিক আরিয়ান ও শ্রীলীলা।

রবিবার শিলিগুড়ির পিনটেল ভিলেজে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে দেখা করেন অনুরাগ। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। পরে অনীত বলেন, 'দার্জিলিংকে আমরা সিনেমার শুটিংয়ে দেশের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে চাই। এটা তো প্রমাণিত যে, পাহাড় শান্ত থাকলে পর্যটনের পাশাপাশি অন্য সুযোগও আসবে।' দার্জিলিংয়ে অনুরাগ দ্বিতীয় সিনেমার শুটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উচ্ছ্বসিত তিনি।

অনীত থাপার সঙ্গে অনুরাগ বসু।

> দার্জিলিংকে আমরা সিনেমার শুটিংয়ে দেশের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে চাই। এটা তো প্রমাণিত যে, পাহাড় শান্ত থাকলে পর্যটনের পাশাপাশি অন্য সুযোগও আসবে।
>
> **অনীত থাপা**
> চিফ এগজিকিউটিভ, জিটিএ

পিনটেল ভিলেজে অনীতের বাংলোতে আসেন ওই বাঙালি পরিচালক। সেখানে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনীত জানালেন, এদিনই অনুরাগ তাঁর টিম নিয়ে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর কথায়, 'বরফির সফলতার কথা মাথায় রেখে অনুরাগ ফের শুটিংয়ের জন্য এসেছেন। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। অনেকেই পাহাড়কে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু আমি বারবার বলে এসেছি, শান্ত রাখতে হবে। তবে শুধু পর্যটন ব্যবসা নয়, বিনোদন সহ নানাক্ষেত্রে নয়া দিশা খুলে যাবে। আগে এখানে হিন্দি, বাংলা ও নেপালি সহ প্রচুর সিনেমার শুটিং হত। মাঝে অশান্তির জেরে সবাই মুখ ফিরিয়ে নেন। ২০১৭ সাল থেকে আমরা অশান্তি বাঁধতে দিইনি। তাই পর্যটকরা সারাবছর আসছেন। ধীরে ধীরে বলিউড, টলিউড সিনেমার শুটিং হচ্ছে।'

শান্তি বজায় থাকলে এলাকার আরও উন্নতি হবে বলে মত তাঁর।

হাতির তাণ্ডব

কিশনগঞ্জ, ১৬ মার্চ : কিশনগঞ্জের ইন্দো-নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংক এলাকায় রবিবার ভোরে নেপালের সাতটি বুনো হাতি তাণ্ডব চালাল। এতে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। হাতির দলটি কৃষকদের প্রায় লক্ষাধিক টাকার বেশি ভুট্টা ও কলার খেত তছনছ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। ওই হাতির দলটি সীমান্ত থেকে দশ কিমি দূরে গ্রামে ঢুকে পড়ে। দিঘলব্যাংক ব্লকের পদমপুর, বারোমাসিয়া, ইচামারি, তালবাড়ি সমেত আরও বেশ কিছু গ্রামে ঢুকে পড়ে। যদিও হাতির হামলায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

আত্মঘাতী স্ত্রী

কিশনগঞ্জ, ১৬ মার্চ : কিশরগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানার গোপালপুর গ্রামে রবিবার দাম্পত্য কলহে স্ত্রী সুমনা কর্মকার (৩০) গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠান। মৃতের বাবা রাজেন্দ্র কর্মকার জানান, ১১ বছর আগে প্রকাশ কর্মকারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়েছিল।

ক্যাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিশনের দ্বারস্থ নির্যাতিতা

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : জলপাইগুড়ির রানিনগরে বিএসএফের আবাসন ক্যাম্পে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া নাবালিকা ধর্ষণে সেখানকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী। পাশাপাশি তিনি এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সরাসরি দিল্লিকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রতিকার দাবি করবেন। আধাসেনার ক্যাম্পের কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে কীভাবে সবার নজর এড়িয়ে ওই নাবালিকা ঢুকল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনন্যা।

রবিবার নির্যাতিতা সহ পরিবারের লোকেরা জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে এসে অনন্যা চক্রবর্তী সহ কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি নির্যাতিতা সহ পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেয় কমিশন। পরে এদিন অনন্যা সাংবাদিকদের বলেন, 'অভিযুক্ত ধৃতের সঙ্গে ওই নাবালিকার সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব হয়েছিল। বাবা-মা ক্যাম্প আবাসনে না থাকায় সুযোগে ধৃত নাবালক মেয়েটিকে ভুল বুঝিয়ে সেখানে এনে আটকে রাখে ও অত্যাচার চালায়। নাবালিকা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে পরিবারকে ঘটনার কথা জানায়। এরপর পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও মেয়েটিকে উদ্ধার করে। ঘটনায় ক্যাম্প আবাসনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে বাইরের বাসিন্দা ওই নাবালিকা ক্যাম্পে ঢুকল? এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বিএসএফ ক্যাম্পে যে কেউ যখন-তখন ঢুকতে পারে। এখানে কোনও নিরাপত্তা নেই।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত মঙ্গলবার একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া ওই নাবালিকা পরীক্ষা শেষে বান্ধবীর বাড়িতে থাকবে বলে পরিবারকে জানিয়েছিল। কিন্তু বুধবার রাতে সে বাবাকে ফোন করে রানিনগর বিএসএফ ক্যাম্পের আবাসনে তাকে আটকে রাখা ও যৌন নির্যাতন চালানোর কথা জানায়। মেয়ের ফোন পেয়ে বাবা স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যর মাধ্যমে পুলিশে যোগাযোগ করেন। পুলিশ নাবালিকার ফোন ট্র্যাক করে জানতে পারে সে রানিনগর বিএসএফ ক্যাম্পের ভিতরেই রয়েছে। কোতোয়ালি থানার আইসি'র নেতৃত্বে পুলিশের টিম ওই রাতেই ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু নিরাপত্তার নাম করে পুলিশকে ওই রাতে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরদিন পুলিশ ক্যাম্প আবাসনের এক ঘর থেকে অভিযুক্তকে আটক করে। ওই নাবালিকাকেও উদ্ধার করে। পরে পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বাবা বিএসএফ কর্মী। তিনি সস্ত্রীক বিহারে নিজের বাড়ি গিয়েছিলেন। ছেলে সেখানে একাই ছিল। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে পূর্বপরিচিত ওই নাবালিকাকে আবাসনে নিয়ে গিয়ে ছেলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

এদিন অনন্যা সাংবাদিকদের জানান, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় দক্ষিণবঙ্গের এক জেলায় বিএসএফের টিমকে এক স্কুলে রাখা হয়েছিল। সেখানে মিড-ডে মিল নিতে আসা এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ করেছিলেন এক জওয়ান। তাঁর আশঙ্কা, '২০২৬-এ রাজ্যে ফের বিধানসভা ভোট। আবারও কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। সেক্ষেত্রে কী হবে তা নিয়ে এখনই যথেষ্টই চিন্তায় আছি। কারণ, আমাদের ২০২১-এর খারাপ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই ঘটনায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশের রিপোর্ট পেলেই কমিশন থেকে সরাসরি দিল্লিতে বিএসএফকে চিঠি পাঠানো হবে।'

মৃত বলেও

প্রথম পাতার পর

পরদিন সকাল দশটায় এসে বাচ্চার মৃতদেহ নিয়ে যাবেন।'

সেইমতো শনিবার সকাল দশটায় সাকিনারা গিয়েছিলেন হাসপাতালে। ১২টারও পর বাচ্চার দেহ যখন তাঁদের দেওয়া হয়, তাঁরা দেখেন সে তো নড়াচড়া করছে! সাকিনা বলেন, 'বাচ্চা জীবিত থাকার কথা আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতেই তারা আমার হাতের থেকে বাচ্চার মৃত্যুর শংসাপত্র কেড়ে নেয়। এরপর তারা বাচ্চাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয় আর বলে আধ ঘণ্টা পরে আসতে।' এরপর বাচ্চাকে আইসিইউতে রাখে। রেশমির দাবি, রবিবার সকালেও তিনি বাচ্চাকে জীবিতই দেখেছেন। তার একটু পরেই বলা হয় বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে। এবার সত্যি সত্যি।

ঘটনা প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'নবজাতকের মৃত্যু ঘিরে একটা সমস্যা হয়েছে বলে মৌখিকভাবে জানতে পেরেছি। যেটুকু জেনেছি তা হল, অপরিণত শিশু হিসেবে জন্ম নিয়েছিল ওই সদ্যোজাত। তাকে বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে মারা যায়। আমি ওই ঘটনার সমস্ত রিপোর্ট চেয়েছি প্রসূতি বিভাগের কাছে।'

কিন্তু এমএসভিপির আশ্বাসে শিশুটির পরিজনদের চোখের জল বাঁধ মানছে না। মৃত শিশুর ঠাকুরদা সহিদুল ইসলাম বলেন, 'শুক্রবার আমার যে নাতিকে মৃত বলে প্রায় ১৪ ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, শনিবার সেই নাতি কী করে বেঁচে উঠল? আবার রবিবার মারা গেল! সমস্তটাই হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে।' বলছিলেন, 'যদি শুক্রবার রাতে নার্সরা ভালোভাবে খেয়াল করতেন, তাহলে ওদেরও নজরে আসত যে শিশুটি বেঁচে রয়েছে। তাহলে চিকিৎসা পেত। আজ হয়তো তার মৃত্যু হত না।'

এদিকে, সন্তান হারিয়ে কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না রেশমি। শিশুটির বাবা আজিমুল হকও দায়ী চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের শাস্তির দাবিতে অনড়। বলছেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে যাতে অন্য কোনও বাবা-মায়ের কোল খালি না হয়, সেজন্য আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর চিকিৎসকের শাস্তি চাই।'

৯৫ পাক সেনা

প্রথম পাতার পর

পাক সেনার তরফে অবশ্য মাত্র ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটিও কনভয়ে হামলা। প্রথম ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে বালুচিস্তানের নাওশানি এলাকায় বাসে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যাতে ৫ সেনা জওয়ানের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হন ১০ জন পথচারী। তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুটি ঘটনায় ৯৫ জন সামরিক কর্মীর মৃত্যু পাকিস্তানের সেনা ও সরকারের কাছে নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা।

তারপরেও ১২ ঘণ্টায় আরও ১৯টি হামলার খবর দিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। যেখানে শুধু সামরিক বাহিনী নয়, পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও যানবাহনকে নিশানা করেছে বিদ্রোহীরা। জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাই ও বিদ্রোহীদের হামলায় মৃত্যু নিয়ে প্রথম থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম দেখিয়েছে পাক সেনাবাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের সঙ্গে সেনার চেয়ে বালুচ বিদ্রোহীদের দাবির মিল বেশি। ক্ষতির পরিমাণ প্রসঙ্গে শাহবাজ শরিফের সরকার এখনও নীরব। জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাইয়ের পর মাত্র একটি বিবৃতিতে বিদ্রোহীদের হাতে ট্রেনযাত্রী খুনের সমালোচনা করেছেন শাহবাজ। সেনা জওয়ানদের মৃত্যু নিয়ে কিন্তু একটি শব্দও খরচ করেননি। পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন পিএমএল (এন) ও পিপিপি জোট সরকারের সঙ্গে সেনাকর্তাদের সুসম্পর্ক নিয়ে এখন আর ধোঁয়াশা নেই। এই পরিস্থিতিতে বালুচিস্তানে সেনাবাহিনীর পরপর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পাক সরকারের নীরবতা তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রেপ্তার এক

কিশনগঞ্জ, ১৬ মার্চ : মাদক সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুরজ কুমার। সে তেওশা গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার সন্ধ্যায় ঢেকসারা চা বাগান লাগোয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা হয়েছে। সোমবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে।

শিশুশ্রমিক রাখায় জরিমানা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ মার্চ : শিশুশ্রম যে দণ্ডনীয় অপরাধ, সেকথা বারবার প্রচার করা হয় প্রশাসনের তরফ থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্তাঘাটে বিভিন্ন দোকানপাট থেকে শুরু করে কারখানা বা বাড়িতেও নির্বিচারে নাবালক-নাবালিকাদের দিনভর হাড়ভাঙা খাটনি খাটিয়ে নেওয়া হয় নামমাত্র পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে। শামুকতলা ডাঙ্গির এক নাবালিকার কাহিনীর শুরুটা সেরকমই হলেও শেষটা হল অন্যভাবে। তাকে দিয়ে পরিচারিকার কাজ করানোর জন্য অসমের এক পরিবারকে ২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে প্রশাসন। সেই টাকা জমা পড়েছে সেই নাবালিকার অ্যাকাউন্টে।

ডাঙ্গির সেই মেয়েটিকে পরিচারিকার কাজে বহাল করেছিল অসমের জালুকবাড়ি এলাকার এক পরিবার। প্রায় চার বছর সেখানে কাজ করে ওই নাবালিকা। বিষয়টি নজরে আসতেই সেই পরিবারের কর্তার বিরুদ্ধে শিশুশ্রম আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযুক্তকে জরিমানা করে গুয়াহাটির কামরূপ মেট্রো সিডব্লিউসি। মেয়েটিকে সেই পরিবারের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বছরখানেক আগেই। দীর্ঘদিন অসমেই প্রশাসনের নজরদারিতে হোমে ছিল সে। তবে হোলির আগে আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি'র হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি কর্তৃপক্ষ ওই নাবালিকাকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে। এখন বাড়িতেই রয়েছে সে।

আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'শিশুশ্রম আইনে কেউ অভিযুক্ত হলে আর্থিক জরিমানা করা হয়। এই ধরনের কড়া পদক্ষেপ করলে শিশুশ্রমিক সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করছি।'

প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে শামুকতলার ওই নাবালিকা অসমের পরিবারে পরিচারিকার কাজে যোগ দেয়। অভিযোগ পাওয়ার পর কামরূপ মেট্রো সিডব্লিউসি ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে রাখার ব্যবস্থা করে। খোঁজখবর নেওয়ার পর প্রায় চার বছর কাজ করার প্রমাণ মেলে। তারপরেই অভিযুক্ত মালিকের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

কামরূপ মেট্রো সিডব্লিউসি'র চেয়ারপার্সন জিতু দত্ত বলেন, 'অভিযুক্ত মালিককে শিশুশ্রম আইন মেনে আর্থিক জরিমানা করা হয়। আর মেয়েটিকে বিভিন্ন ভোকেশনাল প্রশিক্ষণে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তবে ও বাড়ি ফিরতে চায়।'

প্রতারণায় সইদুলের

প্রথম পাতার পর

সে একবারও গ্রামমুখী হয়নি।

পুলিশ সূত্রে খবর, সইদুলের সঙ্গী হয়ে মহম্মদ শেখ অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে তা দিয়ে টাকা লেনদেনের কারবার চালানোর পাশাপাশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে সইদুলের সব ধরনের অপরাধমূলক কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সইদুল মাঝেমধ্যেই দুবাই যেত। সেই সময় মহম্মদ শেখ তার সঙ্গী হত। এদিন তার বাড়ি থেকে যে সমস্ত এটিএম কার্ড উদ্ধার হয় সেগুলি ব্যবহার করে কত টাকার লেনদেন করা হয়েছে তা তদন্তকারীরা বোঝার চেষ্টা করছেন। এগুলি ব্যবহার করে শ্রীলংকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় মতো দেশগুলিতে টাকা পাচার করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

যদিও, পুলিশকে সইদুলের জানানো তথ্য অনুযায়ী, মহম্মদ শেখ তার কাছে থাকা বেশিরভাগ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসবই পুড়িয়ে ফেলেছে। আরও বেশকিছু কাগজপত্র এবং ব্যাংকের নথি বাড়ির অদূরে থাকা মহানন্দা ক্যানালে ভাসিয়ে দিয়েছে। পুলিশ মনে করছে, জিজ্ঞাসাবাদে সইদুল কিছু তথ্য গোপন করলেও মহম্মদ শেখকে ধরা গেলেও এই চক্রের বিষয়ে আরও অনেককিছুই জানা যাবে। দুটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মীদের বিরুদ্ধে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়ে সইদুলদের সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ওই দুই ব্যাংকের ম্যানেজারদের তলব করেছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ওই ব্যাংকের ম্যানেজারদের তরফে কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে পুলিশের দাবি। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসির পাশাপাশি ঘোষপুকুরের ওসি সঞ্জয় তিরকি এবং তদন্তকারী অফিসার এদিনের অভিযানে শামিল ছিলেন।

দিশাহীন শিক্ষায় জীবিকা মরীচিকা

প্রথম পাতার পর

সে ধারার পরিবর্তন বলতে একদিকে শিক্ষার গৈরিকীকরণ আর একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকড় গেড়ে বসা। ফলত যারা শিক্ষা চাইছে তাদের হাতে থাকল শুধুই পেন্সিল।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কারণ, রাজ্যটিতে শিল্পহীনতা। যার দরুন শিক্ষাকেই কামাই বা অন্য আয়ের মাধ্যম করে ফেলেছেন রাজনীতির কেষ্টবিষ্টুরা। ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়া সরকারি চাকরিক্ষেত্রেও মেধা তাড়িয়ে 'টাকা যার, চাকরি তার' নীতি বলবৎ হয়েছে।

চাকরির পরীক্ষা বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর মতো হয়ে গিয়েছে। তাই সাদা খাতাতেও মিলছে ফুল মার্কস। স্কুলছুট, কলেজছুট বা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিধারী- কাজের ক্ষেত্রে সবাই সমগোত্রীয় হয়ে পড়েছে। তাদের নতুন নতুন নাম হয়েছে 'র‍্যাপিডো ক্যাপ্টেন', আমাজন, সুইগির 'ডেলিভারি বয়'। পাড়ার মোড়ে গজিয়ে উঠেছে, 'এমএ পাশ চা ওয়ালা', 'বিএড ঝালমুড়ি'র দোকান। এটাই কি ভবিতব্য? স্বাধীনতার পর বারে বারে ঘটা করে শিক্ষানীতি বদলের নির্যাস যে এমন হবে তা কি কল্পনা করা গিয়েছিল?

আসলে উদার অর্থনীতিতে তেত্রিশ বছর পার করে যে সত্যটা উঠে এসেছে তা হল নব্বই শতাংশ কর্মী বা কর্মসংস্থান অসংগঠিত ক্ষেত্রে। তার মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত ৭২ শতাংশ কর্মী। এই হচ্ছে জীবন-জীবিকার চালচিত্র। তা সত্ত্বেও ভারত পৃথিবীর অর্থনীতিতে পঞ্চম স্থান আর বাংলা ভারতের অর্থনীতিতে ষষ্ঠ স্থান।

উদার অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্র বা সরকারি চাকরির ভাবনা সত্যিকারের সোনার পাথরবাটি। গড়পড়তা লোকজন বিগত সাড়ে তিন দশকে সেকথা ভালোই বুঝেছেন। কৃষিতে ভূমিহীন আর প্রান্তিক চাষি বা ট্র্যাডিশনাল কারিগর, শিল্পে ইটভাটা, বিভিন্ন ধারার নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, পরিষেবা ক্ষেত্রে টোটো, ম্যাজিক গাড়ি, অটো, বাসচালক, মেকানিক, ছোট দোকানি, কাজের লোক, রাস্তার ধারে স্টল, সাফাইকর্মী ইত্যাদি- এই তো আমরা পেলাম। আর রয়েছে কিছু ঠিকাকর্মী- অধিকাংশই স্বনিযুক্ত, সামাজিক সুরক্ষাহীন বিনা পারিশ্রমিকের বা অবৈতনিক পারিবারিক কর্মী, যার বেশিরভাগই মহিলা।

উচ্চশিক্ষায়তনে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি, এনআইটি, আইআইএম-কে ধরে গত চার বছরে ৩৩ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। যার ৫২ শতাংশ তপশিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত। এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে।

আসলে সময়ের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের গতির ভয়ংকর ফারাক বা পিছিয়ে থাকা এবং অচলায়তন ভাবনাকে পরিবর্তনের তীব্র অনীহা থেকেই সর্বনাশের শুরু। প্রকল্পভিত্তিক রাজ্য-কেন্দ্র লড়াইয়ের গল্প রাজনীতির ফসল দেয়, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনমুখী করে না। তাই অনীহা কাটিয়ে সময়োপযোগী পরিবর্তন জরুরি। কারণ অসংগঠিত ক্ষেত্র কমবে না, বাড়বে। সরকারি কর্মসংস্থান হবে না। চুক্তিভিত্তিক বা বিনা চুক্তিভিত্তিক চাকরিই থাকবে। সে সরকারি বা বেসরকারি পরিসর যাই হোক। ফলে এখনই কর্মমুখী শিক্ষা পরিকল্পিতভাবে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে না পারলে বিপদ বাড়তেই থাকবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার অসাড়তা সর্বব্যাপী ও সর্বজন অগ্রাহ্য হয়ে উঠছে। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষা প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। গতানুগতিক কলেজ শিক্ষায় কর্ম উপযুক্ত করার প্রবণতা অনেকটা ফাটা গোড়ালিতে হঠাৎ ক্রিম লাগানোর মতো। আর বিশ্ববিদ্যালয় গভীর মননচর্চা করলেও রুজিরোজগারের সুলুকসন্ধান অনেকটা সুন্দর প্লাস্টিকের ফুলের মতো। উত্তরবঙ্গকে সমৃদ্ধ করতে চাইলে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক বা লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের বাঙালি অধ্যাপক- ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে সকলকেই। তবেই জ্বলতে পারে মঙ্গলদীপ।

জখম দুই

কিশনগঞ্জ, ১৬ মার্চ : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দেওর ও বৌদি। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জের গলগলিয়াগামী ৩২৭-ই জাতীয় সড়কে খইখাট চকের কাছে। জখমরা বাইকে ছিলেন। পুলিশ জানায়, তাঁরা হলেন দিঘলব্যাংক থানার সুখানদিঘি গ্রামের বাসিন্দা আফসানা বেগম ও আদনান আলম। তাঁদের বাইকের সঙ্গে কয়লাবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে বাহাদুরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁদের কিশনগঞ্জ পাঠানো হয়। বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার এখবর জানিয়ে বলেন, 'পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনার পর থেকে ট্রাকের চালক পলাতক।' বর্তমানে আহতরা স্থিতিশীল বলে সদর হাসপাতাল জানিয়েছে।

দিল্লি ক্যাপিটালস

নয়া কাহিনী লিখতে চান অক্ষর

মাঝে আর সপ্তাহখানেক। আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। ২২ মার্চ উদ্বোধনী দ্বৈরথে ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত, খতিয়ে দেখতে আজ দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

চেষ্টায় খামতি রেখো না। সাফল্য ঠিক আসবে। যে মন্ত্রকে সামনে রেখে অষ্টাদশ মেগা লিগে নতুন করে স্বপ্নের জাল বোনা। নতুন অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। দলে একঝাঁক নতুন মুখ। নয়া ব্রিগেডের কাঁধে ভর দিয়েই নতুন দিনের অপেক্ষায় টিম দিল্লি।

২০২৪-এ ষষ্ঠ স্থান

অধিনায়ক : অক্ষর প্যাটেল

হেড কোচ : হেমাঙ্গ বাদানি **মেন্টর :** কেভিন পিটারসেন

বোলিং কোচ : মুনাফ প্যাটেল

ঘরের মাঠ : অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম

প্রথম ম্যাচ : ২৪ মার্চ, লখনউ সুপার জায়েন্টস

দামি ক্রিকেটার : অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫ কোটি)

সেরা পারফরমেন্স : ২০২০ (রানার্স)

স্কোয়াড

রিটেইন

অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫), কুলদীপ যাদব (১৩.২৫), ট্রিস্টান স্টাবস (১০), অভিষেক পোড়েল (৪)।

নিলাম থেকে

লোকেশ রাহুল (১৪), মিচেল স্টার্ক (১১.৭৫), জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (৯), থঙ্গরাসু নটরাজন (১০.৭৫), মুকেশ কুমার (৮)।

শক্তি

বোলিং : স্পিন বিভাগে অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব। পেস ব্রিগেডে মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার, থঙ্গরাসু নটরাজন, মোহিত শর্মা। দক্ষতার সঙ্গে বৈচিত্র্যের মিশেল।

ভারসাম্য : প্রথম একাদশের মূল শক্তি দেশি অক্ষর, লোকেশ রাহুল, কুলদীপ যাদব, অভিষেক পোড়েল, মুকেশ কুমাররা। বিদেশি স্টার্ক, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ট্রিস্টান স্টাবস, ফাফ ডুপ্লেসি-দেশি-বিদেশির সঠিক ভারসাম্য।

দুর্বলতা

ধারাবাহিকতা : গত ১৭ আসরে ধারাবাহিকতার অভাব পথের কাঁটা। 'আজ ভালো তো কাল খারাপের' ভুলভুলাইয়াতে বারবার আটকে গিয়েছে ট্রফির স্বপ্ন। প্রথম ট্রফির পথেও মূল বাধা ধারাবাহিকতার প্রাচীরই।

স্ট্রাইক রেট : লোকেশ, ডুপ্লেসি, করুণ নায়ারদের স্ট্রাইক রেট চিন্তার জায়গা। রান পেলেও মন্থর ব্যাটিং সমস্যা লোকেশদের। ঝড় তোলার জন্য ম্যাকগার্ক, স্টাবস, অভিষেকদের ওপর বাড়তি চাপ থাকবে।

এক্স ফ্যাক্টর

মিচেল স্টার্ক : টেস্ট ক্রিকেট পছন্দ করেন। তবে সাদা বলেও অঙ্ক বদলে দিতে সক্ষম। গতবার ফাইনালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয়ের অন্যতম কারিগর স্টার্ক।

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৫৭/৪, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০২৪
সর্বনিম্ন স্কোর : ৬৬, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০১৭

বর্তমান দলের
সর্বাধিক উইকেট : ৫৮, অক্ষর প্যাটেল
সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট : ৩৭১.৪২, স্টাবস (গুজরাট টাইটান্স, ২০২৪)
সর্বাধিক রান : স্টাবস ৩৭৮, ম্যাকগার্ক ৩৩০, অভিষেক ৩২৬ রান

টিম অ্যানথেম : রোর মাচা...
ম্যাসকট : লিও (সিংহ)

সম্ভাব্য একাদশ : জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, লোকেশ রাহুল, অভিষেক পোড়েল, ট্রিস্টান স্টাবস, অক্ষর প্যাটেল, করুণ নায়ার, সমীর রিজভি, কুলদীপ যাদব, মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার ও থঙ্গরাসু নটরাজন।

অনুষ্কাদের নিয়ে কড়া বোর্ড, ক্ষুব্ধ বিরাট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি।

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ : কাজের পর দিনের শেষে প্রত্যেকে ঘরে ফিরে পরিবারকে কাছে পেতে চায়। শূন্য ঘরে একাকী বসে থাকতে পছন্দ করে না কেউই। ক্রিকেটাররাও যার ব্যতিক্রম নন।

দল ব্যর্থ হলেও নিশানা করা হয় পরিবারকে। অথচ, কোনও কিছুই তাদের হাতে নেই। তারপরও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ক্রিকেটারদের পরিবার। তাদের নিয়ে আলোচনা, হাজারো ফতোয়া। এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত।

নাম না করেই বিদেশ সফরে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কড়াকড়ি, সমালোচকদের বিরুদ্ধে এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিলেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় রানমেশিনের যুক্তি, কঠিন সময়ে পরিবার তাঁদের স্বাভাবিক থাকতে সাহায্য করে। দায়িত্ব পালন, সাফল্যের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন নিয়মে ৪৫ দিনের সফরে ১৪ দিন এবং আরও সংক্ষিপ্ত সফরে ১ সপ্তাহের বেশি পরিবার, সন্তান, সঙ্গীদের সঙ্গে রাখতে পারবেন না ক্রিকেটাররা। ঘুরিয়ে যে নিয়মকেই কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন বিরাট।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এক অনুষ্ঠানে বিরাটের সোজাসাপটা বক্তব্য, 'মাঠে কঠিন সময় কাটানোর পর পরিবারকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি, গুরুত্ব আলাদা। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার জন্য এটা কতটা জরুরি, তা বলে বোঝানো যাবে না। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করুন। কেউ ঘরে একা একা বিমর্ষভাবে বসে থাকতে পছন্দ করে না।'

বিরাটের মতে, প্রতিদিন অনেক চড়াই উতরাই পেরোতে হয়। পরিবার পাশে থাকলে যে সফর অনেক সহজ হয়। চাপমুক্ত থাকা যায়, সাফল্য, দায়িত্ব পালনে যা সাহায্য করে। তাই তিনি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ কখনোই হাতছাড়া করেন না।

সমালোচকদেরও তুলোধোনা করেছেন। ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিরাট জানান, তিনি হতাশ। পরিবারের মূল্যবোধ সম্পর্কে সবার স্বচ্ছ ধারণা থাকলে, এরকম হত না। এক্ষেত্রে পরিবারের সঙ্গে সেভাবে জড়িয়ে না থাকা মানুষদের পরামর্শ বোধহয় নেওয়া হয়েছে। যাঁদের মনে হয়, পরিবার থাকলে পারফরমেন্স খারাপ হয়।

ছোলে বাটোরের অবান্তর প্রশ্নে বিরক্ত

ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন সময়ে করা অযাচিত প্রশ্ন নিয়েও। বিরাটের মতে, তিনি কখন, কবে ছোলে-বাটোরে খেয়েছেন, লাঞ্চে মেনু কী, এসব ক্রিকেটের অঙ্গ হতে পারে না। সবার উচিত খেলা নিয়েই আলোচনা করা।

বিরাট বলেছেন, 'সঞ্চালক বা বিশ্লেষকদের আলোচনা ক্রিকেটকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। গতকাল লাঞ্চে কী খেয়েছি, দিল্লিতে প্রিয় ছোলে বাটোরের দোকান কোনটা, এসব আলোচনা অবান্তর। এগুলো ক্রিকেট ম্যাচের অংশও নয়। বরং অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, একজন ক্রিকেটার কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে কথা বলা।'

নিজের আগ্রাসী মনোভাব নিয়েও মজা করতে ছাড়লেন না। বিরাটের কথায়, মাঠে যখন যা করেন তা সহজাত। কিছু ভেবে করেন না। কখনও আগ্রাসন তো কখনও শান্ত। যদিও সবক্ষেত্রেই সমস্যা। কারও অপছন্দ তাঁর বাড়তি আগ্রাসী মনোভাব, কারও সমস্যা তাঁর শান্ত থাকা নিয়ে। বুঝতে পারেন না তাঁর কী করা উচিত। তাই সেই চেষ্টাও করেন না।

রং খেলে 'অপরাধী' সামি-কন্যা!

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : মৌলানা সাহাবুদ্দিন রাজভির তোপের মুখে এবার মহম্মদ সামির ছোট্ট মেয়ে। অপরাধ রং খেলেছেন! যা নাকি শরিয়ত-বিরোধী, অপরাধের শামিল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার সময় রোজা না রেখে মাঠে সামির জল খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মৌলানা। অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে সামিকে ক্ষমা চাইতে হবে বলেছিলেন। রেশ কাটতে না কাটতেই রাজভির নিশানায় সামির মেয়ে।

সামাজিক মাধ্যমে সামি-কন্যার রং খেলার একটি ছবিকে ঘিরে বিতর্ক। অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি মৌলানা সাহাবুদ্দিন রাজভি বলেছেন, 'ও বাচ্চা মেয়ে। কিছু না বুঝে খেলে তা অপরাধ নয়। তবে বুঝেশুনে খেলে শরিয়ত-বিরোধী, অপরাধ।'

রাজভি আরও দাবি করেন,

মহম্মদ সামির মেয়ের রং খেলার এই ছবি নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক।

> ও বাচ্চা মেয়ে। যদি কিছু না বুঝে খেলে তা অপরাধ নয়। তবে বুঝেশুনে খেললে শরিয়ত বিরোধী, অপরাধ।
>
> **মৌলানা সাহাবুদ্দিন রাজভি**
> *সভাপতি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাত*

সামি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে শরিয়ত বিরোধী আচরণ থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছিলেন। হোলি হিন্দুদের উৎসব। কিন্তু মুসলিমদের যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। শরিয়ত জেনেও হোলি খেলাটা অপরাধের শামিল।

ভাঙছে পাকিস্তান। উচ্ছ্বাস নিউজিল্যান্ডের ইশ সোধির।

লজ্জার হার পাকিস্তানের

ক্রাইস্টচার্চ, ১৬ মার্চ : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের অভিযান লজ্জার হারে শুরু করল পাকিস্তান। রবিবার ক্রাইস্টচার্চে কিউয়িদের কাছে তারা পরাজিত হল ৯ উইকেটে। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানদের বাদ দিয়ে টি২০-তে নতুনভাবে দল তৈরি করার লক্ষ্যে রয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু সিরিজের প্রথম ম্যাচেই একরাশ লজ্জা উপহার দিলেন সলমন আলি আঘারা।

এদিন টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। কিন্তু জ্যাকব ডাফি (১৪/৪), কাইল জেমিসনদের (৮/৩) দাপটে ৯১ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান। এটাই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০-তে পাকিস্তানের সর্বনিম্ন স্কোর। পাকিস্তানের পক্ষে খুশদিল শা সর্বাধিক ৩২ রান করেন। জবাবে ওপেনার টিম সেইফার্টের (৪৪) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ১০.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯২ রান তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড।

এদিকে প্রাক্তন পাক তারকা মইন আলি পাক বোলিংকে সেরা মানতে নারাজ। তিনি বলেছেন, 'ক্রিকেটপ্রেমীরা বর্তমান পাকিস্তান বোলিং লাইনআপকে সেরা বললেও আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। নাসিম শা, শাহিন শা আফ্রিদি ও হ্যারিস রউফ ভালো বোলার। কিন্তু ওদেরকে এখন সেরা বলা যাবে না।'

আইপিএলের এক নম্বর বুমরাহই, দাবি জাহিরের

দেশ নয়, মেগা লিগে চোখ চাহালের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : ২০০৮ সালে আইপিএলের আত্মপ্রকাশ।

গত ১৭ আসরে বিশ্বের তাবড় তাবড় ফাস্ট বোলার খেলে গিয়েছেন মেগা লিগে। বর্তমান প্রজন্মের পেস তারকারাও হাজির সেরার মঞ্চে নিজেদের দক্ষতা ঝালিয়ে নিতে। আইপিএলে খেলা পেসারদের যে লম্বা তালিকায় সবার উপরে জসপ্রীত বুমরাহকে রাখছেন জাহির খান।

২০১৩ সালে প্রথমবার মেগা লিগে পা রাখেন বুমরাহ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে ১৩৩ ম্যাচে ১৬৫ উইকেট। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে পাটা উইকেটে বুমরাহর বোলিং দাপট। জাহিরের কথায়, যার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

ডোয়েন ব্রাভো (১৮৩), ভুবনেশ্বর কুমার (১৮১), লাসিথ মালিঙ্গারা (১৭০) উইকেট সংখ্যা এগিয়ে। এক আসরে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার কৃতিত্বও রয়েছে ব্রাভোদের। যদিও জাহিরের মতে বছর পর বছর মুম্বইয়ের হয়ে যে প্রভাব রাখছেন বুমরাহ, এরপর দ্বিতীয় কারও কথা ভাবতে নারাজ তিনি।

কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে রসিকতায় পাঞ্জাব কিংস দলের নতুন সদস্য যুযবেন্দ্র চাহাল।

আইপিএলের অন্যতম সফল স্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালের কথায় আবার কিছুটা অভিমানের সুর। বেশ কিছুদিন হল জাতীয় দলের বাইরে। বরুণ চক্রবর্তীদের উত্থানে ফেরার সম্ভাবনাও ক্রমশ ক্ষীণ। সেই হতাশাই চাহালের কথায়। জানিয়েও দিলেন, জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। চোখ আপাতত মেগা লিগে।

পাঞ্জাব কিংসের হয়ে প্রস্তুতিতে শেষ তুলির টান দেওয়ার মাঝে বলেছেন, 'আমার হাতে যা নেই, তা নিয়ে ভাবতে রাজি নই। মাথায় রাখতে চাই না।' জুটি (কুলচা) ভাঙলেও বন্ধু কুলদীপ যাদবের সাফল্যে খুশিটা আড়াল করলেন না। চাহালের দাবি, এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা রিস্ট স্পিনার কুলদীপ। আইপিএল হোক বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, যার প্রমাণ রাখছে।

ঘুরিয়ে স্বীকার করছেন, কুলদীপের সঙ্গে বোলিং জুটি মিস করেন। চাহালের কথায়, মাঠ এবং মাঠের বাইরে দুইজনের বোঝাপড়া খুব ভালো। পরস্পরের বোলিং, সাফল্য উপভোগ করেন। মানসিকতাতেও মিল থাকা, একে অপরকে বোঝেন। তারই প্রতিফলন জুটিতে ৩৭ ম্যাচে ১৩০ উইকেট। টিম ইন্ডিয়া থেকে চাহাল ছিটকে যাওয়ায়, যে পরিসংখ্যানে আপাতত ব্রেক। আগামীতে তা ফের চালু হবে কিনা, প্রশ্নটা সময়ের হাতে।

এদিকে, চেন্নাই সুপার কিংসকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ওপেনারের দাবি, আসন্ন আইপিএলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ভালো পারফর্ম করবে। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'চেন্নাই সুপার কিংস এবার সাফল্য পাবে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ। দুর্দান্ত ম্যাচ হতে চলেছে যা। সবমিলিয়ে আকর্ষণীয় এবং উত্তেজক লিগের অপেক্ষা।'

লখনউ সুপার জায়েন্টসের নেটে শার্দূল ঠাকুর। তারপরই তাঁকে আইপিএলে দেখার জল্পনা শুরু হয়েছে।

ঋষভদের নেটে দল না পাওয়া শার্দূল

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম সম্ভাবনা পেস-অলরাউন্ডার থেকে আইপিএলে কোনও দল না পাওয়া। শার্দূল ঠাকুরের কেরিয়ার গ্রাফ চমকে দেওয়ার মতো। কঠিন সময়ের মধ্যে গেলেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ মুম্বই রনজি ট্রফি দলের পেস অলরাউন্ডার।

আইপিএল নিলামে হতাশ হওয়ার পর জবাবি মঞ্চ হিসেবে ঘরোয়া ক্রিকেটকে বেছে নিয়েছিলেন। মুম্বই রনজি দলের হয়ে ব্যাটে-বলে একের পর এক দুরন্ত সাফল্যে নজর কেড়েছিলেন। এবার চর্চার কেন্দ্রে লখনউ সুপার জায়েন্টসের প্র্যাকটিসে শার্দূলের বোলিং করার ভিডিও।

হঠাৎ কেন ঋষভ পন্থদের নেটে শার্দূল বোলিং করছেন? প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে। বাড়ছে জল্পনা, তাহলে কী টিম লখনউয়ে আসন্ন মেগা লিগে দেখা যাবে 'লর্ডকে' (ডাকনাম)? নেটিজেনদের অনেকের যুক্তি, শার্দূলের মতো তারকা নেট বোলার হবে না। তাহলে এটা কি টিম লখনউয়ে যুক্ত হওয়ার কোনও ইঙ্গিত?' লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি বা শার্দূলের তরফে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

বছর তেত্রিশের শার্দূল রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্টস, পাঞ্জাব কিংসের পাশাপাশি চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে মোট ৯৫টি আইপিএল ম্যাচ খেলেছেন। ভারতের হয়ে ১১টি টেস্ট, ৪৭টি ওডিআইয়ের পাশাপাশি ২৫টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন।

ইংল্যান্ডের ক্লাব ক্রিকেটে ভরত

এদিকে, আইপিএলে দল না পাওয়া কোনা শ্রীকর ভরত পাড়ি দিচ্ছেন ইংল্যান্ডে। অতীতে একই রাস্তায় হেঁটেছেন চেতেশ্বর পূজারা। উইকেটকিপার-ব্যাটার ভরতও পূজারাকে অনুসরণ করে ইংল্যান্ডের ক্লাব ক্রিকেটে নাম লেখাচ্ছেন। খেলবেন সারে চ্যাম্পিয়নশিপের প্রিমিয়ার ডিভিশনে ডালউইচ সিসি ক্লাবের হয়ে। প্রথম ম্যাচ ১২ এপ্রিল ব্রমলি কমনের বিরুদ্ধে।

আইপিএলের ঘুম ওড়াতে সৌদি লিগ!

রিয়াধ, ১৬ মার্চ : গুঞ্জন ছিল। আইপিএল-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় নাকি সৌদি আরবের গ্লোবাল টি২০ লিগ। ৪৫০০ কোটি টাকার বিশাল অঙ্ক বিনিয়োগ হবে এই লিগে। মূল স্পনসর সৌদি আরবের সংস্থা এসআরজে স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টস। অজি ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন সদস্য নীল ম্যাক্সওয়েল যে লিগের নেপথ্যে।

বর্তমানে আইপিএল-কে (ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা) ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। সৌদি গ্লোবাল লিগ শুরু হলে যে ছবিটা অনেকাংশে বদলাতে পারে। তারকাদের সৌদিমুখী করবে। ধারে-ভারে এগিয়ে থাকলেও চাপ বাড়বে আইপিএলেরও।

প্রাথমিক ভাবনা অনুসারে টেনিসের গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রতিযোগিতার তো বছরে চারবার চারটি আলাদা দেশে এই লিগ অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল সৌদি আরবে। আপাতত অপেক্ষা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এবং আইসিসি-র ছাড়পত্রের।

ইন্ডিয়ান ওয়েলসে বিদায় আলকারাজের

ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ : স্বপ্নপূরণ হল না স্প্যানিশ টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার। এবার ইন্ডিয়ান ওয়েলশ ওপেন জেতার হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ চারের লড়াইয়ে ব্রিটেনের জ্যাক ড্রাপারের কাছে ৬-১, ০-৬, ৬-৪ গেমে হারলেন আলকারাজ।

প্রথম সেটে জ্যাকের কাছে পরাজিত হওয়ার পর কিন্তু দ্বিতীয় সেটে দারুণ প্রত্যাবর্তন করেন আলকারাজ। তৃতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ হাসি হাসেন ব্রিটিশ তারকা জ্যাক। ম্যাচের পর স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, 'আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা, নিজের খেলার কথা না ভেবে প্রতিপক্ষকে নিয়ে চিন্তা করি। এদিনও তাই হয়েছে। জাকের খেলার ধরন, ওর দুর্বলতা ইত্যাদি নিয়ে সারাক্ষণ ভাবনাচিন্তা করেছি। নিজের খেলার থেকেও প্রতিপক্ষকে নিয়ে বেশি চিন্তা করাটা খুব সমস্যার।'

সেমিফাইনালে জেতার পর জ্যাক বলেছেন, 'আলকারাজকে হারানোটা কঠিন। একটা দুর্দান্ত জয় আমি পেয়েছি। আলকারাজ একজন চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়। তবে ও এই ম্যাচে এমন কিছু ভুল করেছে যেটা আমার প্রত্যাশার বাইরে ছিল।'

অন্য সেমিফাইনালে হোলগার রুন ৭-৫, ৬-৪ গেমে ড্যানিল মেদভেদেভকে হারিয়েছেন।

অধিনায়ক অক্ষরে আস্থা করুণ নায়ারের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : প্রতিবারই রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দল দিল্লি ক্যাপিটালসকে নিয়ে তৈরি হয় প্রত্যাশা। সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে যায় সেই প্রত্যাশা।

প্রশ্ন হল, ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএলের আসরে কী হবে? দিল্লি কি পারবে তাদের দীর্ঘসময় ধরে চলা ট্রফি-খরা কাটাতে? জবাব সময় দেবে। তার আগে নতুন অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজির শীর্ষকর্তারা প্রবল আশাবাদী। সেই তালিকায় নাম রয়েছে জাতীয় দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটার করুণ নায়ারেরও। ঘরোয়া মরশুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করে করুণ ফের জাতীয় দলে ফেরার জোরদার দাবি তুলেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত জাতীয় দলে ফিরবেন কি না, সময় বলবে। তার আগে আজ করুণ এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে ঘোষণা করে দিয়েছেন, অধিনায়ক অক্ষর পারবে দিল্লির ট্রফি ভাগ্য ফেরাতে। করুণ বলেছেন, 'দিল্লির অধিনায়ক হওয়ার জন্য প্রথমেই অক্ষরকে অভিনন্দন। ও একজন দুর্দান্ত ক্রিকেটার। শেষ কয়েক বছর ধরেই দারুণ পারফর্ম করে চলেছে ও। অক্ষরের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্রিকেটার যে কোনও দলের সম্পদ। আমি নিশ্চিত, অক্ষরের নেতৃত্বে দিল্লি এবার আইপিএলের আসরে সফল হবে।'

ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে করুণকে এবার ৫০ লক্ষ টাকায় নিলাম থেকে তুলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ফলে করুণ নিজেই অক্ষরের নেতৃত্বে খেলার সুযোগ পেতে চলেছেন। তার আগে আজ করুণ বলেছেন, 'অতীতে আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। এবার দিল্লির হয়ে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। অক্ষরের মতো ক্রিকেটারের নেতৃত্বে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।'

দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুশীলনে করুণ নায়ার। রবিবার।

লা লিগাকে হুমকি রিয়াল মাদ্রিদ কোচ আন্সেলোত্তির

ভিয়ারিয়াল, ১৬ মার্চ : তিন ক্লাবের জোর টক্কর। লা লিগার শিরোপা কার হাতে উঠবে তা সময়ই বলবে। এই পরিস্থিতিতে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত লিগের সূচি নিয়ে।

শনিবার রাতে অ্যাওয়ে ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে হারিয়েও স্বস্তি নেই রিয়াল শিবিরে। ঘাড়ের ওপরই যে নিঃশ্বাস ফেলছে বার্সেলোনা ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ফলে একটা ম্যাচে হোঁচট খেলেই কাজটা আরও কঠিন হয়ে যাবে। আরও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে লিগের সূচি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা মিলিয়ে মাঝে মাত্র একদিনের ব্যবধানে মাঠে নামতে হয়েছে রিয়ালকে। শনিবার ম্যাচের পরই লা লিগা কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য করে কার্যত হুমকির সুরে রিয়াল কোচ বলেছেন, 'সূচি পরিবর্তনের জন্য দুইবার অনুরোধ করেছি আমরা। এমন পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আবারও তৈরি হলে আমরা খেলব না। দুই ম্যাচের মাঝে অন্তত পক্ষে ৭২ ঘণ্টার ব্যবধান থাকতেই হবে।'

ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর কিলিয়ান এমবাপে।

এদিকে, ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর রিয়াল জার্সিতে কিলিয়ান এমবাপের গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৩১। মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে এর আগে প্রথম মরশুমেই ৩০ বা তার বেশি গোল করার নজির রয়েছে দুই রোনাল্ডোর। ফলে এমবাপের সামনে তাঁদের ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ। ফরাসি তারকা যদিও বলেছেন, 'ওঁরা কিংবদন্তি। ওঁদের থেকে বেশি গোল করলেও তার অর্থ এটা নয় যে আমি ওঁদের থেকে বড় ফুটবলার। শিরোপা জিততে পারাটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

নারায়ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন মেন্টর ব্রাভো

উমরানের পরিবর্ত সাকারিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : কোহলি ইজ আ চ্যাম্পিয়ন। গেইল ইজ আ চ্যাম্পিয়ন!

তপ্ত দুপুর। প্রখর রোদ। তার মধ্যেই সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হাজির কলকাতা নাইট রাইডার্স। শেষ আইপিএল খেতাব জয়ীদের দেখার জন্য উপচে পড়া ভিড়। ক্রিকেটপ্রেমীদের সেই ভিড়কে একেবারেই হতাশ করেননি নাইটদের নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। সুনীল নায়ারণ, মায়াঙ্ক মার্কাণ্ডেদের নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক অনুশীলনের শেষে আচমকাই ক্রিকেটপ্রেমীদের চমকে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিশে যান ব্রাভো। তোলেন সেলফি। সঙ্গে নিজের 'চ্যাম্পিয়ন' গান গেয়ে শুনিয়ে একটু নেচেও দেন তিনি।

রবিবারের দুপুর বলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ক্রিকেটপ্রেমী ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল কম। কিন্তু যাঁরা ছিলেন, তাঁরা একইসঙ্গে দুটি বিষয় আজ চাক্ষুষ করলেন। এক, গৌতম গম্ভীরের পর দলের মেন্টর হিসেবে সঠিক লোককেই বেছে নিয়েছে কেকেআর কর্তৃপক্ষ। যাঁর মধ্যে তুখোড় ক্রিকেট মস্তিষ্ক থাকার পাশে রয়েছে রসবোধও। দুই, শেষ কয়েক বছর ধরেই নারায়ণ কেকেআরের সাফল্যের এক্স ফ্যাক্টর। এহেন নারাযণকে সময়ের সঙ্গে একটু চাঙ্গা রাখতে হয়। আজ দুপুরে সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে নারায়ণকে আগামীর লক্ষ্যটা একটু বুঝিয়ে দিলেন মেন্টর ব্রাভো।

নারায়ণ ও ব্রাভো একসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলেছেন। দুজনের বন্ধুত্বও বেশ ভালো। সেই বন্ধুত্ব নাইটদের খেতাব ধরে রাখতে কতটা সাহায্য করবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ দুপুরের অনুশীলনে কেকেআরের নেটে মেন্টর ব্রাভো বল হাতে দীর্ঘসময় নারায়ণকে বোলিং করেছেন। আর নারায়ণও রেঞ্জ হিটিংয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলকে ভরসা দেওয়ার লক্ষ্যে সেরা ছন্দের খুব কাছেই রয়েছেন তিনি। নেটে নারায়ণের ব্যাটিংয়ের মাঝে বারবার মেন্টর ব্রাভোর সঙ্গে তাঁকে ব্যাটিং নিয়ে আলোচনাও করতে দেখা গিয়েছে। গতরাতের ইডেনে নাইটদের অনুশীলন ম্যাচে খেলেননি নারায়ণ। বল হাতে স্পট বোলিং চর্চায় ডুবে ছিলেন তিনি। ফলে ব্যাট হাতে তিনি কেমন ছন্দে রয়েছেন, সেটা বোঝা যায়নি গতরাতের ইডেনে।

দুপুরের সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ আজ সাক্ষী থাকল নারায়ণের মায়াবী কিন্তু ভয়ংকর পাওয়ার হিটিংয়ের। বেশ কিছু বল মাঠ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরেও উড়ে গিয়েছে আজ। নারায়ণের প্রতিটা শটের পরই মেন্টর ব্রাভো যেভাবে তাঁকে উৎসাহ ও ভরসা দিচ্ছিলেন, তা দেখার পর একটা বিষয় স্পষ্ট যে, ২২ মার্চ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের প্রথম ম্যাচে নারায়ণ ঝড় ওঠা এখন সময়ের অপেক্ষা। আর সেই ঝড়টা উঠতে চলেছে নারায়ণের প্রিয় ওপেনিংয়ের জায়গা থেকেই। এদিকে, কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ২২ মার্চ আরসিবি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার সঙ্গেই নয়া নজির গড়তে চলেছেন। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তিনটি ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের নেতৃত্ব দেওয়ার বিরল নজির গড়তে চলেছেন রাহানে।

চোটের জন্য আইপিএল শুরুর আগেই ছিটকে গেলেন কেকেআরের পেসার উমরান মালিক। পরিবর্ত হিসেবে তারা সৌরাষ্ট্রের বাঁহাতি পেসার চেতন সাকারিয়াকে দলে নিয়েছে। দলের সঙ্গে আগে থেকেই তিনি নেট বোলার হিসেবে ছিলেন। সাকারিয়া জাতীয় দলের হয়ে একটি ওডিআই ও জোড়া টি২০ খেলা ছাড়াও ১৯টি আইপিএল ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন।

কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শে সুনীল নারায়ণ।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলনে খোশমেজাজে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো।

লন্ডন ডার্বি আর্সেনালের

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ মার্চ : ম্যাচের আগাগোড়া বলের দখল ধরে রাখল চেলসি। তবে ১-০ গোলে জিতে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল আর্সেনাল। একইসঙ্গে লন্ডন ডার্বিতে অপরাজিত দৌড় বজায় রাখল গানাররা। শেষ ছয়টা ম্যাচে চারটি জয়, দুইটি ড্র।

শেষ ৯ ম্যাচই ফাইনাল : পেপ

এদিনও খাতায়-কলমে এগিয়ে ছিল আর্সেনালই। চেলসিও কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। তবে ম্যাচের নিষ্পত্তি হল ২০ মিনিটে মিকেল মেরিনোর করা গোলেই।

আরেকদিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। প্রথম চারেও কি এবার জায়গা হারাতে হবে? শনিবার ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্রয়ের পর সেই আশঙ্কাই ঘিরে ধরেছে তাদের। কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা এখনই আশা ছাড়ছেন না। বরং বলেছেন, 'আমি সহজে আত্মবিশ্বাস হারাই না। যখনই কঠিন সময় এসেছে, একটা না একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। যেমন এবার লিগে আমাদের শেষ ৯টা ম্যাচের ৯টাই ফাইনাল ধরে এগোতে হবে।' এদিকে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে গোলের পর সিটির জার্সিতে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়াল ১০০। ৯৪ ম্যাচে ৮৪টি গোল ও ১৬টি অ্যাসিস্ট। যা ইংল্যান্ডের ক্লাব ফুটবলে দ্রুততম। অ্যালান শিয়েরার এই রেকর্ড গড়তে নিয়েছিলেন ১০০টি ম্যাচ। সেই নজিরই ভাঙলেন হাল্যান্ড।

চেলসির বিরুদ্ধে গোল করে আর্সেনালের মিকেল মেরিনো। - এএফপি

ছাঙ্গতে না খেললেও সুযোগ নেই ডেভিডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : সুনীল ছেত্রী অবসর ভেঙে ফিরে এসে ঠিক করলেন, নাকি এর জন্য ভারতীয় ফুটবল পিছিয়ে গেল, এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চলছে বিতর্ক। কিন্তু তাঁকে ঘিরে শিলংয়ের মানুষের উৎসাহের শেষ নেই।

১৪ মার্চ থেকে জাতীয় দলের শিবির শুরু করেছেন মানোলো মার্কুয়েজ। ওইদিন গোটা দলকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর স্থানীয় মানুষ। প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুনের মধ্যে সুনীলের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, কিংবদন্তি এই ফুটবলার অবসর ভেঙে ফিরে আসার জন্য তাঁদের শহরে হওয়া ম্যাচকেই বেছে নেওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত খুশি ও কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের বিপক্ষে সুনীলের গোলের জন্য এখন প্রার্থনা করছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিটি মানুষই। এমনিতেই ভারতবর্ষের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এখন ফুটবলের পাওয়ারহাউস বলা হয়। মণিপুর-মিজোরাম-মেঘালয় থেকে এখন উঠে আসছেন ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটবলার। মনে করা হচ্ছে, ভারতীয় দল যদি বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় দিয়ে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু করতে পারে, তাহলে এই অঞ্চলের তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি উৎসাহিত করা যাবে ফুটবলার হওয়ার জন্য।

তবে সাধারণ মানুষ যাই মনে করুন বা মানোলো যতই সুনীলকে দলে নেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা দিন না কেন, এদেশের বেশিরভাগ ফুটবল পণ্ডিতই এতে অশনিসংকেত দেখছেন। বিশেষ করে কয়েকজন তরুণ ফুটবলারের ভবিষ্যতের উপর প্রশ্নচিহ্ন পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেকে নিয়েও। চোটের জন্য তিনি শিবিরে যোগ দেননি। আদৌ পরে যোগ দেবেন কিনা তার কোনও আভাস দলসূত্রে পাওয়া যায়নি। তিনি শেষপর্যন্ত দলে যোগ না দিলে ইরফান ইয়াদওয়াদ হয়তো সুযোগ পেতে পারেন, নাহলে এবারের আইএসএলে নজরকাড়া ইরফানের পক্ষে গেম টাইম পাওয়া কঠিন হতে পারে। ঠিক তেমনি দলে সুযোগই পাননি ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ও এডমুন্ড লালরিনডিকা। অথচ দুইজনকেই ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ স্ট্রাইকার বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু দুইজনকেই শিবিরে ডাকা হয়নি। যা খবর তাতে ছাঙ্গতেকে ছাড়া ২৫ জনের দল নিয়েই খেলা হবে। নতুন কাউকে আর ডাকা হচ্ছে না।

যা আদৌ ভারতীয় ফুটবলের জন্য সুখবর নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। সুনীলকে ফিরিয়ে এনে তরুণদের জাতীয় দলে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়াকে মেনে নিতে আপত্তি রয়েছে বহু ফুটবল পণ্ডিতেরই। বাংলাদেশ ম্যাচে খারাপ ফল হলেই হয়তো এঁদের প্রকাশ্যে মুখ খুলতে দেখা যাবে।

আবার জাতীয় ফুটবল দলের মহীরুহ হয়ে ওঠার প্রস্তুতিতে সুনীল ছেত্রী।

কারাবাও কাপ নিউক্যাসলের

লন্ডন, ১৬ মার্চ : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের পর কারাবাও কাপ ফাইনাল। আবার হারের মুখ দেখল লিভারপুল। রবিবার ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ফাইনালে তাদের ১-২ গোলে হারিয়ে দেয় নিউক্যাসল। ৪৫ মিনিটে ড্যান বার্নের গোলে নিউক্যাসল এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আলেকজান্ডার ইসাক ব্যবধান বাড়ান। খেলার একেবারে শেষলগ্নে পরিবর্তে ফেডেরিকো চিয়েসা লিভারপুলের হয়ে একটি গোল ফেরালেও কাজে আসেনি।

চ্যাম্পিয়ন শচীনরা

রায়পুর, ১৬ মার্চ : ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শচীন তেন্ডুলকারের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া মাস্টার্স। রবিবার ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাস্টার্সকে হারিয়ে দেয়। ভারতীয়দের জয়ের নায়ক আম্বাতি রায়াডু। ৫০ বলে তিনি ৭৪ রান করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৮ রান করে। লেন্ডল সিমন্স ৫৭ ও ডোয়েন স্মিথ ৪৫ রান রেখে এসেছেন। ব্রায়ান লারা আউট হন ৬ রানে। বিনয় কুমার ২৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ইন্ডিয়া মাস্টার্স ১৭.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। শচীন করেছেন ২৫ রান।

স্মরণে

ঁঅভিরাজ কুণ্ডু (সানি)

আসা : ২২/০৭/৮৫ যাওয়া : ১৭/০৩/২৩

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে অশ্রুসিক্ত নয়নে তোমায় স্মরণ করি। যেখানেই থাকো ভালো থেকো, শান্তিতে থেকো। **শোকাহত : বাবা, মা ও পরিবারবর্গ, মাস্টারদা লেন, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।**

ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন সৌরভ-প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠেছেন সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু। রবিবার ফাইনালে তাঁরা ৮৭৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন শুক্রাশিস সরকার-বাবুয়া ঘোষকে। পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস করের বিরুদ্ধে ৫৮৪ পয়েন্টে জিতে সুশীল হালদার-অনুপ সরকার তৃতীয় হয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন ৪ নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা, দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী, নিলয় চক্রবর্তী, শ্যামল ঘোষ, রানা দে সরকার, মৃগাঙ্ক রায়, প্রসেনজিৎ সাহা প্রমুখ।

দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবে জমে উঠেছে প্রকাশচন্দ্র সাহা ট্রফি অকশন ব্রিজের ফাইনাল। রবিবার।

শুরু হতে চলেছে অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেট

বাবুলবাবু এদিনই জানিয়েছেন, আগামী রবিবার থেকে ক্লাবের মাঠে শিলিগুড়ির কোচিং সেন্টারগুলিকে নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ক্রিকেট শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নাম লেখাতে হবে বৃহস্পতিবারের মধ্যে।

রেফারি হওয়ার পরীক্ষায় ২২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে রবিবার শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার্স সংস্থা ফুটবল রেফারি হওয়ার জন্য প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নিল। সংস্থার সচিব রানা দে সরকার জানিয়েছেন, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। সেখানে যারা পাস করেছিল তাদেরই এদিন প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা হয়। ২২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন মহিলা ছিলেন। প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ফুটবল ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ মিলবে।

সূচনা রেফারি অ্যাকাডেমির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : রবিবার উদ্বোধন হয়ে গেল আইএফএ-এর তৈরি রেফারি অ্যাকাডেমির। প্রথম দিনে দশজন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে রেফারিংয়ের পাঠ দেবেন সুব্রত সরকার, প্রদীপ নাগের মতো বিশিষ্ট রেফারিরা। প্রতি শনিবার ও রবিবার আইএফএ অফিসে রেফারি অ্যাকাডেমির ক্লাস নেওয়া হবে বলেই জানা গিয়েছে।

জিতল শ্রীভূমি

কলকাতা, ১৬ মার্চ : মহিলাদের জাতীয় লিগে সেতু এফসি-কে ৩-২ গোলে হারাল শ্রীভূমি এফসি। জয়ী দলের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন বালা দেবী। সেতু এফসি-র হয়ে গোল করেন হাদজা নন্দাগো ও লিসাম বাবিনা দেবী। এই জয়ের সুবাদে ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে শ্রীভূমি। সমসংখ্যক ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল।

ড্র ইউনাইটেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচে বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ড্র করল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে। আপাতত ১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ইউনাইটেড। ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ডায়মন্ড হারবার।

ফাইনালে ডিয়ার

মালবাজার, ১৬ মার্চ : সংকার সমিতি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল ডিয়ার ইলেভেন। রবিবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৫ উইকেটে রিভেঞ্জার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে রিভেঞ্জার্স ১১.৫ ওভারে ১২০ রানে অল আউট হয়। লোকেশ চৌহান ২ উইকেট নেন। জবাবে ডিয়ার ৮.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা লোকেশ ৫৫ রান করেন।